আগস্ট ২০২৫ । বর্ষ ৩০ । সংখ্যা ৩৪৮

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

মাইলস্টোন স্কুল ট্র্যাজেডি

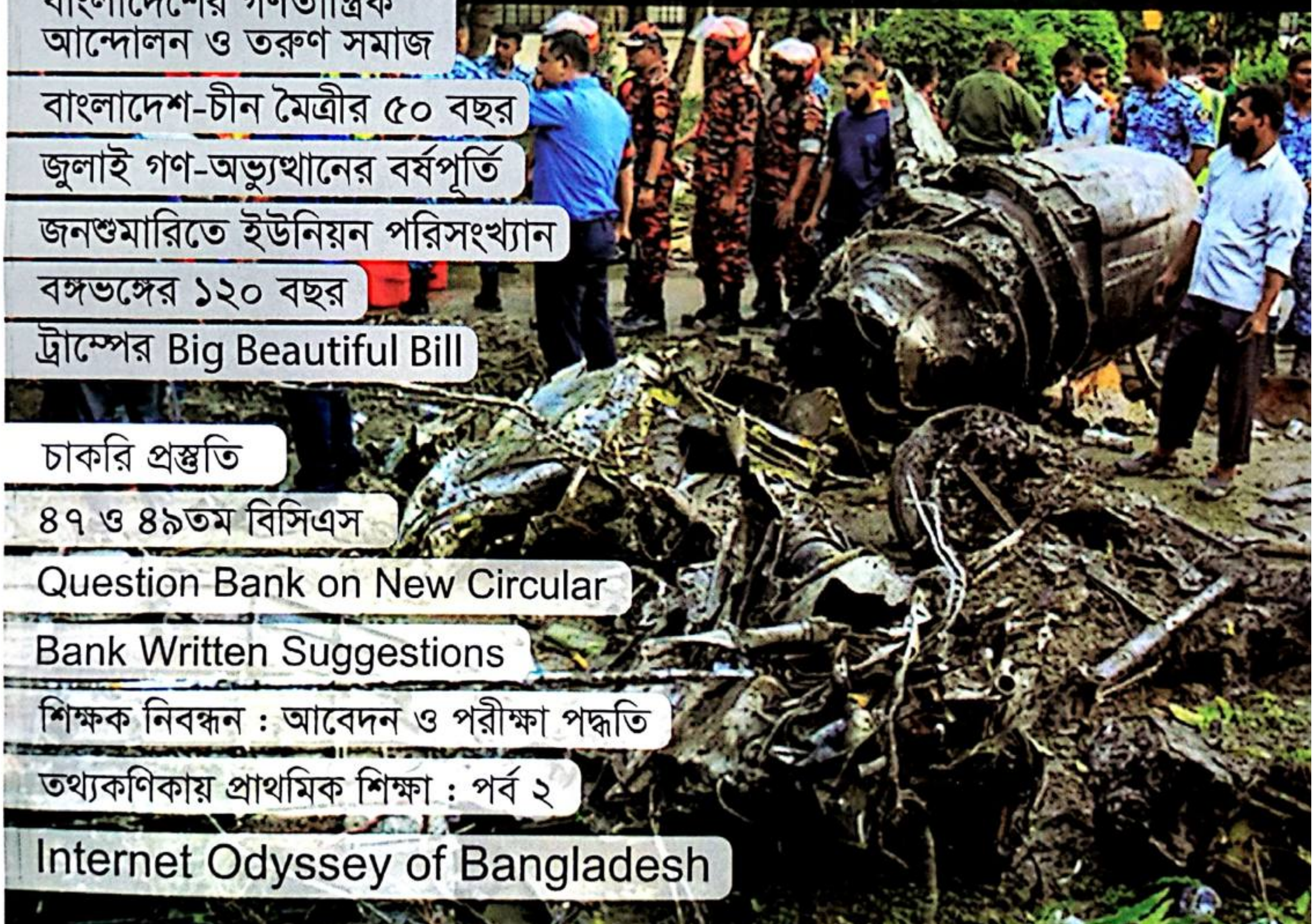

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও তরুণ সমাজ

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রীর ৫০ বছর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি

জনশুমারিতে ইউনিয়ন পরিসংখ্যান

বঙ্গভঙ্গের ১২০ বছর

ট্রাম্পের Big Beautiful Bill

চাকরি প্রস্তুতি

৪৭ ও ৪৯তম বিসিএস

Question Bank on New Circular

Bank Written Suggestions

শিক্ষক নিবন্ধন : আবেদন ও পরীক্ষা পদ্ধতি

তথ্যকণিকায় প্রাথমিক শিক্ষা : পর্ব ২

Internet Odyssey of Bangladesh

৪৮তম বিসিএস ও সমন্বিত ব্যাংকসহ ৮টি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

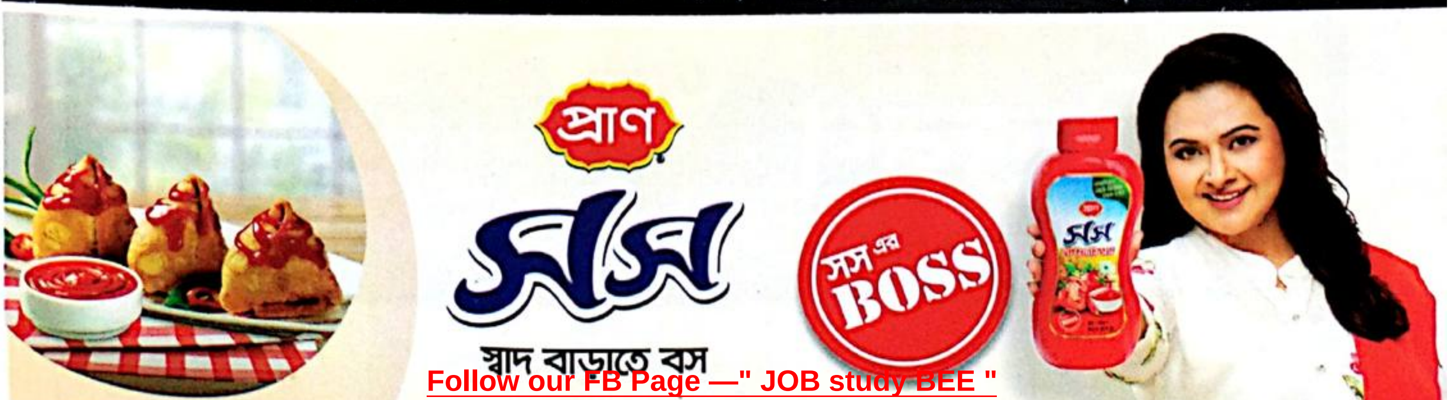

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বর্ষ ৩০। সংখ্যা ৩৪৮। আগস্ট ২০২৫

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

সম্পাদক
জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন
সহযোগী সম্পাদক
মো. ইউসুফ খান
সহসম্পাদক
মো. সাবিরুল ইসলাম
গোলাম রব্বানী
জোনাইদ হোসেন
মো. আবু তাহের
সোয়েব হোসেন আকিল
মো. রওনক ইসলাম
পরিকল্পনা সমন্বয়ক
মো. বাইচ উদ্দিন
মো. রফিকুল ইসলাম
মো. সাজ্জাদ হোসেন
সোহাইল আহমেদ
কাউসার আফরাদ
পরামর্শক
আরিফ খান মিরণ
শিল্প নির্দেশক
মো. মাইনুল ইসলাম
সানিয়া জিহা ও মারিয়া নেহা
গ্রাফিকস
নূর নবী বাবর
বর্ণবিন্যাস
আবদুল করিম কাজল
রাফি উদ্দিন খান
বিজ্ঞাপন
এইচ এ কাইউম
০১৭১১ ৮৭১১৩৬

দাম : ৩০ টাকা

অশ্রুসিক্ত শোকগাঁথা

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমান দুর্ঘটনা এক হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি। এ যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। এ দুর্ঘটনায় যে সমস্ত কোমলমতি শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছে, তাদের প্রতি জানাই গভীর শোক ও সমবেদনা। সৃষ্টিকর্তা নিহতদের পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তরুণ সমাজ সবসময়ই ছিল অগ্রভাগে। তাদের দৃঢ়চেতা মনোভাব, উদ্যম ও আদর্শবাদ গণ-আন্দোলনে নতুন গতি আনে। অন্যায়, অবিচার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তরুণরাই সর্বাগ্রে সাড়া দেয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে তরুণ সমাজের আত্মত্যাগ বিরল সাহসিকতার প্রতীক। তরুণ সমাজের নেতৃত্বে এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪। এবারের সংখ্যায় 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান'-এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে থাকছে বিশেষ আয়োজন।

সেই সাথে থাকছে বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ৫০ বছরে পদার্পণ, বঙ্গভঙ্গ নিয়ে প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ, নীলনদে মেগা বাঁধ, রুয়ান্ডা-ডি আর কঙ্গোর শান্তিচুক্তি বিষয়ে নিবন্ধ এবং ট্রাম্পের Big Beautiful Bill নিয়ে আলোচনা। এছাড়াও রয়েছে চাকরি প্রস্তুতির অংশ এবং তথ্যসমৃদ্ধির ভাণ্ডার।

জুলাই যেন মৃত্যুপুরী। আমরা আর কোনো মৃত্যু দেখতে চাই না। দেখতে চাই না তরুণ ও কচিকাঁচাদের ভয়ার্ত মুখ। আমাদের কোনো অর্জন, প্রাণ বিসর্জন ও আত্মত্যাগ যেন নতুন নতুন মৃত্যু-বিভীষিকায় ম্লান না হয়ে ওঠে। সবাই নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন।

যোগাযোগ

অফিস
নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০, E-mail : ca@professorsprokashon.com
০১৩২৪২৫৪৬০৮, ০১৩২৪২৫৪৬০৯ /professorscurrentaffairs

গ্রাহক ও এজেন্ট
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮ (বিকাশ)

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন-এর ছাপাখানা সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক

০৩ • মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি
০৪ • তথ্যপ্রবাহ
০৬ • সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ
০৮ • Recent Info Inquiry
০৯ • সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
১০ • দশ দিগন্ত
১৩ • রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৪ • জনশুমারিতে ইউনিয়ন পরিষদ
১৭ • বাংলাদেশে OHCHR'র কার্যালয়
১৮ • দেশ পরিক্রমা
ঢাকায় ই-রিক্সা
দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার
NBR'র চাকরি এখন অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা
আনুষ্ঠানিকভাবে স্টারলিংকের যাত্রা শুরু
বাংলাদেশের রপ্তানি চিত্র ২০২৪-২০২৫
২২ • স্যার-ম্যাডাম সম্বোধনের ইতিকথা
২৩ • বিশ্ব পরিক্রমা
ব্রহ্মপুত্রের উৎসে বৃহত্তম বাঁধ
সিরিয়ার নতুন জাতীয় প্রতীক
তালেবান সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি
ভূমি মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি থেকে প্রত্যাহার
রুয়ান্ডা ও ডিআর কঙ্গো শান্তি চুক্তি
ইউনেস্কোর নতুন বিশ্ব ঐতিহ্য
২৮ • আবিষ্কার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি
২৯ • নীলনদে মেগা বাঁধ
৩০ • ট্রাম্পের Big Beautiful Bill
৩১ • বৈশ্বিক সহায়তা সংস্থা
৩৩ • বাংলাদেশ-চীন মৈত্রীর ৫০ বছর
৩৫ • সৌদি আরব-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর
৩৬ • বঙ্গভঙ্গের ১২০ বছর
৩৮ • জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি
৪২ • খেলাধুলা
৪৫ • নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি

প্রশ্ন সমাধান

৪৬ • সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৫০ • সমন্বিত ৫ ব্যাংক
৫২ • বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা
৫৪ • প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি অধিদপ্তর
৫৬ • বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন
৫৭ • বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৫৯ • সিভিল সার্জনের কার্যালয়, বরিশাল
৬১ • ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ)

চাকরি প্রস্তুতি

৬৫ • ৪৭তম ও ৪৯তম (বিশেষ) বিসিএস
৭০ • Question Bank on New Circular
৭৪ • Bank Written Suggestion
৭৬ • শিক্ষক নিবন্ধন আবেদন ও পরীক্ষা পদ্ধতি
৭৭ • তথ্যকণিকায় প্রাথমিক শিক্ষা : পর্ব-২
৭৮ • ভাইভায় সাফল্যের সহজ কৌশল
৮০ • বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি : পর্ব-১২

প্রবন্ধ-ফিচার

৮৩ • Short Notes
৮৪ • Internet Odyssey of Bangladesh
৮৬ • বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও তরুণ সমাজ

অন্যান্য আয়োজন

৪০ • সাঁওতাল : সমতলের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী
৪৪ • বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল : পর্ব-৫
৭৯ • সাহিত্যিক পরিচিতি
৮১ • বাইসাইকেল : দুই চাকার বিস্ময়
৮২ • এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা
৮৮ • জেলা পরিচিতি : পাবনা
৯০ • স্বাস্থ্যবার্তা
৯২ • ক্যারিয়ার ভাবনা HSC'র পর
৯৪ • পাঠকের জিজ্ঞাসা
৯৫ • বিচিত্র বিশ্ব
পাদটীকা : কসোভো, তিউনিসিয়া, বতসোয়ানা ও লেসেথো

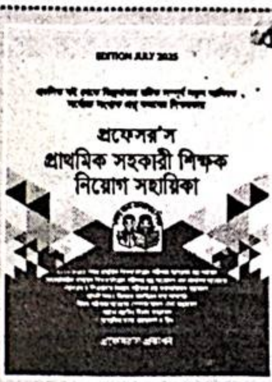

নতুন সংস্করণ

যোগাযোগ ও বিকাশ
০১৩২৪২৫৪৬১৮, ০১৭১১১১২০৭০১

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

'সবচেয়ে শেষে এসেছিল
সে গিয়েছে সবার আগে সরে
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।'

মাইলস্টোন স্কুল ট্র্যাজেডি দুঃখদীপের মহাকাব্য

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত 'ছিন্ন মুকুল' কবিতার মতোই যেন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ঘটে গেল ট্র্যাজেডি। যারা ছোট তারাই যেন এ কবিতার মতো অভিভাবক ও দেশবাসীকে একরাশ শূন্যতায় ডুবিয়ে সবার আগে চলে গেছে ছিন্ন মুকুল হয়ে। 'একদিন ছুটি হবে অনেক দূরে যাবো' এই গান যারা গেয়েছিল দলবেঁধে তারা স্কুল ছুটির আগেই চিরদিনের মতো ছুটি নিয়ে চলে গেছে অসীম সীমানায়।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পরিবারের শোক ও সমবেদনা

দুর্ঘটনার সূত্রপাত ও মরণ ছোবল

২১ জুলাই ২০২৫ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম তার ট্রেনিংয়ের সর্বশেষ ধাপ সলো ফ্লাইট ট্রেনিং অপারেট করছিলেন। ট্রেনিংয়ের লক্ষ্যে তৌকির 'এফটি-৭ বিজিআই' বিমান নিয়ে কুর্মিটোলা পুরাতন এয়ারফোর্স বেস থেকে টেক অফ করেন। এরপর উত্তরা, দিয়াবাড়ি, বাড্ডা, হাতিরঝিল, রামপুরার আকাশজুড়ে তিনি উড়তে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বিমানে কিছু সমস্যা বুঝতে পারেন। এরপর বিমানটি আনুমানিক দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরের দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় ত্রিশের অধিক নিহত এবং দেড় শতাধিক আহত হয়।

তৌকির ইসলাম

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম সাগরের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট এলাকায়। তবে তার পরিবার রাজশাহী উপ-শহরের সপুরা এলাকায় 'আশ্রয়' নামে একটি বহুতল ভবনে ভাড়া থাকেন। তৌকির রাজশাহীর ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। পরে পাবনা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হন। ২০১৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ২০১৭ সালে যোগ দেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে। ২১ জুলাই ২০২৫ বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (CMH) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ২২ জুলাই ২০২৫ তাকে রাজশাহীর উপশহর এলাকায় পূর্ণাঙ্গ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

সলো ফ্লাইট ট্রেনিং

সলো ফ্লাইট ট্রেনিং হলো একজন পাইলটের ট্রেনিংয়ের সর্বশেষ ধাপ। ফাইটার জেট অপারেট করার জন্য একজন পাইলট যে হাই স্কিল্ড, সেটিই প্রমাণ হয় তার সলো ফ্লাইটের মাধ্যমে। ট্রেনিংয়ের এই পর্যায়ে পাইলটকে নেভিগেটর বা কো-পাইলট বা কোনো প্রকার ইন্সট্রাক্টর ব্যতীত একাই ফ্লাইট অপারেট করতে হয়। যে-কোনো প্রকার ট্রেনিং ফ্লাইট সিভিলিয়ান এরিয়া থেকে দূরেই হয়ে থাকে, তবে সলো ফ্লাইট সাধারণত নগর এলাকায় হয়ে থাকে।

এফ-৭ যুদ্ধবিমান

এটি চীনের তৈরি এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট হালকা ওজনের যুদ্ধবিমান। আকাশ থেকে আকাশে যুদ্ধ, আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণ এবং প্রশিক্ষণ ও টহলের জন্য এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চীনের Chengdu Aircraft Corporation (CAC)। তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধবিমানটি সোভিয়েত ইউনিয়নের মিগ ২১-এর লাইসেন্সড বিল্ড ভার্সন। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৬ এই বিখ্যাত বিমানটির ছাঁচ ধরেই চীন তৈরি করে চেংদু জে-৭। পরে এই জে-৭'র উন্নত সংস্করণ হিসেবে আসে এফ-৭ সিরিজের বিমান। আর এই সিরিজের সবচেয়ে উন্নত ও শেষ মডেল হলো এফটি-৭ বিজিআই। অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য চীনে এটি জে-৭ নামে পরিচিত। তবে রপ্তানির সময় এর নামকরণ করা হয় এফ-৭। ২০১৩ সালের মে মাসে এর উৎপাদন বন্ধ হয়। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বহরে শুরু থেকে এফ-৭ যুদ্ধবিমান যুক্ত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩৬টি এফ-৭ যুদ্ধবিমান রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই এফটি-৭ বিজিআই ধরনের। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সর্বশেষ দুর্ঘটনার কবলে পরা 'এফটি-৭ বিজিআই' বিমানটি যদিও প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হতো, তবে এটি ছিল যুদ্ধের উপযোগী একটি ফাইটার জেট। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি সংস্করণটির নামকরণ করা হয় BGI; যার মানে Bangladesh, Glass cockpit, Improved।

কসোভো দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের স্থলবেষ্টিত বলকান অঞ্চলের একটি রাষ্ট্র

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

তথ্য প্রবাহ

টপ নিউজ

৩০ জুন : NBR'র সকল শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ঘোষণা।
০১ জুলাই : ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট কার্যকর।
০৪ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিগ বিউটিফুল বিলে স্বাক্ষর করেন।
০৬ জুলাই : ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ১৭তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
: সুরিনামের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জেনিফার সাইমনস।
১৩ জুলাই : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় চেলসি।
১৯ জুলাই : চীন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে।
২১ জুলাই : টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।
: ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত।

জুন মাসের বাকি অংশ

আন্তর্জাতিক • ২৪ জুন ২০২৫

—প্রথম মুসলিম হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয় জোহরান মামদানি।

আন্তর্জাতিক • ২৫ জুন ২০২৫

—আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) সঙ্গে সহযোগিতা স্থগিত-সংক্রান্ত একটি বিল অনুমোদন করে ইরানের পার্লামেন্ট।

—জাপান প্রথমবারের মতো নিজ দেশের উত্তরের হোক্কাইডো দ্বীপের একটি প্রশিক্ষণ মাঠ থেকে জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র 'টাইপ-৮৮'-এর পরীক্ষা চালায়।

আন্তর্জাতিক • ২৬ জুন ২০২৫

—ইসরায়েল আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে নাচ-গানের অনুমতি দেয়।

বাংলাদেশ • ২৭ জুন ২০২৫

—নিজেদের স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বোনা কাপড়, পাট ও সুতার পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারত।

আন্তর্জাতিক • ২৭ জুন ২০২৫

—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ আটকে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বিচারকদের ক্ষমতা সীমিত করে দেশটির সুপ্রীম কোর্ট।

—যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে রুয়ান্ডা ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

—সিন্ধু পানি চুক্তি-সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় নিজেদের বিচারিক এখতিয়ার নিয়ে একটি সম্পূরক আদেশ দেয় নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের স্থায়ী সালিসি আদালত।

বাংলাদেশ • ২৮ জুন ২০২৫

—প্রথমবারের মতো দেশে তৈরি জাপানের মিতসুবিশি ব্র্যান্ডের 'এক্সপ্যান্ডার' মডেলের নতুন গাড়ি বাজারজাতকরণ উদ্বোধন।

বাংলাদেশ • ২৯ জুন ২০২৫

—অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধিমালা গ্রহণ করে সাত বছর আগে দেওয়া আদেশ স্থগিত করে আপিল বিভাগ।

বাংলাদেশ • ৩০ জুন ২০২৫

—জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আরও ১০ জন শহিদের নামের গেজেট প্রকাশ করে সরকার।

আন্তর্জাতিক

—ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র বা শত্রু রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নতুন আইন পাস করে ইরানের পার্লামেন্ট।

—সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

জুলাই

বাংলাদেশ • ১ জুলাই ২০২৫

—আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

—পুলিশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ রেঞ্জের সকল জেলার থানায় অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি (GD) করার সেবা চালু।

—জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে মাসব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

—ফোনের কথাবার্তা ফাঁসের ঘটনায় থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে সাময়িক বরখাস্ত করে দেশটির সাংবিধানিক আদালত।

—ফ্রান্স সরকার সৈকত, পার্ক, বাসস্টপ, স্কুলের আশপাশে শিশুদের উপস্থিতি রয়েছে এমন স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধের ঘোষণা কার্যকর হয়।

—যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা USAID আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ • ২ জুলাই ২০২৫

—প্রথমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের মূল পর্বে স্থান পায় বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক

—জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা স্থগিত করে ইরান।

—দক্ষিণ এশিয়ার চতুর্থ দেশ হিসেবে শ্রীলংকায় স্টারলিংক সেবা চালু।

বাংলাদেশ • ৩ জুলাই ২০২৫

—উপদেষ্টা পরিষদে 'সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক

—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বিগ বিউটিফুল বিল' কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাস।

—বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া।

কসোভোর রাষ্ট্রীয় নাম Republic of Kosovo

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

আন্তর্জাতিক ♦ ৫ জুলাই ২০২৫

—যুক্তরাষ্ট্রে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক।

বাংলাদেশ ♦ ৭ জুলাই ২০২৫

—প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের সুবর্ণজয়ন্তী।

আন্তর্জাতিক ♦ ৮ জুলাই ২০২৫

—আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আফগানিস্তানের তালেবানের দুই শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

বাংলাদেশ ♦ ১০ জুলাই ২০২৫

—বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের মিশন স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।

—উপদেষ্টা পরিষদের ৩৩তম বৈঠকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

—মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।

—মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

—Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারি।

—বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BMU) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু।

—উপদেষ্টা পরিষদ Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment এ পক্ষভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

—মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট জেনারেল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক

—সামরিক আইন জারির ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল আটক।

আন্তর্জাতিক ♦ ১১ জুলাই ২০২৫

—মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের (ARF) ৩২তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

—২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ইতিহাসে প্রথমবার নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে ইউরোপীয় দেশ ইতালি।

—কুর্দি বিদ্রোহী সংগঠন কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ১২ জুলাই ২০২৫

—বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট জোহানেস জাট চারদিনের সফরে ঢাকায় পৌঁছেন।

আন্তর্জাতিক

—ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৩০% শুল্ক আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩ জুলাই ২০২৫

—সিরিয়ার প্রেসিডেন্সি দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ সুয়েইদায় বেদুইন আরব গোষ্ঠী এবং সশস্ত্র দ্রুজ যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৪ জুলাই ২০২৫

—জুলাই শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন হয় নারায়ণগঞ্জে।

আন্তর্জাতিক

—ইরানের পার্লামেন্টে গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি বাড়ানোর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৫ জুলাই ২০২৫

—চীনের থিয়ানচিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ১৬ জুলাই ২০২৫

—'জুলাই শহিদ দিবস' উপলক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন।

—শ্রীলংকার মাটিতে প্রথমবারের মতো T20 সিরিজ জয় পায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

আন্তর্জাতিক

—যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের উপকূলে ৭.৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৭ জুলাই ২০২৫

—ইউক্রেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো।

বাংলাদেশ ♦ ১৮ জুলাই ২০২৫

—আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে 'স্টারলিংক'।

আন্তর্জাতিক

—মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডক ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে ১,০০০ কোটি ডলারের মানহানির মামলা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

—রাশিয়ার ওপর ১৮তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ ঘোষণা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।

বাংলাদেশ ♦ ২০ জুলাই ২০২৫

—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রথমবারের মতো দুটি চেম্বার আদালতে বিচার কাজ শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ২১ জুলাই ২০২৫

—খুলনা ও বরিশাল রেঞ্জ এবং খুলনা ও বরিশাল মেট্রোপলিটনের সকল থানায় অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি (GD) সেবা চালু হয়।

আন্তর্জাতিক

—ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় পদত্যাগ করেন।

বাংলাদেশ ♦ ২২ জুলাই ২০২৫

—ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তে হতাহতের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় শোক পালিত।

বাংলাদেশ ♦ ২৩ জুলাই ২০২৫

—বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকী।

—সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

—মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।

বাংলাদেশ ♦ ২৪ জুলাই ২০২৫

—সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানকে প্রধান করে নতুন পে কমিশন গঠন।

আন্তর্জাতিক

—সীমান্ত বিরোধ নিয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।

—ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ♦ ২৭ জুলাই ২০২৫

—২০২৬ সালের হজের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু।

সার্বিয়ান শব্দ কসোভোর অর্থ কালো পাখি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

বাংলাদেশ

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) আওতাধীন সকল শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ঘোষণা করা হয় কবে?
ⓚ ২৮ জুন ২০২৫ ⓚ ৩০ জুন ২০২৫
ⓖ ১ জুলাই ২০২৫ ⓖ ৩ জুলাই ২০২৫

২. বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত কতটি?
ⓚ ১টি ⓚ ২টি ⓖ ৩টি ⓖ ৪টি

৩. ২০২৪ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ যুক্তরাজ্য ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓖ ফ্রান্স ⓖ চীন

৪. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি কত?
ⓚ ৮.৮৯% ⓚ ৯.০৩%
ⓖ ৯.৭৩% ⓖ ১০.০৩%

৫. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় কত মিলিয়ন মার্কিন ডলার?
ⓚ ৩৬,১৫১.৩১ ⓚ ৩৯,৩৪৬.৯৭
ⓖ ৪৪,৪৬৯.৭৪ ⓖ ৪৮,২৮৩.৯৩

৬. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শীর্ষ রপ্তানি খাত কোনটি?
ⓚ তৈরি পোশাক ⓚ চামড়া ও চামড়াজাত
ⓖ হোম টেক্সটাইল ⓖ পাট ও পাটজাত

৭. বাংলাদেশে প্রথম বায়োমেট্রিক মেটাল ক্রেডিট কার্ড চালু করে কোন ব্যাংক?
ⓚ ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি ⓚ গ্রামীণ ব্যাংক
ⓖ ঢাকা ব্যাংক পিএলসি ⓖ ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি

৮. জাতিসংঘের কোন সংস্থার মিশন চালু করতে বাংলাদেশ ২০২৫ সালের জুলাইয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে?
ⓚ OHCHR ⓚ IAEA ⓖ IMF ⓖ UNESCO

৯. উচ্চ লবণসহিষ্ণু 'জিএইউ গম-১'র উদ্ভাবন করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
ⓚ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ⓚ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১০. চীনের কারিগরি সহায়তায় দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু হয় কোথায়?
ⓚ ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ⓚ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট
ⓖ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস

■ জনশুমারিতে ইউনিয়ন পরিষদ

১১. মোট উপজেলা—
ⓚ ৪৯৫টি ⓚ ৪৯৭টি ⓖ ৪৯৯টি ⓖ ৫০১টি

১২. মোট ইউনিয়ন—
ⓚ ৪৫৬৪টি ⓚ ৪৫৭৪টি
ⓖ ৪৫৮৪টি ⓖ ৪৫৯৪টি

১৩. মোট মৌজা কতটি?
ⓚ ৫৫,৮৪৬টি ⓚ ৫৬,৮৪৬টি
ⓖ ৫৭,৮৪৬টি ⓖ ৫৮,৮৪৬টি

১৪. মোট মহল্লা কতটি?
ⓚ ১৫১৫৩টি ⓚ ২৫১৫৩টি
ⓖ ৩৫১৫৩টি ⓖ ৪৫১৫৩টি

১৫. মোট গ্রাম কতটি?
ⓚ ৯০,০১৯টি ⓚ ৯০,০২৯টি
ⓖ ৯০,০৩৯টি ⓖ ৯০,০৪৯টি

১৬. জনসংখ্যায় বৃহত্তম উপজেলা কোনটি?
ⓚ সাভার ⓚ বগুড়া সদর
ⓖ নারায়ণগঞ্জ সদর ⓖ গাজীপুর সদর

১৭. জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম উপজেলা কোনটি?
ⓚ লামা (বান্দরবান) ⓚ গুইমারা (খাগড়াছড়ি)
ⓖ জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি) ⓖ কাউখালী (পিরোজপুর)

১৮. জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন কোনটি?
ⓚ চাঁদপুর (তজুমদ্দিন, ভোলা)
ⓚ ধামসোনা (সাভার, ঢাকা)
ⓖ হবিরবাড়ী (ভালুকা, ময়মনসিংহ)
ⓖ খাদিমপাড়া (সিলেট সদর, সিলেট)

১৯. জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন কোনটি?
ⓚ সুতালড়ী (হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ)
ⓚ বিবিচিনি (বেতাগী, বরগুনা)
ⓖ হুড়কা (রামপাল, বাগেরহাট)
ⓖ চুকাইবাড়ী (দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর)

আন্তর্জাতিক

২০. আফগানিস্তানের বর্তমান তালেবান সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ?
ⓚ ভারত ⓚ উত্তর কোরিয়া ⓖ রাশিয়া ⓖ চীন

২১. সিরিয়ার নতুন জাতীয় প্রতীক কী?
ⓚ তলোয়ার ⓚ সাদা মাথার ঈগল
ⓖ সোনালি ঈগল ⓖ চাঁদ

২২. 'গ্রান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ' কোন নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে?
ⓚ নীলনদ ⓚ মারেব নদী ⓖ গিবা নদী ⓖ সোবাত

২৩. ১৯ জুলাই ২০২৫ কোন দেশ ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে?
ⓚ ভুটান ⓚ বাংলাদেশ ⓖ ভারত ⓖ চীন

২৪. মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের One Big Beautiful Bill আইনে পরিণত হয় কবে?
ⓚ ১ জুলাই ২০২৫ ⓚ ২ জুলাই ২০২৫
ⓖ ৩ জুলাই ২০২৫ ⓖ ৪ জুলাই ২০২৫

উত্তর

১.	খ
২.	খ
৩.	ক
৪.	ঘ
৫.	ঘ
৬.	ক
৭.	ক
৮.	ক
৯.	গ
১০.	খ
১১.	ক
১২.	গ
১৩.	ঘ
১৪.	ক
১৫.	ঘ
১৬.	ক
১৭.	গ
১৮.	খ
১৯.	ক
২০.	গ
২১.	গ
২২.	ক
২৩.	ঘ
২৪.	ঘ

কসোভোর রাজধানী ও বৃহত্তম শহর প্রিস্টিনা

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

২৫. ৫ জুলাই ২০২৫ মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ঘোষিত নতুন রাজনৈতিক দলের নাম কী?
ⓐ American Progressive Party
ⓑ Green Party
ⓒ Constitution Party ⓓ America Party

২৬. সুরিনামের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট কে?
ক) ক্লডিয়া শিনবাউম খ) জেনিফার সাইমনস
গ) নেতুম্বো নান্দি নাদাইতওয়া ঘ) ক্রিস্টি কভেন্ট্রি

২৭. ইউক্রেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী কে?
ক) ইউলিয়া টিমোশেঙ্কো খ) রুবি ধল্লা
গ) ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো ঘ) হরিণী অমরসুরিয়া

২৮. ৮ জুলাই ২০২৫ শিশুদের জন্য প্রথমবারের মতো কোন রোগের ওষুধ অনুমোদন দেওয়া হয়?
ক) ম্যালেরিয়া খ) ডেঙ্গু
গ) চিকুনগুনিয়া ঘ) ফাইলেরিয়া

২৯. যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID) বিলুপ্ত করা হয় কবে?
ক) ১ জুলাই ২০২৫ খ) ৩ জুলাই ২০২৫
গ) ৫ জুলাই ২০২৫ ঘ) ৭ জুলাই ২০২৫

৩০. দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে স্টারলিংকের ইন্টারনেট চালু করে কোন দেশ?
ক) মালদ্বীপ খ) ভুটান গ) বাংলাদেশ ঘ) শ্রীলংকা

■ সম্মেলন

৩১. ২০২৬ সালের ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক) ভারত খ) ইরান গ) ইন্দোনেশিয়া ঘ) মিসর

৩২. ২০২৬ সালে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক) আঙ্কারা, তুরস্ক খ) তিরানা, আলবেনিয়া
গ) ভিলনিয়াস, লিথুয়ানিয়া ঘ) হেগ, নেদারল্যান্ডস

৩৩. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক) ৩১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খ) ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গ) ২-৩ অক্টোবর ২০২৫ ঘ) ২-৩ নভেম্বর ২০২৫

৩৪. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক) মস্কো, রাশিয়া খ) তিয়ানজিন, চীন
গ) আস্তানা, কাজাখস্তান ঘ) তেহরান, ইরান

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩৫. EIU'র ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচকে শীর্ষ শহর কোনটি?
ক) কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক) খ) ভিয়েনা (অস্ট্রেলিয়া)
গ) জুরিখ (সুইজারল্যান্ড) ঘ) মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)

৩৬. EIU'র ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচকে সর্বনিম্ন শহর কোনটি?
ক) করাচি (পাকিস্তান) খ) ঢাকা (বাংলাদেশ)
গ) ত্রিপোলি (লিবিয়া) ঘ) দামেস্কো (সিরিয়া)

৩৭. EIU'র ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকার অবস্থান কততম?
ক) ১৬৯তম খ) ১৭০তম গ) ১৭১তম ঘ) ১৭৩তম

৩৮. ২০২৫ সালের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) ফিনল্যান্ড খ) সুইডেন
গ) ডেনমার্ক ঘ) জার্মানি

৩৯. ২০২৫ সালের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক) সোমালিয়া খ) শাদ
গ) মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ঘ) দক্ষিণ সুদান

৪০. ২০২৫ সালের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক) ১১৪তম খ) ১২০তম গ) ১২৫তম ঘ) ১৪০তম

■ বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান ২০২৪

৪১. রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) চীন
গ) জার্মানি ঘ) নেদারল্যান্ডস

৪২. আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) চীন খ) জার্মানি গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) জাপান

৪৩. তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) চীন খ) বাংলাদেশ
গ) ভিয়েতনাম ঘ) ভারত

৪৪. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক) ১ম খ) ২য় গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৪৫. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) জাপান
গ) যুক্তরাজ্য ঘ) হংকং

৪৬. একক দেশ হিসেবে বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) তুরস্ক খ) যুক্তরাষ্ট্র গ) ভারত ঘ) চীন

৪৭. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) ভিয়েতনাম
গ) চীন ঘ) বাংলাদেশ

৪৮. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক) ২য় খ) ৩য় গ) ৪র্থ ঘ) ৫ম

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. ২০২৫ সালের উইম্বলডনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হন কে?
ক) কার্লোস আলকারাজ খ) যানিক সিনার
গ) আন্দ্রে রুবলেভ ঘ) বোর্না ক্যাওরিচ

৫০. ২০২৫ সালের উইম্বলডনে নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হন কে?
ক) জাসমিন পাওলিনি খ) ইগা সিওনতেক
গ) মার্কেটা ভন্ড্রুসভা ঘ) লিউডমিলা কিচেনোক

উত্তর

২৫. ঘ	২৬. খ
২৭. গ	২৮. ক
২৯. ক	৩০. ক
৩১. ক	৩২. ক
৩৩. ক	৩৪. খ
৩৫. ক	৩৬. ঘ
৩৭. গ	৩৮. ক
৩৯. ঘ	৪০. ক
৪১. খ	৪২. গ
৪৩. ক	৪৪. খ
৪৫. ক	৪৬. ঘ
৪৭. ক	৪৮. খ
৪৯. খ	৫০. খ

কসোভোর সরকারি ভাষা আলবেনিয়ান ও সার্বিয়ান

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : Newly appointed Saudi Ambassador to Bangladesh—
Ans : Dr Abdullah Zafer H Bin Abiyah.

Ques : Country's first robotic rehabilitation center set to be launched at—
Ans : Bangladesh Medical University (BMU).

Ques : National Helpline Centre for Violence Against Women & Children—
Ans : 109.

Ques : Bangladesh formally submitted its candidacy for re-election to which organization?
Ans : The Council of the International Maritime Organization (IMO).

Ques : On 21 July 2025 which Bangladeshi air force training jet crashed into a school campus killing many children?
Ans : FT-7 BGI.

Ques : On 14 July 2025 country's first 'July Martyr's Monument' inaugurated in—
Ans : Narayanganj.

Ques : The country's export earnings in the 2024-25 fiscal year—
Ans : 48.28 billion US dollars.

Ques : When is July Martyrs' Day celebrated nationally?
Ans : 16 July.

Ques : Which prime minister is set to arrive in Dhaka on 30 August 2025?
Ans : Italian Prime Minister Giorgia Meloni.

Ques : Gazipur Agricultural University (GAU) released a new salt-tolerant wheat variety named—
Ans : GAU Gom 1.

International

Ques : Which Iranian news anchor received Venezuela awards Simon Bolivar Prize?
Ans : Sahar Emami.

Ques : Who is the prime minister of Ukraine—
Ans : Yulia Svyrydenko.

Ques : South American country's first woman president—
Ans : Jennifer Simons (Suriname).

Ques : On 27 June 2025 which court ruled that India can't unilaterally suspend Indus water treaty with Pakistan?
Ans : Permanent court of Arbitration (PCA) in Hague.

Ques : On which river China inaugurated the world's largest hydropower project?
Ans : Yarlung Tsangpo river in Tibet.

Ques : First country to officially recognize the Taliban government in Afghanistan—
Ans : Russia.

Ques : The largest hydroelectric power plant in Africa—
Ans : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

Ques : On what date 'One Big Beautiful Bill' was signed into law by President Trump?
Ans : 4 July 2025.

Ques : 2 July 2025 which country enacted law suspending cooperation with IAEA?
Ans : Iran.

Ques : Recently which country confers highest civilian honour to Prime Minister Narendra Modi?
Ans : Cyprus.

Ques : Fourth country in South Asia to launch Starlink—
Ans : Sri Lanka.

Ques : The world's first artificial intelligence chef is set to introduce in—
Ans : Dubai.

Ques : New blood group identified in only one person in the world—
Ans : Gwada negative.

Ques : How many natural sites were added to the World Heritage list during the 47th session of the UNESCO World Heritage Committee?
Ans : 26 sites.

Ques : When was Thailand's Prime Minister Paetongtarn Shinawatra temporarily suspended?
Ans : 1 July 2025.

Ques : Which Central Asian country recently banned wearing face coverings in public?
Ans : Kazakhstan.

Reports

Ques : Only Asian city in the top ten list of The Global Live ability Index 2025—
Ans : Tokyo (Japan).

Ques : World's second-largest apparel exporter in 2024 according to World Trade Organization (WTO)—
Ans : Bangladesh (First China).

Ques : What is the position of Dhaka in EIU Global Live ability Index 2025?
Ans : 171st out of 173 cities.

Ques : World's safest country according to Numbeo Safety Indox—
Ans : Andorra.

Sports

Ques : 2025 FIFA Club World Cup champion—
Ans : Chelsea.

Ques : The 2028 Summer Olympic Games will be held in—
Ans : Los Angeles, United States.

Ques : In which version did Bangladesh's first victory on Sri Lankan soil occur?
Ans : T-20.

কসোভোর মুদ্রার নাম ইউরো

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: দেশের প্রথম জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ কোথায় উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর: নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্ন: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস' কবে পালিত হয়?
উত্তর: ১৮ জুলাই।

প্রশ্ন: দেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পাঠাওয়ের 'পাঠাও পে' সেবা কবে চালু করা হয়?
উত্তর: ৮ জুলাই ২০২৫।

প্রশ্ন: প্রস্তাবিত তৃতীয় মেঘনা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর: ৩.১৩ কিলোমিটার।

প্রশ্ন: 'জুলাই ৩৬ গেট' কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়?
উত্তর: সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম কী?
উত্তর: ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহ।

প্রশ্ন: আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে স্টারলিংকের যাত্রা শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৮ জুলাই ২০২৫।

প্রশ্ন: নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের নতুন হেল্পলাইন নাম্বার কত?
উত্তর: ১০৯।

প্রশ্ন: ১০ জুলাই ২০২৫ কোন দেশ বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপল ভিসা চালু করে?
উত্তর: মালয়েশিয়া।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (BTRC) নতুন নিয়মানুযায়ী একটি আইডি কার্ডের মাধ্যমে কয়টি সিম ব্যবহার করা যাবে?
উত্তর: ১০টি।

প্রশ্ন: ব্যাটারিচালিত ই-রিকশা ডিজাইন করে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর: বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: দক্ষিণ এশিয়ার কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্টারলিংক চালু করে?
উত্তর: তৃতীয়।

প্রশ্ন: মহেশখালী শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চল পরিচালনার জন্যে গঠিত কর্তৃপক্ষের নাম কী?
উত্তর: মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [Maheshkhali Integrated Development Authority (MIDA)]

প্রশ্ন: এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব পরিমাপের জন্য স্বীকৃত পদ্ধতির নাম কী?
উত্তর: ব্রুটো ইনডেক্স (BI)।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: ৮ জুলাই ২০২৫ শিশুদের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রথম ওষুধ অনুমোদন দেয় কোন দেশ?
উত্তর: সুইজারল্যান্ড।

প্রশ্ন: বর্তমানে ইউনেস্কো ঘোষিত সর্বমোট বিশ্ব ঐতিহ্য কয়টি?
উত্তর: ১,২৪৮।

প্রশ্ন: ২২ জুলাই ২০২৫ কোন দেশ ইউনেস্কো থেকে পুনরায় বের হওয়ার ঘোষণা দেয়?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন: ২৭ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কোন কোন পক্ষ?
উত্তর: রুয়ান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআর কঙ্গো) ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী এম২৩।

প্রশ্ন: রাশিয়ায় চালু নতুন ডিজিটাল বার্তা প্রেরণ অ্যাপের নাম কী?
উত্তর: ম্যাক্স।

প্রশ্ন: সম্প্রতি উন্মোচিত তুরস্কের প্রথম হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের নাম কী?
উত্তর: Typhoon Block-4।

প্রশ্ন: থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় কবে?
উত্তর: ১ জুলাই ২০২৫।

প্রশ্ন: সম্প্রতি মশা আকৃতির নজরদারি ড্রোন তৈরি করে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: ৩০ জুন ২০২৫ এশিয়ার কোন দেশে প্রকাশ্যে মুখ ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়?
উত্তর: কাজাখস্তান।

প্রশ্ন: ২২ জুলাই ২০২৫ মিগ-২১ যুদ্ধবিমান ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় কোন দেশ?
উত্তর: ভারত।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার কোন গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়?
উত্তর: হায়াত তাহরির আল-শামস (HTS)।

প্রশ্ন: দক্ষিণ এশিয়ার চতুর্থ দেশ হিসেবে স্টারলিংক চালু করে কোন দেশ?
উত্তর: শ্রীলংকা।

প্রশ্ন: বিশ্বে কাঁঠাল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: ভারত।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অননুমেয় আচরণকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ভাষায় কী থিওরি নামে নামকরণ করা হয়?
উত্তর: 'ম্যাডম্যান থিওরি' বা 'খ্যাপাটে তত্ত্ব'।

প্রশ্ন: ভারত-যুক্তরাজ্য ঐতিহাসিক 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' স্বাক্ষর হয় কবে?
উত্তর: ২৪ জুলাই ২০২৫।

প্রশ্ন: এমারেল্ড ট্রায়াঙ্গল নিয়ে বিরোধ রয়েছে কোন দুটি দেশের?
উত্তর: থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া।

প্রশ্ন: Numbio নিরাপত্তা সূচক ২০২৫ অনুযায়ী শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: অ্যান্ডোরা।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: ২০২৫ সালের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
উত্তর: বাংলাদেশ।

প্রশ্ন: ২০২৫ সালে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল?
উত্তর: চেলসি (রানার্সআপ পিএসজি)।

প্রশ্ন: শ্রীলংকার মাটিতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কোন সিরিজে জয় লাভ করে?
উত্তর: টি-২০।

কসোভোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক Central Bank of Kosovo

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

দশ দিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

সচিব

- দুর্নীতি দমন কমিশন : মোহাম্মদ খালেদ রহীম; নিয়োগ ১৬ জুলাই ২০২৫।
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় : মিজ কানিজ মওলা; নিয়োগ ১৪ জুলাই ২০২৫।

বিবিধ

- চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) : এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক; নিয়োগ ২ জুলাই ২০২৫।
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) : মো. এনায়েত উল্লাহ; যোগদান ১৪ জুলাই ২০২৫।
- প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক : অধ্যাপক ড. আকতার হোসেন; নিয়োগ ১৪ জুলাই ২০২৫।
- বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের পরিচালক : জ্যাঁ পেসমে (ফ্রান্স), দায়িত্ব গ্রহণ ১ জুলাই ২০২৫।
- উপাচার্য, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক মো. মাকসুদ হেলালী; দায়িত্ব গ্রহণ ২৫ জুলাই ২০২৫। তিনি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও সার্চ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের প্রথম উপাচার্য।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত : ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহ।

আন্তর্জাতিক

- জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা, গোল্ডম্যান স্যাকস : ঋষি সুনাক (যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (ICC) : সঞ্জোগ গুপ্তা (ভারত); দায়িত্ব গ্রহণ ৭ জুলাই ২০২৫। তিনি ICC'র সপ্তম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)।
- মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ উপগ্রহ সংস্থা (ITSO) : রেনাটা ব্রাজিল-ডেভিড (ব্রাজিল), দায়িত্ব গ্রহণ ১৮ জুলাই ২০২৫। তিনি সংস্থার প্রথম নারী মহাপরিচালক।

দিবস প্রতিপাদ্য-জুলাই

জাতীয়

১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।
১৬ : জুলাই শহিদ দিবস।
২৩ : জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস।

আন্তর্জাতিক

২ : বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস।
৩ : আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস।
৫ : (জুলাই মাসের প্রথম শনিবার) : ১০৩তম আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস।
৭ : কিসোয়াহিলি ভাষা দিবস।
১১ : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। প্রতিপাদ্য—ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় বিশ্বে পছন্দের পরিবার গড়তে প্রয়োজন তারুণ্যের ক্ষমতায়ন।
১৪ : ঐতিহাসিক বাস্তিল দিবস।
১৫ : বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস।
১৬ : বিশ্ব সাপ দিবস।
১৭ : আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস।
১৮ : নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস।
২০ : বিশ্ব দাবা দিবস।
 : আন্তর্জাতিক চাঁদ দিবস।
২৫ : বিশ্ব পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস।
২৬ : আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস।
২৮ : বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস।
২৯ : বিশ্ব বাঘ দিবস।
৩০ : বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস।
 : আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস।

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি ২১ জুলাই ২০২৫ • আবেদন শুরু ২২ জুলাই ২০২৫ • আবেদন শেষ ২২ আগস্ট ২০২৫ • পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ : ২০২৫ সালের অক্টোবরের ১ম সপ্তাহে • মোট পদ ৬৮৩।
মানবণ্টন : লিখিত পরীক্ষা (MCQ) ২০০ • মৌখিক পরীক্ষা ১০০ (পাস নম্বর ৫০) • সর্বমোট ৩০০

লিখিত পরীক্ষার নম্বর বণ্টন

বিষয়	নম্বর
বাংলা	২০
ইংরেজি	২০
বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
মানসিক দক্ষতা	১০
গাণিতিক যুক্তি	১০
সংশ্লিষ্ট ক্যাডার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	১০০
মোট	২০০

সাধারণ কলেজ : শূন্যপদ ৬৫৩

বাংলা ৬১ • ইংরেজি ৫০ • রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৫৫ • দর্শন ৩০ • অর্থনীতি ৪০ • প্রাণিবিদ্যা ১৫ • ইতিহাস ৩০ • সমাজকল্যাণ ২৫ • রসায়ন ৩০ • ইসলামী শিক্ষা ১৫ • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৩২ • পদার্থবিদ্যা ২৫ • উদ্ভিদবিদ্যা ২৪ • সমাজবিজ্ঞান ১৫ • গণিত ৩০ • ভূগোল ১৬ • হিসাববিজ্ঞান ৩০ • মার্কেটিং ১০ • ব্যবস্থাপনা ৩২ • ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং ২০ • মনোবিজ্ঞান ১০ • কৃষিবিজ্ঞান ০৫ • পরিসংখ্যান ১৫ • সংস্কৃত ০৫ • গার্হস্থ্য অর্থনীতি ০৬ • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২৫ • খাদ্য ও পুষ্টি ০২

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ : শূন্যপদ ৩০

গণিত ০২ • বাংলা ০৩ • বিজ্ঞান ০৩ • ভূগোল ০৩ • রাষ্ট্রবিজ্ঞান ০৪ • শিক্ষা ০৬ • গার্হস্থ্য অর্থনীতি ০২ • ইংরেজি ০৪ • ইসলামিক আদর্শ ০৩।

কসোভোয় সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

অনন্তলোকে

- **মুহাম্মাদ বুহারি (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২-১৩ জুলাই ২০২৫) :** নাইজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ২৭ আগস্ট ১৯৮৫ পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ২৯ মে ২০১৫-২৯ মে ২০২৩ মেয়াদেও পুনরায় প্রেসিডেন্ট হন।
- **জিনাত রেহানা (মৃত্যু : ২ জুলাই ২০২৫) :** 'সাগরের তীর থেকে' গানের প্রখ্যাত শিল্পী। জিনাত রেহানা ১৯৬৪ সালে বেতার এবং ১৯৬৫ সালে টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে গান শুরু করেন। বেতারে ১৯৬৮ সালে তার 'সাগরের তীর থেকে' গানটি রেকর্ড করা হয়। তার গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'একটি ফুল আর একটি পাখি, বলতো কি নামে তোমায় ডাকি', 'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে'। তার মা জেব-উন-নেসা জামাল ছিলেন গীতিকার ও লেখক এবং স্বামী মোস্তফা কামাল সৈয়দ ছিলেন বিটিভির সাবেক মহাপরিচালক।
- **এ.টি.এম. শামসুল হুদা (১০ জুলাই ১৯৪২-৫ জুলাই ২০২৫) :** সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তিনি ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ২০০০ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শামসুল হুদা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

যুক্তরাজ্য ও ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

দীর্ঘ তিন বছর আলোচনার পর ২৪ জুলাই ২০২৫ ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরিত হয়। লন্ডনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার ৬০০ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ডের এই FTA স্বাক্ষর করেন। FTA'র ফলে যুক্তরাজ্যের তৈরি গাড়ি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, কোমল পানীয় ও প্রসাধনী ভারতে রপ্তানি সহজ হবে। কারণ, গড় শুল্কহার কমে ১৫% – ৩% হবে। তার বিপরীতে যুক্তরাজ্যের বাজারে ৯৯% রপ্তানি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে ভারত। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভারতীয়দের জন্য যুক্তরাজ্যে কাজের সুযোগ সহজ হবে। অর্থাৎ ভারতীয়দের কর্মসংস্থান বাড়বে।

হামিদুজ্জামান খান

১৬ মার্চ ১৯৪৬-২০ জুলাই ২০২৫

প্রখ্যাত ভাস্কর ও একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী। তিনি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার সহশ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হামিদুজ্জামান ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ফর্ম, বিষয়ভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী ভাস্কর্যের জন্য সুপরিচিত।

১৯৭২ সালে ভাস্কর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে তিনি 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নির্মাণে কাজ করেন। জয়দেবপুর চৌরাস্তায় এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য। ১৯৭৬ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় হামিদুজ্জামান খান নির্মাণ করেন 'একাত্তর স্মরণে' ভাস্কর্য। ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় রাজধানী সিউলে অলিম্পিক ভাস্কর্য পার্কে 'স্টেপস' ভাস্কর্য স্থাপন করেন। এরপর আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার শিল্পী সত্তার আরেক রূপ ধরা দিয়েছে ইস্পাত আর ব্রোঞ্জে গড়া পাখির ভাস্কর্যে। আশির দশকে বঙ্গভবনের প্রবেশপথে ফোয়ারায় স্থাপিত তার 'পাখি পরিবার' ভাস্কর্যটি প্রশংসা কুড়ায়। তার নামে ২০১৯ সালে উদ্বোধন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম ভাস্কর্য পার্ক 'প্রফেসর হামিদুজ্জামান খান ভাস্কর্য পার্ক'। হামিদুজ্জামান ২০০৬ সালে শিল্পকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক লাভ করেন। ২০২২ সালে বাংলা একাডেমি ফেলো নির্বাচিত হন।

তার উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য

নাম	অবস্থান
জাগ্রত বাংলা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ইউনিটি	বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, মতিঝিল
ফ্রিডম	কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ফার্মগেট
মৃত্যুঞ্জয়ী	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, আগারগাঁও
স্বাধীনতা	ঢাকা
স্বাধীনতা চিরন্তন	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
শান্তির পায়রা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মুক্ত বাংলা	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
একাত্তর স্মরণে	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
নজরুল ভাস্কর্য	বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জুলাই ২০২৫ সংখ্যার সংশোধনী

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
০৩	০১	০২	২৪ জুলাই ২০২৫	২৪ জুন ২০২৫
৬৩	০২	৪০	B) আসাম	C) বৃহত্তর সিলেট
৭৮	০১	২৩	শিশুতোষ	আত্মজীবনীমূলক

কসোভোর পার্লামেন্টের নাম Assembly of the Republic of Kosovo

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ক্রীড়াজগৎ

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

১১-২১ জুলাই ২০২৫ দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক (SAFF) আয়োজিত ষষ্ঠ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জুলাই ২০২৫ ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

চ্যাম্পিয়ন : বাংলাদেশ (দ্বিতীয়বার) • রানার্সআপ : নেপাল • ফেয়ার প্লে : শ্রীলংকা • সেরা গোলকিপার : মিলি আক্তার (বাংলাদেশ) • টুর্নামেন্ট সেরা : মোসাম্মত সাগরিকা (বাংলাদেশ) • সর্বোচ্চ গোলদাতা : পূর্ণিমা রায় (নেপাল ১০)।

রোল অব অনার : বয়সভিত্তিক নারী সাফ

সাল	সংস্করণ	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১৮	অ-১৮	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২১	অ-১৯	বাংলাদেশ	ভারত
২০২২	অ-১৮	ভারত	বাংলাদেশ
২০২৩	অ-২০	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২৪	অ-১৯	বাংলাদেশ	ভারত
২০২৫	অ-২০	বাংলাদেশ	নেপাল

শ্রীলংকায় বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়

১০-১৬ জুলাই ২০২৫ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত তিন ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে বাংলাদেশ। শ্রীলংকার মাটিতে এটিই প্রথম কোনো সিরিজ জয় টাইগারদের। বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস ম্যান অব দ্য সিরিজ হন।

টি-২০তে সিরিজ জয় (কমপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ)

প্রতিপক্ষ	সাল	প্রতিপক্ষ	সাল
পাকিস্তান	২০২৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৮, ২০২৪
শ্রীলংকা	২০২৫	আয়ারল্যান্ড	২০১২, ২০২৩
অস্ট্রেলিয়া	২০২১	আফগানিস্তান	২০২৩
নিউজিল্যান্ড	২০২১	জিম্বাবুয়ে	২০২০, ২০২১, ২০২৪
ইংল্যান্ড	২০২৩	আরব আমিরাত	২০২২

উল্লেখ্য, এছাড়াও জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে এক ম্যাচের সিরিজ জিতে বাংলাদেশ।

পুরস্কার

কৃষি খাদ্যের অগ্রদূত

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশনের সেরা কৃষি খাদ্যের অগ্রদূতের তালিকায় স্থান করে নেয় লাল তীর সিড লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ আবদুল আউয়াল মিন্টু। বিশ্বের ২৭টি দেশের ৩৯ জন ব্যক্তি এই তালিকায় স্থান পান। একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে এই তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। এই তালিকায় স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেস মইন শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করে থাকে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশন।

সিমন বলিভার পুরস্কার

২০২৫ সালে ভেনিজুয়েলার সম্মানজনক 'সিমন বলিভার' পুরস্কারে ভূষিত হন ইরানের উপস্থাপিকা সাহার এমামি। ১৬ জুন ২০২৫ ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি IRIB'র ভবনে হামলার সময় সেখানে লাইভে ছিলেন উপস্থাপিকা সাহার এমামি। হামলায় টিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী নেতা সাইমন বলিভারের নামে প্রতিবছর ভেনিজুয়েলার সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। উনিশ শতকে স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার। তিনি 'এল লিবারটেডর' (দ্য লিবারেটর) নামেও পরিচিত ছিলেন।

সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মাননা

২০২৫ সালে সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মাননা 'গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য মাকারিওস ৩'। সাইপ্রাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট মাকারিওস ৩-এর নামে এ পুরস্কারের নাম করা হয়।

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘর্ষ

২০২৫ সালের মে মাসে দুই দেশের সীমান্তের সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে এক কম্বোডিয়ান সেনা নিহত হন। মূলত এরপর থেকেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ২০২৫ সালে জুলাইয়ের শেষ দিকে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রেহ বিহার মন্দির (Preah Vihear Temple) সংলগ্ন বিতর্কিত এলাকায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

সংঘাতের কারণ : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া প্রায় ৮০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ স্থলসীমান্তের বহু অংশ নিয়ে বিরোধে জড়িত। ১৯০৭ সালে কম্বোডিয়া যখন ফরাসি উপনিবেশ ছিল, তখনের একটি মানচিত্রে প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা রেখা ধরে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। থাইল্যান্ড পরে এ মানচিত্রকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) রায় দেয় যে প্রেহ বিহার মন্দিরসহ কিছু এলাকা কম্বোডিয়ার অন্তর্ভুক্ত অংশ।

কসোভোর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Albin Kurti

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বিশ্ব বাসযোগ্যতার সূচক

প্রকাশ : জুন ২০২৫ ▌প্রকাশক : যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU) ▌অন্তর্ভুক্ত শহর : ১৭৩টি ▌সূচকের শিরোনাম : Global Liveability Index 2025। **সূচক অনুযায়ী—**

- শীর্ষ ৩ শহর : ১. কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ২. ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) ও ৩. জুরিখ (সুইজারল্যান্ড)।
- সর্বনিম্ন ৩ শহর : ১৭৩. দামেস্ক (সিরিয়া), ১৭২. ত্রিপোলি (লিবিয়া) ও **১৭১. ঢাকা (বাংলাদেশ)**।

টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন

প্রকাশ : জুলাই ২০২৫ ▌প্রকাশক : জাতিসংঘের Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ▌প্রতিবেদনের শিরোনাম : Sustainable Development Report 2025 ▌অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৬৭টি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- শীর্ষ ৩ দেশ : ১. ফিনল্যান্ড, ২. সুইডেন ও ৩. ডেনমার্ক।
- সর্বনিম্ন ৩ দেশ : ১৬৭. দক্ষিণ সুদান, ১৬৬. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ১৬৫. শাদ।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৫৩. মালদ্বীপ, ৭৪. ভুটান, ৮৫. নেপাল, ৯৩. শ্রীলংকা, ৯৯. ভারত, **১১৪. বাংলাদেশ**, ১৪০. পাকিস্তান ও ১৬০. আফগানিস্তান।

Numbio নিরাপত্তা সূচক

প্রকাশ : জুলাই ২০২৫ ▌প্রকাশক : ডেটাবেস ওয়েবসাইট Numbio ▌অন্তর্ভুক্ত শহর : ১৪৭টি। **সূচক অনুযায়ী—**

- শীর্ষ ৩ দেশ : ১. অ্যান্ডোরা, ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ৩. কাতার।
- সর্বনিম্ন ৩ দেশ : ১৪৭. ভেনিজুয়েলা, ১৪৬. পাপুয়া নিউ গিনি ও ১৪৫. হাইতি।
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৪৭. নেপাল, ৫৯. শ্রীলংকা, ৬৫. পাকিস্তান, ৬৬. ভারত, ১০৬. মালদ্বীপ, **১২৬. বাংলাদেশ** ও ১৪৪. আফগানিস্তান।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান

প্রকাশ : জুলাই ২০২৫ ▌প্রকাশক : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ▌সূচকের শিরোনাম : World Trade Statistics: Key Insights and Trends in 2024।

সূচক অনুযায়ী—

রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ৫ দেশ [হিসাব মি.মা.ড.]

ক্রম	রপ্তানি		আমদানি	
	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
১	চীন	৩,৫৭৬,৭৬৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩,৩৫৯,৩১৯
২	যুক্তরাষ্ট্র	২,০৬৫,১৮০	চীন	২,৫৮৭,২৩৪
৩	জার্মানি	১,৬৮২,৮৮৮	জার্মানি	১,৪২৪,৫৪৫
৪	নেদারল্যান্ডস	৯২১,৩৫৬	যুক্তরাজ্য	৮১৫,৯৭৩
৫	জাপান	৭০৭,০২৮	নেদারল্যান্ডস	৮১১,৬৩৩

রপ্তানি ও আমদানিতে সার্কভুক্ত দেশের অবস্থা

ক্রম	রপ্তানি		ক্রম	আমদানি	
	দেশ	পরিমাণ		দেশ	পরিমাণ
১৮	ভারত	৪৪২,৬০০	৯	ভারত	৭,০১,৫৯৬
৫৮	বাংলাদেশ	৪৭,২৪৫	৫২	বাংলাদেশ	৬৭,৮৮০
৬৮	পাকিস্তান	৩২,৩২১	৫৬	পাকিস্তান	৫৬,৪৬৮
৯৪	শ্রীলংকা	১২,৭৭২	৮৬	শ্রীলংকা	১৮,৮৪১
১৫১	নেপাল	১,২৪৪	১০৩	নেপাল	১৩,২৭৩
১৫৬	আফগানিস্তান	৮৮০	১২১	আফগানিস্তান	৮,৬৩৮
১৫৭	ভুটান	৭৭৫	১৪৭	মালদ্বীপ	৩,৬৩৭
১৬৬	মালদ্বীপ	৩৮৩	১৬৭	ভুটান	১,৪৭১

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ৫ দেশ

ক্রম.	রপ্তানি		আমদানি	
	বস্ত্র	তৈরি পোশাক	বস্ত্র	তৈরি পোশাক
১	চীন	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র
২	ভারত	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	জাপান
৩	তুরস্ক	ভিয়েতনাম	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য
৪	যুক্তরাষ্ট্র	তুরস্ক	চীন	দ. কোরিয়া
৫	ভিয়েতনাম	ভারত	জাপান	কানাডা

বিশ্বব্যাংকের দেশ-অঞ্চলের শ্রেণিকরণ

প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে। শ্রেণিগুলো— নিম্ন আয়ের দেশ, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ। এবারের তালিকা প্রকাশ করা হয় ১ জুলাই ২০২৫।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- নিম্ন মধ্যম আয় থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ে উন্নীত দেশ ২টি— কেপভার্দে ও সামোয়া।
- উচ্চ মধ্যম আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ে অবনতি ঘটে ১টি দেশের— নামিবিয়া।
- উচ্চ মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ে উন্নীত দেশ বা অঞ্চল ১টি— কোস্টারিকা।

শ্রেণিবিন্যাস	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)		দেশ (২০২৫)
	১ জুলাই ২০২৪	১ জুলাই ২০২৫	
নিম্ন আয়	১,১৪৫ বা কম	১,১৩৫ বা কম	২৫
নিম্ন মধ্যম আয়	১,১৪৬ - ৪,৫১৫	১,১৩৬ - ৪,৪৯৫	৫০
উচ্চ মধ্যম আয়	৪,৫১৬ -১৪,০০৫	৪,৪৯৬-১৩,৯৩৫	৫৪
উচ্চ আয়	১৪,০০৫ বা তার বেশি	১৩,৯৩৫ বা তার বেশি	৮৭

কসোভোর বর্তমান প্রেসিডেন্ট Vjosa Osmani

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

জনশুমারিতে ইউনিয়ন পরিষদ

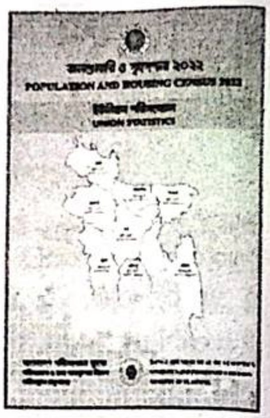

৩০ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২' এর ইউনিয়ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

জেলা : ৬৪ | সিটি কর্পোরেশন : ১২ | উপজেলা : ৪৯৫ | পৌরসভা : ৩২৭ (বর্তমানে ৩৩০) | ইউনিয়ন : ৪,৫৮৪ | মৌজা : ৫৮,৮৪৬ | মহল্লা : ১৫,১৫৩ | গ্রাম : ৯০,০৪৯ | উপজেলা ➤ বৃহত্তম : সাভার (ঢাকা); জনসংখ্যা ১৯,২৭,৬৯১ • ক্ষুদ্রতম ➤ জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি); জনসংখ্যা ২৬,৯৩২ | ইউনিয়ন : বৃহত্তম ➤ ধামসোনা (সাভার, ঢাকা); জনসংখ্যা ৪,৫৬,৯৮২ • ক্ষুদ্রতম ➤ সুতালড়ী (হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ); জনসংখ্যা ১,৫৮২।

বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	জেলা	সি. কর্পোরেশন	উপজেলা	পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	মহল্লা	গ্রাম	জনসংখ্যা
বরিশাল	৬	১	৪২	২৬	৩৬২	৩,১৩৪	৭২৭	৪,১৬১	৯১,০০,১০৪
চট্টগ্রাম	১১	২	১০৪	৬২	৯৫৯	৮,২০৭	২,৩৬৭	১৬,৮১৭	৩,৩২,০২,৩৫৭
ঢাকা	১৩	৪	৮৯	৬৩	৮৮৭	১১,৮৫৬	৪,২০৮	১৭,৬১১	৪,৪২,১৫,৭৫৯
খুলনা	১০	১	৫৯	৩৬	৫৮৩	৬,৯২৫	১,৬৭৩	৯,৫৫৫	১,৭৪,১৫,৯২৪
ময়মনসিংহ	৪	১	৩৫	২৭	৩৫১	৫,০৩৫	১,১১১	৭,২১২	১,২২,২৫,৪৪৯
রাজশাহী	৮	১	৬৭	৬২	৫৬৬	১১,৪৪৪	২,১৯৮	১৪,২৭৫	২,০৩,৫৩,১১৬
রংপুর	৮	১	৫৮	৩১	৫৩৫	৬,৭৭২	১,৮৩৫	৯,৯১৮	১,৭৬,১০,৯৫৫
সিলেট	৪	১	৪১	২০	৩৪১	৫,৪৭৩	১,০৩৪	১০,৫০০	১,১০,৩৪,৯৫২
মোট	৬৪	১২	৪৯৫	৩২৭	৪,৫৮৪	৫৮,৮৪৬	১৫,১৫৩	৯০,০৪৯	১৬,৫১,৫৮,৬১৬

জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

জেলা	উপজেলা	পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	মহল্লা	গ্রাম	খানা	জনসংখ্যা
বরগুনা	৬	৪	৪২	২৬২	৫০	৫৯৮	২,৫৫,৩৯০	১০,১০,৫৩১
বরিশাল	১০	৬	৮৮	১,১০৯	৩২৬	১,১৩৫	৬,২৯,৬২৬	২৫,৭০,৪৪৬
ভোলা	৭	৫	৭০	৩৫৫	১১৫	৪৩৬	৪,৪৯,০৫৭	১৯,৩২,৫১৮
ঝালকাঠি	৪	২	৩২	৪২০	৬৮	৪৬৩	১,৬২,৪০১	৬,৬১,১৬০
পটুয়াখালী	৮	৫	৭৭	৫৭৭	৯০	৮৯০	৪,২৪,৭৪৩	১৭,২৭,২৫৪
পিরোজপুর	৭	৪	৫৩	৪১১	৭৮	৬৩৯	২,৯৮,৪৯০	১১,৯৮,১৯৫
বান্দরবান	৭	২	৩৪	৯৫	১৭৬	২,১৩৯	১,০৬,১৫৫	৪,৮১,১০৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯	৫	১০০	৯৫৯	১৫৫	১,২৯৯	৭,১২,৫৭৮	৩৩,০৬,৫৬৩
চাঁদপুর	৮	৭	৮৯	১,০৪২	২৯৪	১,২৭৩	৬,৩৫,৪৩১	২৬,৩৫,৭৪৮
চট্টগ্রাম	১৫	১৪	১৯২	১,০১৩	৫৯৪	১,২৯৬	২১,৪৩,৯০৯	৯১,৬৯,৪৬৫
কুমিল্লা	১৭	৮	১৯৩	২,৬২৮	৩০২	৩,৫৩১	১৪,০৭,৩৬৮	৬২,১২,২১৬
কক্সবাজার	৯	৪	৭১	১৮৭	১৭১	১,২৫৮	৫,৮৭,১১৪	২৮,২৩,২৬৮
ফেনী	৬	৫	৪৩	৫৪৩	৯৯	৫৭৭	৩,৭৭,১৬৪	১৬,৪৮,৮৯৬
খাগড়াছড়ি	৯	৩	৩৮	১২৪	১৮৮	১,৮৭৪	১,৬৯,৫২৬	৭,১৪,১১৯
লক্ষ্মীপুর	৫	৪	৫৮	৪৭৪	৮২	৫২২	৪,৫৯,৩৪৪	১৯,৩৭,৯৪৮
নোয়াখালী	৯	৮	৯১	৯৬৯	১৫৩	৯৯১	৭,৭৬,০৭০	৩৬,২৫,৪৪২
রাঙ্গামাটি	১০	২	৫০	১৭৩	১৫৩	২,০৫৭	১,৫৩,৪৮২	৬,৪৭,৫৮৬
ঢাকা	৫	৩	৬২	১,১৩০	১,৬৯৪	১,৭১১	৪০,৩৫,২৪১	১,৪৭,৩৪,৭০১
ফরিদপুর	৯	৬	৮১	১,০৩৫	১৯৪	১,৮৩৬	৫,২৫,৮৭৭	২১,৬২,৮৭৯
গাজীপুর	৫	৩	৩৯	৭৯২	৫১৩	৯৪৫	১৫,৭৯,৭৮১	৫২,৬৩,৪৫০
গোপালগঞ্জ	৫	৪	৬৭	৬২৫	১৬১	৮৭৫	৩,০৮,৭১০	১২,৯৫,০৫৭
কিশোরগঞ্জ	১৩	৮	১০৮	৯৪৮	২২৫	১,৬৭৪	৭,৬০,৯৫২	৩২,৬৭,৬২৬

কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

জেলা	উপজেলা	পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	মহল্লা	গ্রাম	খানা	জনসংখ্যা
মাদারীপুর	৫	৪	৬০	৫৩১	১৩২	১,০২৯	৩,১৩,২৭৩	১২,৯৩,০২৭
মানিকগঞ্জ	৭	২	৬৫	১,৩১৪	৬৪	১,৬৪০	৩,৯৩,৫২৪	১৫,৫৮,০২৫
মুন্সীগঞ্জ	৬	২	৬৮	৬৩৬	৭৫	৯২৫	৩,৯৯,৬৩১	১৬,২৫,৪১৬
নারায়ণগঞ্জ	৫	৫	৩৯	৭৫৯	৩৯৩	১,১৭২	১০,২৩,১৭৫	৩৯,০৯,১৩৮
নরসিংদী	৬	৬	৭১	৬৩৪	১৫৪	১,০৫৯	৬,২১,৫১১	২৫,৮৪,৪৫২
রাজবাড়ী	৫	৩	৪২	৮৩৫	৯৭	৯৫৬	২,৯৫,২১৬	১১,৮৯,৮১৮
শরীয়তপুর	৬	৬	৬৫	৬১৬	১১৯	১,২৬৬	৩,০৮,৯৬৪	১২,৯৪,৫৬২
টাঙ্গাইল	১২	১১	১২০	২,০০১	৩৮৭	২,৫২৩	১০,৬১,৭৪৬	৪০,৩৭,৬০৮
বাগেরহাট	৯	৩	৭৫	৭২২	৫৮	১,০৭৬	৪,০৮,৮৪০	১৬,১৩,০৭৬
চুয়াডাঙ্গা	৪	৪	৪১	৩৮৩	১৬৩	৫৮৪	৩,২৬,৭১৪	১২,৩৪,০৫৪
যশোর	৮	৮	৯৩	১,২৮৬	৪৩৬	১,৪৫৪	৭,৯৮,০৩২	৩০,৭৬,১৪৪
ঝিনাইদহ	৬	৬	৬৭	৯৪৬	২৯১	১,২১২	৫,১৯,২৯৫	২০,০৫,৮৪৯
খুলনা	৯	২	৬৮	৭৭১	২১০	১,১৩১	৬,৭০,৮৬১	২৬,১৩,৩৮৫
কুষ্টিয়া	৬	৫	৬৬	৬৯৯	১৫৩	৯৮৪	৫,৬৫,৩৩৯	২১,৪৯,৬৯২
মাগুরা	৪	১	৩৬	৫২৭	৬৩	৭১৬	২,৫৪,১৫৪	১০,৩৩,১১৫
মেহেরপুর	৩	২	২০	২০২	৯৮	২৭২	১,৯৫,৩২২	৭,০৫,৩৫৬
নড়াইল	৩	৩	৩৯	৪৩৬	৬৭	৬৩৮	১,৯৫,৬৬০	৭,৮৮,৬৭১
সাতক্ষীরা	৭	২	৭৮	৯৫৩	১৩৪	১,৪৮৮	৫,৬৬,৭৫২	২১,৯৬,৫৮২
জামালপুর	৭	৮	৬৮	৮১৯	৩০৫	১,৪০৬	৬,৫২,০৪৭	২৪,৯৯,৭৩৮
ময়মনসিংহ	১৩	১০	১৪৫	২,১৬৭	৫৩৪	২,৬৬৪	১৪,৬০,৯০৪	৫৮,৯৯,০০৫
নেত্রকোনা	১০	৫	৮৬	১,৫৯৩	১৫৫	২,৩০৭	৫,৪৮,৪৪৩	২৩,২৪,৮৫৩
শেরপুর	৫	৪	৫২	৪৫৬	১১৭	৮৩৫	৩,৯৬,১৪৯	১৫,০১,৮৫৩
বগুড়া	১২	১৩	১০৯	১,৭৭৪	৪৮৪	২,৬৫৮	১০,২৫,২০০	৩৭,৩৪,২৯৭
জয়পুরহাট	৫	৫	৩২	৭১৬	২২৯	৮৬৫	২,৬৯,৯০৫	৯,৫৬,৪৩১
নওগাঁ	১১	৩	৯৯	২,৫৩২	১০৫	২,৭৯৩	৭,৬৫,৪৫৭	২৭,৮৪,৫৯৯
নাটোর	৭	৮	৫২	১,২৫৫	১৭৫	১,৩৬৩	৫,০১,৯৫৭	১৮,৫৯,৯২২
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫	৪	৪৫	৭৭৬	২৩২	১,২৭৬	৪,৪৮,০২৮	১৮,৩৫,৫২৮
পাবনা	৯	৯	৭৪	১,২৬২	২৫৭	১,৫৬১	৭,৪৩,৫৫৮	২৯,০৯,৬২৪
রাজশাহী	৯	১৪	৭২	১,৬৭৮	৫৩০	১,৭২৫	৭,৭৫,২৪৫	২৯,১৫,০০৯
সিরাজগঞ্জ	৯	৬	৮৩	১,৪৫১	১৮৬	২,০৩৪	৮,৪২,৩০৮	৩৩,৫৭,৭০৬
দিনাজপুর	১৩	৯	১০৩	২,০৩৩	৩৯৫	২,১৩২	৮,৩৬,৯৭৭	৩৩,১৫,২৩৬
গাইবান্ধা	৭	৪	৮১	১,১০৫	১৩৪	১,২২৪	৭,০০,২৮৮	২৫,৬২,২৩৩
কুড়িগ্রাম	৯	৩	৭৩	৬৩১	২৭৭	২,৪৪৬	৬,০৫,৭২২	২৩,২৯,১৬০
লালমনিরহাট	৫	২	৪৫	৩৫৩	১০০	৪৮৩	৩,৪২,০২৮	১৪,২৮,৪০৬
নীলফামারী	৬	৪	৬০	৩৭২	১২৪	৪১৬	৫,০৫,৬০৫	২০,৯২,৫৬৮
পঞ্চগড়	৫	৩	৪৩	৪০১	১০০	১,২৭২	২,৮১,৬২৭	১১,৭৯,৮৪৩
রংপুর	৮	৩	৭৬	১,২২৮	৫৯৭	১,৩০১	৮,৩৪,৩০৭	৩১,৬৯,৬১৪
ঠাকুরগাঁও	৫	৩	৫৪	৬৪৯	১০৮	৬৪৪	৩,৮২,৪০০	১৫,৩৩,৮৯৫
হবিগঞ্জ	৯	৬	৭৮	১,২৪৬	২০৩	২,১৭৮	৪,৯১,৮৮৪	২৩,৫৮,৮৮৬
মৌলভীবাজার	৭	৫	৬৭	৮৮৯	১৫২	২,০৪৫	৪,৪৬,৩৫৬	২১,২৩,৪৪৭
সুনামগঞ্জ	১২	৪	৮৮	১,৬৫৭	১৩৯	২,৯৫৯	৫,২৮,৫৫০	২৬,৯৫,৪৯৬
সিলেট	১৩	৫	১০৮	১,৬৮১	৫৪০	৩,৩১৮	৭,৪৬,৮৫৪	৩৮,৫৭,১২৩

★ **পৌরসভার আপডেট তথ্য :** বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা ৩৩০টি। সর্বশেষ চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় ৩টি নতুন পৌরসভা গঠন করা হয়।

কসোভো সার্বিয়ার অধীনে ছিল

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

১০০
টাকায় শিক্ষা

BCS | প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ | English Spoken

মেডিকেল ও ভার্সিটি ভর্তি প্রস্তুতির

বিষয় ভিত্তিক কোর্স
মাত্র ১০০ টাকায়

লগইন করুন, ১০০ টাকায় কোর্স করুন:
www.100tkedu.org

লাইভ পরীক্ষা ব্যাচে যুক্ত হোন :

Topic ধরে ধরে রুটিন অনুযায়ী, অনলাইনে লাইভ পরীক্ষা দিন, মাত্র ১০০ টাকায়!

লগইন করুন : www.liveexams.org

Facebook: 100 Takay Shikkha

বিস্তারিত জানতে 01870-729192

কসোভোকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ কোস্টারিকা

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বাংলাদেশে OHCHR'র কার্যালয়

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের কার্যালয় চালু হবে। এ লক্ষ্যে ১০ জুলাই ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশে OHCHR'র কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। এরপর ১৪ জুলাই ২০২৫ বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে জেনেভায় পাঠায়। ১৭ জুলাই ২০২৫ OHCHR'র পক্ষে হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকটিতে ২৮টি ধারা রয়েছে। সমঝোতা স্মারকের শর্ত অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদি কার্যালয় চালু হবে। ভবিষ্যতে এর মেয়াদ বাড়াতে হলে সময়সীমা শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে জানাতে হবে। এ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের অন্যান্য কূটনৈতিক কার্যালয়ের কূটনীতিকদের মতো দায়মুক্তি দেওয়া হবে।

কেন OHCHR'র কার্যালয়

ঢাকায় OHCHR'র কার্যালয় খোলার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, এই কার্যালয় হলে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরাসরি তদন্ত করতে পারবে। স্থানীয় পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপন হলে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসার আরও সহজ হবে। বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কার্যালয় স্থাপনে আপত্তি

ঢাকায় কার্যালয় স্থাপনে কিছু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আপত্তি জানিয়েছে। তাদের আপত্তির প্রধান কারণ হলো, অতীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবাধিকারের নামে ইসলামি শরিয়াহ, পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। OHCHR'র কার্যালয় স্থাপন করলে তা সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় অনুভূতির ওপর আঘাত আসতে পারে। বিশেষ করে Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ) অধিকারের ইস্যুটি।

OHCHR কী ও কার্যাবলি

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার কার্যালয় (OHCHR) বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষায় জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা হিসেবে কাজ করে। ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা জাতিসংঘ সচিবালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হয়। এ সংস্থার ম্যান্ডেট জাতিসংঘের সনদ এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র থেকে উদ্ভূত।

■ কাজের ক্ষেত্র

OHCHR'র কাজ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহুমুখী। এটির লক্ষ্য হলো সবার জন্য মানবাধিকারকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এই সংস্থার প্রধান প্রধান কাজের ক্ষেত্রগুলো হলো— সর্বজনীন মানবাধিকার • মানবাধিকার ইস্যুতে নেতৃত্ব • আন্তর্জাতিক সহযোগিতা • জাতিসংঘ ব্যবস্থার কার্যক্রম সমন্বয় • আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রচার • নতুন মানদণ্ড তৈরি • মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সমর্থন • গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া • প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ • জাতীয় মানবাধিকার অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা • ক্ষেত্রভিত্তিক কার্যক্রম ও অভিযান • শিক্ষা ও অ্যাডভোকেসি • সরকারকে সহায়তা • মানবাধিকারের মূলধারা।

■ সদর দপ্তর

OHCHR'র সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এছাড়া নিউইয়র্ক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, দেশীয় কার্যালয় এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে মানবাধিকার শাখাগুলোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি বজায় রাখে এই সংস্থা। নিউইয়র্ক কার্যালয় জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

■ আঞ্চলিক কার্যালয়

আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো বৃহত্তর অঞ্চলগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখে। এর মধ্যে রয়েছে— পূর্ব আফ্রিকা (আদ্দিস আবাবা), দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রিটোরিয়া), পশ্চিম আফ্রিকা (ডাকার), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ব্যাংকক), প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (সুভা), মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (বৈরুত), মধ্য এশিয়া (বিশকেক), ইউরোপ (ব্রাসেলস), মধ্য আমেরিকা (পানামা সিটি), দক্ষিণ আমেরিকা (সান্তিয়াগো), ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (নাসাউ)।

■ দেশীয় এবং স্বতন্ত্র কার্যালয়

বর্তমানে দেশীয় এবং স্বতন্ত্র কার্যালয় রয়েছে ১৮টি। এই কার্যালয়গুলো স্বাগতিক সরকারগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণত মানবাধিকার সুরক্ষা, প্রচার, পর্যবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের ম্যান্ডেট থাকে।

দেশীয় কার্যালয় : ১৬টি— বুরকিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, শাদ, কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা, গিনি, হন্ডুরাস, লাইবেরিয়া, মৌরিতানিয়া, মেক্সিকো, নাইজার, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া ও ইয়েমেন।

স্বতন্ত্র কার্যালয় : ২টি— দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউক্রেন।

কসোভো যুদ্ধে কসোভোর পক্ষে যুদ্ধ করে কসোভো লিবারেশন আর্মি (KLA)

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ঢাকায় ই-রিকশা

২০২৫ সালের আগস্টে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের তিন এলাকায় চলাচল শুরু করবে ব্যাটারিচালিত তিন চাকার রিকশা বা ই-রিকশা। প্রাথমিকভাবে উত্তরা, ধানমন্ডি ও পল্টনে চালু হলেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকায়ও এই যানবাহন চালু হবে। এসব রিকশা সড়কে নামার পর অনুমোদনহীন ব্যাটারিচালিত রিকশা তুলে দেওয়া হবে। ২৮ জুন ২০২৫ ঢাকা উত্তর সিটির নগর ভবনে ই-রিকশা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য দেন ডিএনসিসি প্রশাসক। এর আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) যন্ত্রকৌশল বিভাগের একটি দলের নকশা করা ই-রিকশার অনুমোদন দেয় সরকার। এই ই-রিকশা এবং চালকের নিবন্ধন করতে হবে। এছাড়া ই-রিকশা চলাচলের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'সিটি করপোরেশন এলাকায় তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিকশা (ই-রিকশা) চলাচল প্রবিধান, ২০২৫'। নীতিমালায় ই-রিকশা কোন রাস্তায় চলবে, কীভাবে চলবে এবং কী কী নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে, তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। নতুন মডেলের রিকশা বানানোর জন্য চালকদের এক বছর সময় দেওয়া হবে। এ জন্য তাদের বাংলাদেশ ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (MRA) ঋণ দেবে।

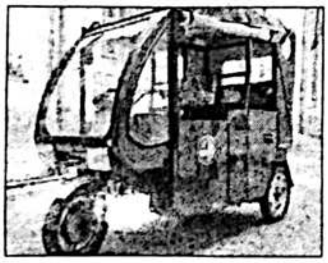

সহকারী শিক্ষকসহ পাঁচ পদে পরিবর্তন

২ জুলাই ২০২৫ প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫টি পদের নাম পরিবর্তন করা হয়। প্রজ্ঞাপনে অনুযায়ী, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার এন্ট্রি পদবি 'সহকারী শিক্ষক'-এর পরিবর্তে 'শিক্ষক' নামে পরিচিত হবে।

বিদ্যমান নাম	পরিবর্তিত নাম
সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	অতিরিক্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
অর্থ কর্মকর্তা	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
সহকারী মনিটরিং অফিসার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক	সহকারী ইন্সট্রাক্টর (পরীক্ষণ বিদ্যালয়)
সহকারী শিক্ষক	শিক্ষক

এছাড়া ১৩ জুলাই ২০২৫ উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার (U/TRC)-এর নাম পরির্তন করে Upazila Primary Education Training Centre (UPETC) নামকরণ করা হয়।

দেশে প্রথম চালু

■ রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

দেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দীর্ঘমেয়াদি স্নায়ুজনিত রোগে আক্রান্তদের পুনর্বাসনে শুরু হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি। ১০ জুলাই ২০২৫ রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BMU) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে স্থাপিত দেশের প্রথম রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে সীমিত পরিসরে চালু হয় এ কার্যক্রম। এখানে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বা AI রোবট। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চীনের কারিগরি সহায়তায় গড়ে ওঠা এ সেন্টার উন্নত বিশ্বের মানদণ্ড অনুসরণে নির্মিত হয়, যেখানে ব্যবহার হবে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন ব্যবস্থা। প্রযুক্তির দিক থেকে সেন্টারটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আধুনিক রোবটিক পুনর্বাসন কেন্দ্র বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, যা দেশের চিকিৎসা খাতে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হয়ে উঠবে। এ সেন্টারে রয়েছে মোট ৬২টি রোবট, যার মধ্যে ২২টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক। সেন্টারটি চালুর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে চীনের সাত সদস্যের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্বে এরই মধ্যে ২৭ জন চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ ধরনের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশেই প্রথম শুরু হয়।

■ বায়োমেট্রিক মেটাল কার্ড

বিশ্বের প্রথম বায়োমেট্রিক মেটাল ক্রেডিট কার্ড বাংলাদেশে চালু করে ইস্টার্ন ব্যাংক। মাস্টারকার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে এই কার্ড চালু করা হয়। ৫ জুলাই ২০২৫ রাজধানীর রেডিসন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে নতুন এই কার্ড চালু করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। নতুন এই কার্ডে সর্বাধুনিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন এবং মেটাল ডিজাইনের সমন্বয় করা হয়, যা গ্রাহকদের উন্নত নিরাপত্তা এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। এটি নিরাপত্তা এবং ডিজাইনের এক অনন্য মিশ্রণ।

কসোভোর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ন্যাটো নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম কসোভো বাহিনী (KFOR)

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পাঠাও পে

৮ জুলাই ২০২৫ জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'পাঠাও' চালু করে 'পাঠাও পে' সেবা। এই নতুন ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে খুব সহজেই আর্থিক লেনদেন করা যাবে। 'ইউর ইউনিভার্স, ইউর ওয়ে' ট্যাগ লাইনে শুরু হয় এই সেবা। পাঠাও পে দিয়ে এখন থেকে খাবার অর্ডার করা, রাইড নেওয়া কাউকে টাকা পাঠানো থেকে সবকিছুই করা যাবে। ব্যবহারকারীরা এখন মোবাইল রিচার্জও করতে পারবেন পাঠাও অ্যাপ থেকেই। নতুন সেবার যাত্রা শুরুর অংশ হিসেবে পাঠাও চালু করে 'পাঠাও পে কার্ড'। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সহায়তায় এই কার্ড চালু করা হয়।

OPCAT-এ পক্ষভুক্ত বাংলাদেশ

১০ জুলাই ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদ Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment এ পক্ষভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রটোকলটি সাধারণভাবে Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) নামে পরিচিত। OPCAT জাতিসংঘের আওতাধীন Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-এর ঐচ্ছিক প্রটোকল। এটি ১৮ ডিসেম্বর ২০০২ গৃহীত হয় এবং ২২ জুন ২০০৬ কার্যকর হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো— বিশ্বব্যাপী নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা। ৫ অক্টোবর ১৯৯৮ বাংলাদেশ জাতিসংঘের এই মূল কনভেনশনে পক্ষভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ ও জাপান ঋণচুক্তি

২৭ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে ৪৬তম ইয়েন লোন প্যাকেজ ২য় ব্যাচের অধীনে 'কনস্ট্রাকশন অব ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন বিটউইন জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশন প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঋণচুক্তির আওতায় জাপান সরকার বাংলাদেশকে মোট ৯২,০৭৭ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (প্রায় ৬৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ সহায়তা দিবে। উল্লেখ্য, প্রধান উপদেষ্টার জাপান সফরকালে ৩০ মে ২০২৫ জাপানের টোকিওতে প্রকল্পটির ঋণের জন্য বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত হয়। জয়দেবপুর-ঈশ্বরদীর মধ্যে বিদ্যমান রেলপথের ডাবল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে রেলপথের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৬২ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ মেইন লাইন, ২৫ কিমি লুপ ও সাইডিং লাইন, ১১ কিমি বিদ্যমান লাইন পুনঃনির্মাণ, তিনটি নতুন স্টেশন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ করা হবে। উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতের প্রকল্পে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে এই পর্যন্ত জাপান সরকার ৩৩.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

NBR'র চাকরি এখন অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা

৩০ জুন ২০২৫ সরকার Essential Services (Second) Ordinance 1958 এর section 3-এর sub-section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) আওতাধীন সকল কাস্টমস হাউস, আইসিডি, বন্ড কমিশনারেট এবং শুল্ক স্টেশনসমূহের সকল শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা (Essential Services) ঘোষণা করে। আইন অনুযায়ী সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে কোনো চাকরি বা কোনো শ্রেণির চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো পরিষেবাকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। কখন সেটি করতে পারবে, তা-ও বলা রয়েছে এ আইনে। যেমন কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে, জনকল্যাণমূলক সেবা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমন পরিষেবাকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ঘোষণা করা যাবে। এছাড়া জননিরাপত্তা বা জনগণের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে; জনগণের জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হচ্ছে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশ বা এর কোনো অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় হলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ঘোষণা করা যাবে। এ ধরনের ঘোষণা সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তবে প্রয়োজনে এই মেয়াদ ছয় মাস করে বাড়ানো যাবে।

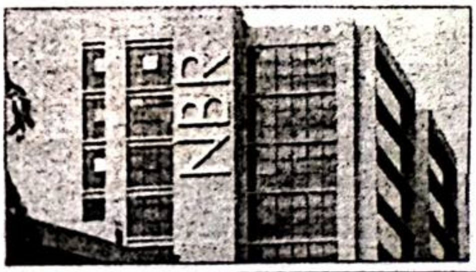

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার চাকরি অর্থ বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে বেতনসহ বা অবৈতনিক, দৈনিক ভিত্তিতে, ধার্য করা ফি বা সম্মানীভুক্ত চাকরিকে বোঝাবে। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসেবে ঘোষিত চাকরির ক্ষেত্রে সরকার ওই চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে কোনো এলাকা বা এলাকাগুলো ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারবে।

• বাংলাদেশ কসোভোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ২০১৮ সালে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

মালয়েশিয়ায় মাল্টিপল ভিসা চালু

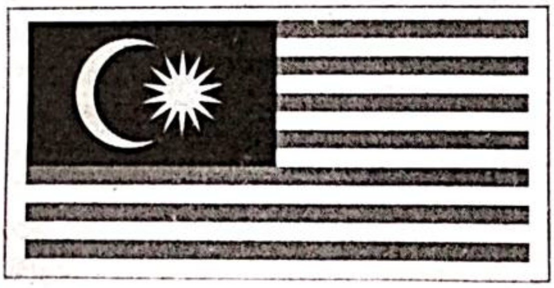

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা সুবিধা চালু করে মালয়েশিয়া। ১৫ জুলাই ২০২৫ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ তথ্য জানান। ২০২৫ সালের মে মাসে মালয়েশিয়া সফরকালে উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর ১০ জুলাই ২০২৫ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা সুবিধা চালু করে পরিপত্র জারি করে মালয়েশিয়া সরকার। মালয়েশিয়া ১৫টি দেশ থেকে কর্মী নিয়ে থাকে। এর মধ্যে কেবল বাংলাদেশি কর্মীদেরই মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার পরিবর্তে সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হতো। যেসব বাংলাদেশি কর্মীদের পরিপত্র জারির আগে সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা এবং টেম্পোরারি এমপ্লয়মেন্ট ভিজিট পাস (PLKS) ইস্যু করা রয়েছে, তাদের নতুন করে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা আবেদন করতে হবে না। PLKS নবায়নের সময় মাল্টিপল ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ইস্যু হয়ে যাবে। পাশাপাশি এখন থেকে যেসব বাংলাদেশি কর্মীর সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা ছিল এবং PLKS বৈধ রয়েছে, তারা নতুন মাল্টিপল ভিসা ছাড়াই মালয়েশিয়া থেকে দেশে আসা-যাওয়া করতে পারবেন। এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোতে পরিপত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ১০৯

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইনের নতুন নম্বর ১০৯। ২০১২ সালের শুরুতে ১০৯২১ নম্বরটি চালু হয়, যা বর্তমানে ১০৯ নম্বরে একীভূত করা হয়। যেকোনো মোবাইল বা টেলিফোন থেকে ১০৯ নম্বরে ফোন করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যাবে। এটি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি উদ্যোগ। যে কেউ এই নম্বরে ফোন করে নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হলে বা এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে চাইলে বিনা মূল্যে সহায়তা পাবে।

বাংলাদেশি পণ্যে ৩৫% শুল্ক

২ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সে সময় বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭% শুল্ক আরোপ করা হয়। এর আগে দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড়ে ১৫% করে শুল্ক ছিল। ৩ মাস ধরে আলোচনার পর বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৩৫% শুল্ক নির্ধারণ করেন ট্রাম্প। ৭ জুলাই ২০২৫ বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ মোট ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুল্ক বিরতির সময়সীমা শেষ না হতেই এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এর আগে ৯ জুলাই থেকে শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে ১ আগস্ট ২০২৫ নির্ধারণ করা হয়।

- নতুন হার কার্যকর হলে তখন মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৫০%।
- বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমই-এর সদস্যভুক্ত ১,৩২২টি কারখানা পোশাক রপ্তানি করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হিস্যা
(বিজিএমই-এর সদস্যভুক্ত কারখানার হিসাব)

মোট রপ্তানির অংশ	কারখানার সংখ্যা
০-২০%	৮২২
২১-৪১%	১৭৬
৪১-৬০%	৮৭
৬১-৮০%	৯১
৮১-৯০%	৪৬
৯১-১০০%	১০০

আনুষ্ঠানিকভাবে স্টারলিংকের যাত্রা শুরু

১৮ জুলাই ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মহাকাশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা 'স্টারলিংক'। এদিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত স্টারলিংকের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন স্টারলিংকের ব্যবসা পরিচালনা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট লরেন ড্রেয়ার এবং আন্তর্জাতিক কৌশল ও সরকারি সম্পর্ক পরিচালক রিচার্ড গ্রিফিথস। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে স্টারলিংকের প্রযুক্তি পরীক্ষা করা হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবরে স্টারলিংকের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (BIDA) নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করে। ২৯ মার্চ ২০২৫ স্টারলিংক BIDA'র কাছ থেকে বিনিয়োগের নিবন্ধন পায়। ৯ এপ্রিল ২০২৫ বাংলাদেশে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান স্টারলিংকের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ২৯ এপ্রিল ২০২৫ BTRC স্টারলিংক সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১০ বছর মেয়াদি 'নন-জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট অরবিট অপারেটর লাইসেন্স' ও 'রেডিও কমিউনিকেশন অ্যাপারেটার্স লাইসেন্স' নামে দুটি পৃথক লাইসেন্স হস্তান্তর করে। ২০ মে ২০২৫ স্টারলিংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশ কসোভোকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

রপ্তানি চিত্র ২০২৪-২০২৫

২ জুলাই ২০২৫ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে। মোট রপ্তানি আয় ৪৮,২৮৩.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খাতওয়ারি রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪
তৈরি পোশাক*	৩৯,৩৪৬.৯৭	৩৬,১৫১.৩১
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১,১৪৫.০৭	১,০৩৯.১৫
কৃষিজাত পণ্য	৯৮৮.৬২	৯৬৪.৩৪
হোম টেক্সটাইল	৮৭১.৫৭	৮৫১.০১
পাট ও পাটজাত পণ্য	৮২০.১৬	৮৫৫.২৩
মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য	৪৪১.৫৮	৩৭৬.৬৮

** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাকের নীটওয়্যার রপ্তানি হয় ২১,১৫৯.০৮ মি.মা.ড. এবং ওভেন গার্মেন্টস রপ্তানি হয় ১৮,১৮৭.৮৯ মি.মা.ড.।*

নতুন ৫ দেশে ভোটার নিবন্ধন শুরু

১৫ জুলাই ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচ দেশে ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে নির্বাচন কমিশন (EC)। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ওমান, মালদ্বীপ, জর্ডান ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করে ইসির জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ। এর আগে ৯ জুলাই ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচ দেশের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের ৪০টি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। অবশিষ্ট ৩১টি দেশের মধ্যে এখন যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, জর্ডান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালদ্বীপে ভোটার তালিকা করার সম্মতি পায় ইসি। উল্লেখ্য,২০০৭-২০০৮ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন শুরুর সময়ই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করা ও NID দেওয়ার দাবি ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন নিয়ে নানা ধরনের জটিলতা পেরিয়ে তৎকালীন কমিশন ২০১৯ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়ায় অনলাইন নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু এরপর কোভিড মহামারিতে সেই উদ্যোগ থমকে যায়, পরে পুনরায় ২০২৩ সালের জুলাইয়ে কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারিভাবে টাইফয়েডের টিকা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ৯ মাস বয়স থেকে ১৫ বছর বয়স/৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় (EPI) টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে। টিকা পেতে হলে প্রত্যেক শিশুর ১৭ ডিজিটের ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। তাই যে শিশুর ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন নেই তাদের দ্রুত ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন সনদ করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুকে

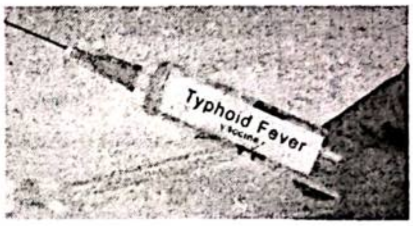

টাইফয়েড টিকা দিতে হলে টিকা দেওয়ার সময়সূচি ঘোষিত হবার পর টিকা দেওয়ার জন্য শিশু ও ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন সনদসহ EPI সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। https://vaxepi.gov.bd এই সাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রসঙ্গত, জরায়ুমুখের ক্যান্সারে এইচপিভি (HPV) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। যারা এ ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় নিবন্ধন করেন তাদের আর নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজন হবে না। তারা vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে লগইন করবেন এবং টাইফয়েড ভ্যাকসিনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন। যাদের পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করা নাই তারা দুইবার এই কাজটি করতে হবে। প্রথমে নিবন্ধন করতে হবে এবং দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন। যারা পূর্বে রেজিস্ট্রেশন করেছেন কিন্তু মোবাইল নম্বর ভুলে গেছেন তারা ফরগেট মোবাইল নম্বর অপশনে গিয়ে মোবাইল নম্বর বের করতে পারবেন। না পারলে মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে লগইন করতে পারবেন। শুধুমাত্র ইনস্ট্রাকশন ফলো করলেই বুঝা যাবে।

বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ

২০২৫ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে। তালিকা অনুযায়ী ২০২৪ সালে দেশে মোট বিনিয়োগ হয় ১,২৭০.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশওয়ারি বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	বিনিয়োগ	দেশ	বিনিয়োগ
যুক্তরাজ্য	৪০৯.৬১	তাইওয়ান	২৭.৮৪
দক্ষিণ কোরিয়া	২৯৯.৭৩	সুইজারল্যান্ড	২৭.০০
চীন	২০৮.২৩	ব্রিটিশ ভারজিন দ্বীপপুঞ্জ	১৫.১০
ভারত	১২৭.৩৯	পাকিস্তান	১৪.৬৭
সিঙ্গাপুর	১১৭.০২	থাইল্যান্ড	১০.৮৪
হংকং	১০১.৪৩	ফ্রান্স	১০.৭৩
শ্রীলংকা	৬৭.১০	সুইডেন	১০.০৪
মালয়েশিয়া	৪৭.৪৯	কানাডা	৯.২৪
জাপান	৪৬.৭২	জার্মানি	৪.৮৪
তুরস্ক	৩৮.২৮	অন্যান্য	-৩৫৭.৭৮
ডেনমার্ক	৩৪.৮৭	মোট বিনিয়োগ	১,২৭০.৩৯

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত দেশ তিউনিসিয়া

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

স্যার-ম্যাডাম সম্বোধনের ইতিকথা

'স্যার' বা 'ম্যাডাম' সম্বোধনের পেছনে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এটি একটি ঔপনিবেশিক আমলের রীতিনীতির সামাজিক সংস্কৃতি যা আজও বিদ্যমান। ১০ জুলাই ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদের ৩৩তম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সিনিয়র নারী কর্মীদের 'স্যার' বলার নিয়ম বাতিল করা হয়।

সম্বোধনের প্রচলন

বাংলার মধ্যযুগ বা মুঘল আমলের সংস্কৃতিতে রাজা বাদশাহদের জাঁহাপনা, হুজুর এমন নামে সম্বোধন করা হতো। আর কর্মকর্তাদের 'সাহেব' বলে সম্বোধন করার প্রচলন ছিল। মূলত ইরানিরা ভারতবর্ষে আসার পর 'সাহিব' শব্দটির প্রচলন ঘটে। পরে তা সাহেব বা সায়েব-এ রূপ নেয়। 'সাহেব' শব্দটি আরবি 'সাহাবী' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর কিংবা বন্ধু। তখন পদবির সাথে সাহেব যোগ করে ডাকা হতো যেমন— কাজি সাহেব, সচিব সাহেব, চৌধুরী সাহেব। ব্রিটিশ ও শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় নারীদের সম্বোধন করা হতো 'মেমসাহেব' বলে। বাঙালি বিবাহিত নারীদের বলা হতো 'বেগম সাহেব'।

স্যার-ম্যাডাম সম্বোধনের উৎপত্তি

অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ অভিধানের তথ্য অনুযায়ী ১২৯৭ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় 'স্যার' (Sir) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তখন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য 'নাইট' (Knight) উপাধি পাওয়া ব্যক্তিদের নামের আগে 'স্যার' শব্দটি যোগ করা হতো। শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ Sire থেকে, যার অর্থ ছিল প্রভু বা কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও লেখক উদয়লাল পাইয়ের লেখা Are We Still Slaves? গ্রন্থ অনুযায়ী ফ্রান্সে সামন্তযুগে Sir শব্দ দ্বারা বোঝানো হতো— Slave I Remain অর্থাৎ, আমি দাসই থেকে গেলাম। আর ইংল্যান্ডে Sir শব্দ দিয়ে বোঝানো হতো— Servant I Remain অর্থাৎ আমি চাকরই থেকে গেলাম।

উপমহাদেশে প্রচলন

১৭শ শতকে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করলে স্যার বা ম্যাডাম শব্দের প্রচলন শুরু হয়। মূলত ব্রিটিশ প্রশাসনের শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের প্রতি স্থানীয় জনগণের আনুগত্য প্রকাশের উপায় হিসেবে স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধন চালু হয়। একসময় সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্যার, ব্রিটিশ নারীদের ম্যাডাম বলে ডাকতো, এই সম্বোধন ছিল কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের প্রকাশ। কিন্তু ইংরেজরা উচ্চবর্ণের বাঙালিদের 'বাবু' বলেই সম্বোধন করতো বলে মুনতাসীর মামুনের, 'ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মন' বইয়ে উঠে এসেছে। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের Minutes on Indian Education গ্রন্থ অনুযায়ী উপনিবেশে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে যারা 'বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে-বুদ্ধিতে এবং ভাবনায় ব্রিটিশ'। এই নীতির অধীনে ভারতে গড়ে ওঠে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা এবং তার সঙ্গে আসে ব্রিটিশ সামাজিক রীতি যার একটি ছিল কর্তৃপক্ষকে 'স্যার' বলা।

বাংলাদেশে প্রচলন

বাংলাদেশে স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধন সংক্রান্ত কোনো সরকারি আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা নেই। এটি মূলত একটি প্রথাগত বা সামাজিক রীতি, যা শিক্ষা, প্রশাসন এবং কর্পোরেট জগতে বহুদিন ধরে চলে আসছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিলেও, বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এই সংস্কৃতি বহাল থাকে। স্বাধীনতার পরেও শিক্ষা ও প্রশাসনে স্যার/ ম্যাডাম সম্বোধন অপরিবর্তিত থেকে যায়। বাংলাদেশের নিম্ন আদালতের বিচারকবৃন্দকে আইনজীবী বা বিচারপ্রার্থীরা 'স্যার' বা 'ইওর অনার' বলে থাকেন। অন্যদিকে উচ্চ আদালতের বিচারকবৃন্দকে 'মাই লর্ড', 'মি লর্ড' সম্বোধনে ডাকা হয়। অথচ বাংলাদেশের আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী আইন The Bangladesh Legal Practitioner's and Bar Council Order, 1972 এবং Canons of Professional Conduct and Etiquette-এর কোথাও এমন কোনো বিধান নেই। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০ তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের স্যার/ ম্যাডাম নামে সম্বোধনের রীতি বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে সরকারি অফিস বা প্রতিষ্ঠানে সম্বোধনের জন্য 'স্যার'-এর পরিবর্তে 'জনাব' এবং 'সরকারি অফিসার বা কর্মকর্তাদের নামে প্রেরিত পত্রাদির শুরুতে পুরুষের ক্ষেত্রে 'মহোদয়' ও মহিলাদের ক্ষেত্রে 'মহোদয়া' লেখার সুপারিশ করা হয়। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি বা তার পরবর্তী হালনাগাদ সংস্করণে শিক্ষকের প্রতি সম্মান বজায় রাখা নিয়ে কিছু উল্লেখ থাকলেও স্যার বা ম্যাডাম ডাকার বাধ্যবাধকতা নেই।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরতম দেশ তিউনিসিয়া

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ব্রহ্মপুত্রের উৎসে বৃহত্তম বাঁধ

তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বড় একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে চীন। ১৯ জুলাই ২০২৫ চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে নিয়িংচি শহরে ইয়ারলুং চাংপো নদীর নিম্নপ্রবাহে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নির্মাণ শেষ হলে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর সঙ্গে চীনের কার্বন নিরপেক্ষতা ও তিব্বত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পৃক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সবমিলিয়ে মোট বিনিয়োগ হবে প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ইউয়ান (১৬৭.১ বিলিয়ন ডলার)। বাংলাদেশ ও ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ নামে পরিচিত হলেও চীনে একে ডাকা হয় ইয়ারলুং চাংপো নামে। এই ইয়ারলুং চাংপো নদীই তিব্বত ছাড়িয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আসাম রাজ্যে প্রবেশ করার পর ব্রহ্মপুত্র নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

দুবাইয়ের এয়ার ট্যাক্সি

৩০ জুন ২০২৫ সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথমবারের মতো সফলভাবে আকাশে উড়ে বৈদ্যুতিক এয়ার ট্যাক্সি। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার যানজট নিরসনে নির্মিত এই যাত্রীবাহী উড়ন্ত ট্যাক্সির পরীক্ষামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জোবি এভিয়েশন। সর্বোচ্চ ১৬০ কিমি পর্যন্ত যাত্রা করতে পারবে বৈদ্যুতিক এই যান। যার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৩২০ কিমি। ২০২৬ সালের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম চালুর লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের।

সিরিয়ার নতুন জাতীয় প্রতীক

৩ জুলাই ২০২৫ সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা নতুন জাতীয় প্রতীক হিসেবে 'সোনালি ঈগল' উন্মোচন করেন। নতুন জাতীয় পরিচয়ের অংশ হিসেবে পূর্বের বাজপাখির পরিবর্তে এবার প্রতীকে স্থান পায় সোনালি ঈগল। প্রতীকের মাথায় রয়েছে তিনটি তারকা, যা সিরিয়ার জনগণের মুক্তিকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। ঈগলের লেজের পাঁচটি পালক দেশটির পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চল— উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও কেন্দ্রকে নির্দেশ করে। আর ডানার ১৪টি পালক প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন জাতীয় পরিচয় চালুর ফলে শিগগিরই জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ সরকারি কাগজপত্রে নতুন এই নকশা যুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় প্রতীকেও এটি ব্যবহার করা হয়। ঈগলের আগের সংস্করণে ব্যবহৃত যুদ্ধবর্ম বা 'শিল্ড' বর্তমান সংস্করণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সুরিনামের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

৬ জুলাই ২০২৫ সুরিনামের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জেনিফার সাইমনস। ১৬ জুলাই ২০২৫ তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৫ মে ২০২৫ অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৫১টি আসনের মধ্যে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ১৮টি, প্রগ্রেসিভ রিফর্ম পার্টি ১৭টি এবং অন্যান্য ছোট দলগুলো বাকি ১৬টি আসনে জয় লাভ করে। পরে জেনিফার সাইমনসের ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একটি জোট গঠন করে। জোটের পর সাইমনসকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে উভয় দল সম্মত হয়। সাইমনস পেশায় একজন চিকিৎসক এবং দেশটির সংসদের সাবেক স্পিকার। দেশটির জাতীয় পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে তাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে।

ইউক্রেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী

১৭ জুলাই ২০২৫ ইউক্রেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো। পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর সিভিরিদেঙ্কো এ পদে আসীন হলেন। তিনি ডেনিস শ্যামিহালের স্থলাভিষিক্ত হন। ৪ মার্চ ২০২০ থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ৪ নভেম্বর ২০২১ থেকে সিভিরিদেঙ্কো উপপ্রধানমন্ত্রী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসব দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তিউনিস নামটি বার্বার জাতির ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ শৈলান্তরীপ বা রাত কাটানোর স্থান

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

IAEA'র সঙ্গে সহযোগিতা স্থগিত ইরানের

২ জুলাই ২০২৫ জাতিসংঘের পরমাণু প্রকল্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা স্থগিত করে ইরান। ১৩ জুন ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া ১২ দিনব্যাপী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি। ১৯৭০ সালে IAEA'র সঙ্গে এনপিটি চুক্তি করে ইরান। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইরান প্রতিশ্রুতি দেয় যে দেশটি কখনো পরমাণু অস্ত্র তৈরি বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করবে না এবং IAEA-কে সহযোগিতা করবে। ৬ জুন ২০২৫ IAEA এক বিবৃতিতে জানায়— ইরান যে মাত্রার বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত করেছে, তা দিয়ে অনায়াসেই পরমাণু বোমা বানানো সম্ভব। IAEA-এই বিবৃতি দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ১৩ জুন ২০২৫ দিবাগত রাতে ইরানে বিমান অভিযান 'দ্য রাইজিং লায়ন' শুরু করে ইসরায়েল। ১৬ জুন ২০২৫ ইরান জানায় ইসরায়েলি হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে IAEA। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ২৫ জুন ২০২৫ ইরানের পার্লামেন্ট IAEA'র সঙ্গে সহযোগিতা স্থগিতের পক্ষে ভোট দেয়। ২৬ জুন ২০২৫ বিলটি অনুমোদন করে দেশটির সংবিধান পর্যালোচনাবিষয়ক সংস্থা 'গার্ডিয়ান কাউন্সিল' এবং পরে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরে তা আইনে পরিণত হয়।

তালেবান সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি

৩ জুলাই ২০২৫ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া। নতুন আফগান রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক পরিচয়পত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ দুটির দ্বিপাক্ষিক গঠনমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। যদিও চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে তালেবানের রাষ্ট্রদূত রয়েছে এবং কাতারে তাদের একটি পুরোনো রাজনৈতিক দপ্তরও রয়েছে; তবে এই দেশগুলো এখনো তালেবানকে আফগানিস্তানের সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তালেবানকে 'সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের মিত্র' বলে আখ্যা দেন।

লুণ্ঠিত শিল্পসম্পদ ফেরত

২১ জুন ২০২৫ নেদারল্যান্ডস ১২০ বছর আগে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় নাইজেরিয়ার বেনিন রাজ্য থেকে চুরি হওয়া ১১৯টি ঐতিহাসিক ভাস্কর্য আনুষ্ঠানিকভাবে নাইজেরিয়ার কাছে ফেরত দেয়। এগুলোর মধ্যে ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যে তৈরি ধাতু ও হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য রয়েছে। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে বেনিন ব্রোঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ সেনা অভিযানে বেনিন লুণ্ঠনের সময় এগুলো নিয়ে যাওয়া হয়, যখন রাজা ওভনরামওয়েন নোগবাইসিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। বর্তমান নাইজেরিয়ার একটি বড় অংশ একসময় বেনিন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাদুঘর ও সংগ্রহশালা থেকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফেরত চেয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করে। একই বছরে যুক্তরাজ্যের একটি জাদুঘর থেকে ৭২টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ড থেকে ৩১টি প্রত্নবস্তু ফেরত আসে।

ভূমিমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি থেকে প্রত্যাহার

ভূমিমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি থেকে বের হচ্ছে ৬ দেশ। রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি সামরিক হুমকির কারণে ১৮ মার্চ ২০২৫ এস্তোনিয়ান, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ড এবং ১ এপ্রিল ২০২৫ ফিনল্যান্ড প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। এছাড়া ২৯ জুন ২০২৫ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অ্যান্টি-ল্যান্ডমাইন অটোয়া কনভেনশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে একটি ডিক্রি জারি করেন। তবে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ইউক্রেনীয় পার্লামেন্টে তা অনুমোদিত হতে হবে এবং জাতিসংঘকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করতে হবে। ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ কানাডার অটোয়ায় স্বাক্ষরিত হয় Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction বা ভূমিমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, যা অটোয়া চুক্তি (Ottawa Treaty) নামেও পরিচিত। এতে ভূমিক্ষেত্র ব্যবহারের পাশাপাশি এর উৎপাদন, মজুত, হস্তান্তর এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ১ মার্চ ১৯৯৯ কনভেনশনটি কার্যকর হয়। কনভেনশনের ২০(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো দেশ কনভেনশন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে চাইলে, প্রত্যাহারের দলিল প্রাপ্তির মাত্র ছয় মাস পর এই ধরনের প্রত্যাহার কার্যকর হবে। বিশ্বের ১৬৬টি দেশ ও অঞ্চল এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও বেলারুশের মতো ৩৩টি দেশ এখনো এতে যোগ দেয়নি।

দেশ	যোগদান	প্রত্যাহারের আবেদন	প্রত্যাহার কার্যকর
ফিনল্যান্ড	৯ জানুয়ারি ২০১২	১০ জুলাই ২০২৫	১০ জানুয়ারি ২০২৬
পোল্যান্ড	২৭ ডিসেম্বর ২০১২	—	—
এস্তোনিয়া	১২ মে ২০০৪	২৭ জুন ২০২৫	২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
লাটভিয়া	১ জুলাই ২০০৫	২৭ জুন ২০২৫	২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
লিথুয়ানিয়া	১২ মে ২০০৩	২৭ জুন ২০২৫	২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ইউক্রেন	২৭ ডিসেম্বর ২০০৫	—	—

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম Tunisian Republic

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সিন্ধুনদ মামলায় পাকিস্তানের জয়

২৭ জুন ২০২৫ একতরফাভাবে ভারত সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করতে পারবে না বলে পরিপূরক এখতিয়ার রায় দেয় হেগের পার্মানেন্ট কোর্ট অব আর্বিট্রেশন (PCA)। আদালতের রায়ে বলা হয়, সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি তখনই শেষ হবে যখন উভয় দেশ এটি শেষ করার জন্য সম্মত হবে, কোনো একতরফা স্থগিতাদেশ বা চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। PCA-এর নিয়ম অনুযায়ী পরিপূরক রায় হলো আদালত বা সালিসি ট্রাইব্যুনালের প্রাথমিক রায়ের পর একটি অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত, যা সাধারণত অসম্পূর্ণ কোনো বিষয় সমাধান বা এখতিয়ার, ব্যাখ্যা বা কোনো চুক্তির অর্থ স্পষ্ট করতে জারি করা হয়। ২২ এপ্রিল ২০২৫ কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ তুলে সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

ভূমি ডুবে গেলেও রাষ্ট্রের মর্যাদা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূমি হারালেও কোনো রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের বহু প্রতীক্ষিত এক প্রতিবেদনের পর এই মন্তব্য এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু সংকটের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে অনেক দেশ তলিয়ে যাবে। এতে কোনো রাষ্ট্রের ভূমি পুরোপুরি ডুবে গেলেও তার রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও সম্পদের অধিকার টিকে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যে হারে বাড়ছে, তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী ১২২টি বৃহৎ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী ও সিমেন্ট কারখানার নিঃসরণ।

বাংকার বাস্টার বানাচ্ছে ভারত

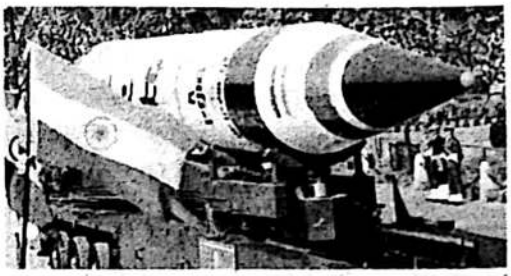

যুক্তরাষ্ট্রের বাংকার বাস্টার জিবিইউ-৫৭-এর মতোই শক্তিশালী দেশীয় প্রযুক্তিতে বাংকার বাস্টার তৈরি করছে ভারত। অগ্নি-৫ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের দুইটি ভার্সন তৈরি হচ্ছে দেশটিতে। ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO)-এই অগ্নি-৫'র নতুন ভার্সন তৈরি করছে। একটি ২,৫০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে ৭,৫০০ কেজি পর্যন্ত বিস্ফোরক নিয়ে বাংকার বাস্টারের কাজ করবে। যাবে সুপারসনিক গতিতে। অন্যটি ৫,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে পারবে। অগ্নি-৫ মাটির ৮০-১০০ মিটার গভীরে গিয়ে কংক্রিটের আস্তর ভেদ করতে পারবে।

বাংকার বাস্টার : বাংকার বাস্টার ক্ষেপণাস্ত্র হলো এক বিশেষ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, যা মাটির গভীরে ঢুকে লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে এবং মিলিটারি বাংকার, কমান্ড সেন্টার, মিসাইল রাখার জায়গা ও অস্ত্রভাণ্ডারে গিয়ে আঘাত করতে পারে। আধুনিক যুদ্ধে এই বাংকার বাস্টার খুব জরুরি বলে মনে করা হয়। কারণ অন্য দেশের কমান্ড ও কন্ট্রোল কেন্দ্রগুলো এখন মাটির নিচে থাকে। অস্ত্র, জ্বালানি, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রও মাটির তলায় রাখা হয়। সেগুলোতে আঘাত করতে চাইলে বাংকার বাস্টারের প্রয়োজন হয়।

পাকিস্তানে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান

ভারতের চির বৈরী দেশ পাকিস্তানকে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান দিবে চীন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাকিস্তানকে ৪০টি শেনইয়াং জে-৩৫ পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ ফাইটার জেট সরবরাহ করবে চীন। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি পাইলটরা ৬ মাসের বেশি সময় ধরে চীনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। যে সংস্করণ পাকিস্তান পাবে, সেটা মূলত এফসি-৩১, যা মূলত জে-৩৫ এর রপ্তানি সংস্করণ। দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের তুলনায় ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রশিক্ষণ, কৌশল ও বহুমুখী সরঞ্জাম ব্যবহারে এগিয়ে ছিল। কিন্তু জে-৩৫ যুক্ত হলে সেই পার্থক্য কমে যেতে পারে।

একনজরে J-35 ➤ ক্রু : ১ • দৈর্ঘ্য : ১৭.৩ মিটার • ডানার বিস্তার : ১১.৫ মিটার • উচ্চতা : ৪.৮ মিটার • মোট ওজন : ১৭,৫০০ কেজি • সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন : ২৮,০০০ কেজি • সর্বোচ্চ গতি : ম্যাক ১.৮ • যুদ্ধের পরিসর : অভ্যন্তরীণ জ্বালানিতে ১,২৫০ কিমি।

চীনে মশা আকৃতির ড্রোন

২০২৫ সালের জুনে চীনের হুনান প্রদেশের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ডিফেন্স টেকনোলজির গবেষকেরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ক্ষুদ্র আকৃতির মশার ড্রোন উন্মোচন করে। এতে রয়েছে চুলের মতো পাতলা পা ও দুটি ডানা, যা স্মার্টফোনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাইক্রো ড্রোন নামে পরিচিত এই ড্রোনটি গোপন নজরদারির কাজে ব্যবহৃত হবে। পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ করে ভবনের ভেতরে ব্যবহার খুবই উপযোগী। এরআগে ২০২৫ সালের এপ্রিলে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মাইক্রোরোবটিক্স ল্যাব তাদের সর্বশেষ ড্রোন 'রোবোবি' উন্মোচন করে, যা দেখতে অনেকটা বড় মশার মতো 'ক্রেন ফ্লাই' প্রজাতির। এটি উড়তে ও মসৃণভাবে নামতে পারে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

জোহরান মামদানির ইতিহাস

নিউইয়র্ক সিটির ৪০০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম মেয়র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পান। ২৪ জুন ২০২৫ অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে জোহরান মামদানি বিপুল ভোটের ব্যবধানে ধরাশায়ী করেন নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমোকে। মামদানি এখনো মেয়র নির্বাচিত হননি, শুধু মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থিতা লাভ করেছেন। ৪ নভেম্বর ২০২৫ নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জোহরান মামদানি একাধারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম এবং অশ্বেতাঙ্গ। তার জন্মস্থান আফ্রিকার উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায়। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান। বাবা মাহমুদ মামদানি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং মা মিরা নায়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান জোহরান।

মাস্কের নতুন রাজনৈতিক দল

৫ জুলাই ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার ঘোষণা দেন টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। দলটির নাম দেন 'আমেরিকা পার্টি' (America Party)। ৪ জুলাই ২০২৫ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'বিগ বিউটিফুল বিল' নামে পরিচিত করছাড় ও ব্যয় বৃদ্ধির বিলকে আইনে পরিণত করার প্রতিক্রিয়ায় নতুন এ দল গঠনের ঘোষণা দেন মাস্ক। মাস্ক যত প্রভাবশালী ও ধনীই হোন না কেন, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের ১৬০ বছরের দুই দলীয় আধিপত্য ভাঙা সহজ হবে না। তবে তার এই উদ্যোগ মার্কিন রাজনীতিতে একটি নতুন মেরুকরণের সূচনা করতে পারে।

মার্কিন শিক্ষা বিভাগ বিলুপ্ত

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে অনুমতি দেয় আদালত। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এক বিভক্ত রায়ে এই বিভাগ বন্ধ করার প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেয়। ১৪ জুলাই ২০২৫ রিপাবলিকান-সমর্থিত বিচারপতিরা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একটি সংক্ষিপ্ত, স্বাক্ষরবিহীন আদেশে শিক্ষা বিভাগ বন্ধের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এর আগে এক ফেডারেল জেলা বিচারক এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের ভূমিকা সাধারণত সীমিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১৩% তহবিল ফেডারেল কোষাগার থেকে আসে, বাকি অর্থ রাজ্য এবং স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে আসে।

ট্রাম্পের নামে সুগন্ধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের নামে সুগন্ধি পণ্য বাজারে আনেন। ৩০ জুন ২০২৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, এই তো ট্রাম্প সুগন্ধি। নাম 'ভিক্টরি ৪৫-৪৭', কারণ এগুলো জয়, শক্তি ও সাফল্যের প্রতীক। নতুন এই সুগন্ধিগুলো পুরুষদের জন্য কালো ও নারীদের জন্য লাল বক্সে সোনালি অক্ষরে 'ট্রাম্প' ব্র্যান্ডে বাজারজাত করা হয়। সুগন্ধি পণ্য ছাড়াও ট্রাম্প পরিবারের সাম্প্রতিক ব্যবসার তালিকায় রয়েছে টেলিকম সেবা ও স্মার্টফোন। এছাড়াও ২০২৫ সালের জুনে ট্রাম্পের পারিবারিক ব্যবসা 'ট্রাম্প' ব্র্যান্ডের লাইসেন্স ব্যবহার করে 'ইউএস মোবাইল' নামে একটি সেবা চালুর পাশাপাশি ৪৯৯ ডলারের একটি স্মার্টফোন বাজারে আনে।

রুয়ান্ডা ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের শান্তিচুক্তি

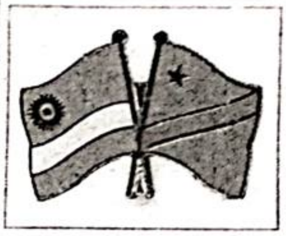

২৭ জুন ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে রুয়ান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআর কঙ্গো) ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী এম২৩। আফ্রিকার প্রতিবেশী এই দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৩০ বছর ধরে সংঘাত চলছিল। এই চুক্তির ফলে ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডার গণহত্যার মধ্য দিয়ে কয়েক দশক ধরে চলে আসা সংঘাতের অবসান ঘটবে। এর আগে ২০২৫ সালের শুরুতে এম২৩ বিদ্রোহীরা পূর্ব গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক রাজধানী গোমা, বুকাভু শহর এবং বিমানবন্দরসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর ফলে দশকের পর দশক ধরে চলা সংঘাত আরও তীব্র হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে রুয়ান্ডা ও কঙ্গোর বিশেষজ্ঞরা অ্যাঙ্গোলার মধ্যস্থতায় দুইবার চুক্তিতে পৌঁছেন। কিন্তু দুই দেশের মন্ত্রিপরিষদ শেষ পর্যন্ত তা অনুমোদন করেননি। উল্লেখ্য, পূর্ব কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (ডিআর কঙ্গো) কল্টানসহ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ, যা বৈশ্বিক ইলেক্ট্রনিক শিল্পের জন্য অপরিহার্য। এই চুক্তির ফলে এ কঙ্গোর খনিজ সম্পদপূর্ণ এলাকাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

M23 : M23 পূর্ণরূপ March 23 Movement। এম২৩ রুয়ান্ডা এবং উগান্ডার মদতপুষ্ট বিদ্রোহী বাহিনী। ৬ মে ২০১২ এটি গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল টুটসি জাতি ওই বিদ্রোহী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করে। এম২৩'র বর্তমান প্রধান বার্ট্রান্ড বিসিমওয়া।

তিউনিসিয়ার বৃহত্তম শহর ও রাজধানী তিউনিস

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

থাই প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত

১ জুলাই ২০২৫ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে সাময়িক বরখাস্ত করে সে দেশের সাংবিধানিক আদালত। সাংবিধানিক আদালত ৭-২ ভোটে তাকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়। থাইল্যান্ডের ক্ষমতাধর রাজনৈতিক পরিবার সিনাওয়াত্রা বংশের রাজনীতিবিদ পেতংতার্ন। ৩৮ বছর বয়সি পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার বাবা থাকসিন সিনাওয়াত্রা ও ফুফু ইংলাক সিনাওয়াত্রাও ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, সাবেক কম্বোডিয়ান নেতা হুন সেনের সঙ্গে ফোনালাপ ফাঁস হওয়ার পর পেতংতার্নের পদত্যাগের দাবি তীব্র আকার ধারণ করে। পেতংতার্ন ওই ফোনালাপে হুন সেনকে 'চাচা' সম্বোধন করে এবং একজন থাই সামরিক কর্মকর্তার সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ হারালেও থাইল্যান্ডের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী Phumtham Wechayachi-এর মন্ত্রিসভায় পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা দায়িত্ব পান সংস্কৃতিমন্ত্রীর।

ইংল্যান্ডে ভোটারের বয়স ১৬ বছর

১৭ জুলাই ২০২৫ যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় দেশটির সরকার ১৬-১৭ বছর বয়সিদের ভোটাধিকার প্রদানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত এই পরিবর্তন দেশটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক বড় রকমের সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হবে। যুক্তরাজ্যে ভোটদানের বয়স ১৬ তে নামিয়ে আনা হলে তা হবে দেশটির ভোটারদের বয়স কমানোর ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সালের পর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। ভোটারের বয়স কমালে যুক্তরাজ্যে আগামী সাধারণ নির্বাচনে যোগ হবে আরও ১৫ লাখ সম্ভাব্য ভোটার। যুক্তরাজ্যে আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৯ সালে।

দালাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচন

৬ জুলাই ১৯৩৫ ভারতে নির্বাসিত তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা জন্মগ্রহণ করেন। ৬ জুলাই ২০২৫ দালাই লামার ৯০তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়। জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে দালাই লামা জানান যে উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি তাদের কয়েক শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখবেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে তার 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'। গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট হলো তিব্বতের প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান কাজ হলো দালাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচন করা এবং তিব্বতি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। চীনের মতে দালাই লামার উত্তরসূরিকে শনাক্ত করা 'লট-ড্রয়িং' সিস্টেমের মাধ্যমেই করা হবে। যেখানে একটি সোনার কলস থেকে নাম বেছে নেওয়া হয়।

ইউনেস্কোর নতুন বিশ্ব ঐতিহ্য

৬-১৬ জুলাই ২০২৫ ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি ৪৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে ইউনেস্কো প্রতি বছরই নতুন স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত করে। এবার ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ২৬টি নতুন সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক স্থান যুক্ত হয়।

নতুন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা : মুরুজুগা সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ (অস্ট্রেলিয়া), ক্যাভারনাস দো পেরুচু জাতীয় উদ্যান (ব্রাজিল)। দমন-পীড়নের কেন্দ্র থেকে শান্তি ও প্রতিফলনের স্থান (কম্বোডিয়া), জিক্সিয়া ইম্পেরিয়াল সমাধি (চীন), মাউন্ট কুমগাং সমুদ্র থেকে হীরা পর্বত (দক্ষিণ কোরিয়া), মোনস ক্লিন্ট (ডেনমার্ক), কার্নাকের মেগালিথ এবং মরবিহানের তীর (ফ্রান্স), বাভারিয়ার রাজা দ্বিতীয় লুডভিগের প্রাসাদ : নিউশওয়ানস্টাইন, লিন্ডারহফ, শাচেন এবং হেরেনচিমসি (জার্মানি), মিনোয়ান প্রাসাদ কেন্দ্র (গ্রিস), মারাঠা সামরিক ল্যান্ডস্কেপ (ভারত), খোররামাবাদের প্রাগৈতিহাসিক উপত্যকা (ইরান), সার্ডিনিয়ার প্রাগৈতিহাসিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঐতিহ্য- ডেমাস ডি জনাস (ইতালি), পোর্ট রয়েলের প্রত্নতাত্ত্বিক সমাহার (জ্যামাইকা), বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মালয়েশিয়া বন উদ্যান সেলাঙ্গর (মালয়েশিয়া), উইক্সারিকা রুট (মেক্সিকো), ঔপনিবেশিক ট্রানজিস্টমিয়ান রুট (পানামা), বাঙ্গুচিয়ন স্রোতের ধারে পেট্রোগ্লিফ (দক্ষিণ কোরিয়া), শুলগান-তাশ গুহার শিলা চিত্র (রাশিয়ান), প্রাচীন খুত্তালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান (তাজিকিস্তান), সার্ডিস এবং বিন টেপের লিডিয়ান তুমুলি (তুরস্ক), ফায়া প্যালিওল্যান্ডস্কেপ (সংযুক্ত আরব আমিরাত), ইয়েন তু-ভিনহ এনঘিয়েম-কন সন, স্মৃতিস্তম্ভ এবং কিপ বাক কমপ্লেক্স (ভিয়েতনাম)। মান্দারা পর্বতমালার দি-গিদ-বি সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য (ক্যামেরুন), বিজাগোস দ্বীপপুঞ্জের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, ওমাতি মিনহো (গিনি-বিসাউ), মাউন্ট মুলানজে সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ (মালাউই) ও গোলা-তিওয়াই কমপ্লেক্স (সিয়েরা লিওন)।

- মোট বিশ্ব ঐতিহ্য : ১,২৪৮ > সাংস্কৃতিক ৯৭২টি > প্রাকৃতিক ২৩৫টি > মিশ্র ৪১টি।
- বিশ্ব ঐতিহ্য অবস্থিত ১৭০টি দেশে।
- একাধিক দেশে অবস্থিত বিশ্ব ঐতিহ্য : ৫২টি।
- সর্বাধিক বিশ্ব ঐতিহ্য রয়েছে : ইতালি (৬১টি)।

তিউনিসিয়ার অফিসিয়াল ভাষা আরবি

Follow our FB Page — " JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

আবিষ্কার-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

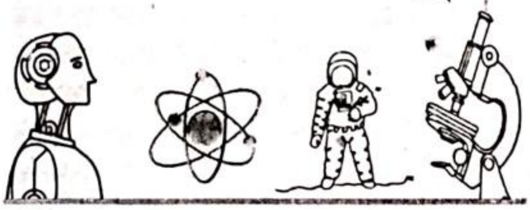

গমের নতুন জাত

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গাকৃবি) কৃষিতত্ত্ব বিভাগ উচ্চ লবণাক্ততা সহনশীলতার দিক থেকে দেশের প্রথম গমের জাত 'জিএইউ গম ১' উদ্ভাবন করে। কৃষিতত্ত্ব বিভাগের কৃষি বিজ্ঞানী ড. এম ময়নুল হক ও ড. মো. মসিউল ইসলামের নেতৃত্বে গবেষণায় এই সফলতা আসে। জাতীয় বীজ বোর্ড ১৭ জুন ২০২৫ গমের এই নতুন জাতের ছাড়পত্র দেয়। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট উদ্ভাবিত জাতের সংখ্যা ৯১টিতে পৌঁছায়। আমন মৌসুমে ধান কাটার পর এই গমের বীজ বপন করলে ৯৫-১০০ দিনে উৎপাদন পাওয়া যায়। উৎকৃষ্টমানের এ জাতের ফলন হেক্টর প্রতি স্বাভাবিক মাটিতে ৪.৫ টন এবং লবণাক্ত মাটিতে ৩.৭৫ টন ফলন পাওয়া সম্ভব।

দেশে নতুন বাদুড়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ আজিজ বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নতুন এক বাদুড়ের সন্ধান পান। এই বাদুড়ের ইংরেজি নাম মাউস-ইয়ারড ব্যাট; লাতিন নাম মায়োটিস অ্যানেক্টান্স। বাংলায় বলা যায় ইঁদুরকানী বাদুড়। এর কানের গঠন অনেকটা ইঁদুরের কানের মতো তাই এমন নাম দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১২ প্রজাতির ইঁদুরকানী বাদুড়ের দেখা মেলে। উল্লেখ্য, বাদুড় পৃথিবীর একমাত্র উড়ন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীতে প্রায় ১৪০০ প্রজাতির বাদুড় রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাদুড় রয়েছে ১৫০ প্রজাতির, সেখানে বাংলাদেশে পাওয়া যায় মাত্র ৩৫টি। নতুন এই বাদুড়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাদুড়ের সংখ্যা আরও একটি বাড়ল।

শ্রীলংকায় স্টারলিংক

২ জুলাই ২০২৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ইলন মাস্ক দক্ষিণ এশিয়ার চতুর্থ দেশ হিসেবে শ্রীলংকায় তার স্পেসএক্স পরিচালিত স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা স্টারলিংক চালুর ঘোষণা দেন। এর আগে মালদ্বীপ, ভুটান ও বাংলাদেশে চালু হয় এই সেবা। ১২ আগস্ট ২০২৪ থেকে স্টারলিংককে পাঁচ বছরের জন্য ইন্টারনেট সেবা চালুর অনুমোদন দেয় শ্রীলংকা।

স্টারলিংকের রেসিডেনশিয়াল সংযোগের মাসিক মূল্য ১২,০০০-১৫,০০০ শ্রীলংকান রুপি এবং পোর্টেবল 'রোম' প্ল্যানের জন্য ১৫,০০০-৩০,১০০ শ্রীলংকান রুপি। এককালীন হার্ডওয়্যার খরচ ৬০,২০০-১,১৮,০০০ শ্রীলংকান রুপি।

দেশ	চালু
মালদ্বীপ	১০ নভেম্বর ২০২৩
ভুটান	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বাংলাদেশ	২০ মে ২০২৫

ধান চাষে কল সেন্টার

২৫ জুন ২০২৫ ধান উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনা কিংবা সেচ সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ দিতে কল সেন্টার চালু করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। কৃষকেরা (০৯৬৪৪৩০০৩০০) নম্বরে ফোন করে এখন যেকোনো ধরনের সমস্যা, প্রশ্ন বা পরামর্শের জন্য সহজেই বিনামূল্যে ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, ১৯৭০ থেকে এ পর্যন্ত ব্রি ১২১টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে ৮টি হাইব্রিড।

কক্ষপথে রুশ অস্ত্রবাহী স্যাটেলাইট

সম্প্রতি রাশিয়ার 'মাত্রিওশকা স্যাটেলাইট' কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বজুড়ে বেড়েছে উদ্বেগ। 'মাত্রিওশকা স্যাটেলাইট' বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের রাশিয়ান সামরিক উপগ্রহ ব্যবস্থা, যেখানে একটি বড় উপগ্রহের (মাতৃস্যাটেলাইট) ভেতর থেকে আরও ছোট একটি উপগ্রহ ছাড়া হয়। 'সাব-স্যাটেলাইট' গুলো শুধু নজরদারির জন্য নয়, সেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে অ্যান্টি-স্যাটেলাইট (ASAT) অস্ত্র। ২০২২ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় ইউএসএ-৩২৬ নামের একটি মার্কিন গুপ্তচর স্যাটেলাইট। এই স্যাটেলাইটটির পেছনেই গত তিন বছর ধরে নীরবে ছায়ার মতো লেগে ছিল রাশিয়ার 'কসমস-২৫৫৮', যেটি ২৮ জুন ২০২৫ হঠাৎ করেই কক্ষপথে 'অবজেক্ট-সি' নামক একটি রহস্যজনক বস্তু নির্গত করে।

শিশুদের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রথম ওষুধ

৮ জুলাই ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের ওষুধ কোম্পানি নোভার্টিসের তৈরি নতুন একটি ওষুধকে প্রথমবারের মতো শিশুদের ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য হিসেবে দেশটির কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়। ওষুধটির নাম কোয়ারটেম বেবি অথবা রিয়ামেট বেবি। ওষুধটি তৈরিতে নোভার্টিসকে সহযোগিতা করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা মেডিসিনস ফর ম্যালেরিয়া ভেনচার (MMV)। এমএমভি প্রাথমিকভাবে অর্থায়ন পায় ব্রিটিশ, সুইস ও ডাচ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। ওষুধটি পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয় আফ্রিকার আটটি দেশে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বে ম্যালেরিয়ায় ৫,৯৭,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়।

তিউনিসিয়ার মুদ্রা দিনার

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

নীলনদে মেগা বাঁধ

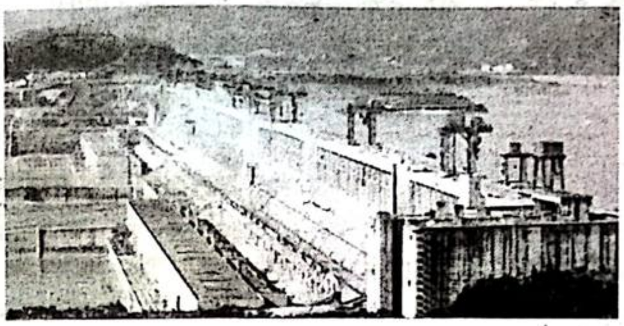

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নীলনদে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে। ৩ জুলাই ২০২৫ ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলী দেশটির পার্লামেন্টে এই তথ্য জানান।

মেগা বাঁধ

ইথিওপিয়ার উত্তর-পশ্চিমে নীলনদের ওপর ২ এপ্রিল ২০১১ বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বাঁধটির নাম দেওয়া হয় 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ' (Grand Ethiopian Renaissance Dam-GERD)। এই বাঁধ নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। একে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঁধটি প্রায় এক কিমি প্রশস্ত। উচ্চতা ৪৭৫ ফুট। বাঁধটির সর্বোচ্চ পানি ধারণক্ষমতা ৭,৪০০ কোটি কিউবিক মিটার। বাঁধটি সম্পূর্ণ নির্মাণ হলে এর উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৫.১৫ গিগাওয়াট। ২১ জুলাই ২০২০ বাঁধের জলাধারটিতে জল ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাঁধটি প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন শুরু করে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ জালিব্যবস্থাতে ৩৭৫ মেগাওয়াট হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ইথিওপিয়ায় বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সক্ষমতা তার দ্বিগুণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এই বাঁধ থেকে।

নির্মাণের উদ্দেশ্য

আফ্রিকার দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ দেশ ইথিওপিয়া। পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১৩.৫৫ কোটি। দেশটির অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী এখনো বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে বাস করে। বাঁধটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ইথিওপিয়াতে বিদ্যুৎশক্তির তীব্র ঘাটতি লাঘব করা ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিদ্যুৎশক্তি রপ্তানি করা। এ বাঁধের মাধ্যমে ৫,১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। বাঁধটি তৈরিতে বাইরের অর্থায়ন নেওয়া হয়নি। সরকারি বন্ড এবং প্রাইভেট ফান্ড থেকে বাঁধটি তৈরি করা হয়।

বাঁধ নিয়ে বিতর্ক

নীলনদ হলো আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী। নীলনদের ভাটির দুই দেশ মিসর ও সুদান শুরু থেকে এই বাঁধ নির্মাণের আপত্তি ও সমালোচনা করে আসছে। মিসরের দাবি, বাঁধের কারণে পানির প্রবাহ কমলে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ নীলনদের পানি প্রবাহের পুরো নিয়ন্ত্রণ তখন চলে যাবে ইথিওপিয়ার হাতে। শুধু মিসর নয়, নীলনদের ভাটিতে আরেকটি দেশ সুদানও এই প্রকল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারাও পানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। ৭ মে ১৯২৯ স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (পরবর্তী সময়ে ১৯৫৯ সালের আরেকটি চুক্তিতে) মিসর এবং সুদানকে নীলনদের পানির প্রায় সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক আমলের সেসব নথিপত্রে নীলনদের উজানে যে প্রকল্প পানি প্রবাহে প্রভাব ফেলতে পারে, সেখানে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো নথিপত্রেই চুক্তির বাইরে থাকা দেশগুলোকে অংশ করা হয়নি, যার মধ্যে রয়েছে ইথিওপিয়াও।

নাইল বেসিন ইনিশিয়েটিভ

নাইল বেসিন ইনিশিয়েটিভ (NBI) হলো নাইল অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে একটি অংশীদারত্বমূলক উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রচেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। শুরু থেকেই এই উদ্যোগটি বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সমর্থন পেয়ে আসছে।

নীলনদ

বিশ্বের দীর্ঘতম নদী নীলনদ (Blue Nile)। এর দৈর্ঘ্য ৬,৬৫০ কিমি (৪,১৩০ মাইল)। 'নীল' শব্দটি সেমেটিক শব্দ 'নাহাল' থেকে এসেছে যার অর্থ নদী। আবার অন্য ধারণা অনুযায়ী গ্রিক শব্দ 'নেলস' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'উপত্যকা'। আফ্রিকা মহাদেশে নীলনদের আশীর্বাদপুষ্ট দেশ ১১টি– মিসর, সুদান, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, উগান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, তানজানিয়া, রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি। দীর্ঘ এই নদীর শ্বেত নীলনদ ও নীলাভ নীলনদ নামে দুটি উপনদী রয়েছে। শ্বেত নীলনদ (White Nile) আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল এবং নীলাভ নীলনদ (Blue Nile) ইথিওপিয়ার তানা হ্রদের সঙ্গে সংযুক্ত। দুটি উপনদী সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিকটে মিলিত হয়েছে।

মিসর নীলনদের দান

খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে নীলনদের অববাহিকায় গড়ে উঠে সবচেয়ে বড় মিসরীয় সভ্যতা। মিসরের সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকেই নীলের উপর নির্ভরশীল। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের মতে, 'মিসর নীলনদের দান'। মিসরের রাজধানী কায়রো নীলনদের তীরে অবস্থিত। নীলনদ মিসরের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। নীলনদ আমিষের অফুরান ভাণ্ডার। প্রধান প্রধান শস্যের মধ্যে চাষাবাদ হতো যব, রুটির জন্য গম এবং বিয়ারের জন্য বার্লি। কাপড় ও দড়ি তৈরির উপকরণ হিসেবে চাষাবাদ হতো এক জাতীয় শনগাছ। এই শনজাতীয় উদ্ভিদ থেকে পৃথিবীর প্রথম কাগজ তৈরি করা হয়, যার নাম প্যাপিরাস।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ট্রাম্পের Big Beautiful Bill

৪ জুলাই ২০২৫ হোয়াইট হাউসে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুল আলোচিত নতুন কর ও ব্যয় বিলে (One Big Beautiful Bill) স্বাক্ষর করেন। এর মধ্য দিয়ে তার বহুল প্রতীক্ষিত বিলটি আইনে পরিণত হয়।

কংগ্রেসে বিল পাস

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট মার্কিন আইনসভার নাম কংগ্রেস। নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (প্রতিনিধি পরিষদ) এবং উচ্চকক্ষ সিনেট। ৩ জুলাই ২০২৫ নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮-২১৪ ভোটের ব্যবধানে বিলটি পাস হয়। পরে এতে স্বাক্ষর করেন স্পিকার মাইক জনসন। এর আগে ১ জুলাই ২০২৫ বিলটি উচ্চকক্ষ সিনেটেও মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে পাস হয়। বিলটির পক্ষে-বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়ায় রিপাবলিকান সিনেটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স টাইব্রেকিং ভোট দেন।

বিলের উল্লেখযোগ্য দিক

■ স্থায়ী কর ছাড়

প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প ২০১৭ সালে Tax Cuts and Jobs Act নামের একটি আইন পাস করেন। এটি কর হ্রাস করে ও করদাতাদের জন্য আয়কর থেকে ছাড় (Standard deduction) বাড়ায়। এই সুবিধা চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের পর বাতিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন বিল এটিকে স্থায়ী করে। এছাড়া ২০২৮ সাল পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আরও বাড়ানো হয়।

■ ওভারটাইম ও টিপসের ওপর কর ছাড়

ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এবার টিপস ও ওভারটাইম আয়ের ওপর করছাড় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি গাড়ি ক্রয়ের জন্য নেওয়া ঋণের সুদও কর থেকে ছাড় পাবে। ৬৫ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য অতিরিক্ত ৬,০০০ ডলার কর ছাড় রাখা হয়।

■ অভিবাসী বহিষ্কারে বরাদ্দ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেওয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে Immigration and Customs Enforcement (ICE) সংস্থাকে ৪৫ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হয় বন্দিশিবির পরিচালনার জন্য। এসব অভিবাসীদের বহিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনায় আরও ১৪ বিলিয়ন ডলার ও ২০২৯ সালের মধ্যে নতুন ১০,০০০ এজেন্ট নিয়োগে কয়েক বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়া মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর নতুন প্রতিরক্ষা কাঠামো তৈরিতে ৫০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়।

■ মেডিকেইড ও খাদ্য সহায়তা কমছে

নতুন বিলের ব্যয় কমাতে রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেটে অর্থ বরাদ্দ কমান। এই দুটি কর্মসূচি হলো ১৯৬৫ সালের Medicaid (দরিদ্র ও প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা) ও ১৯৩৯ সালের Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি)। দুটি ক্ষেত্রেই বাজেট কমানোর পাশাপাশি নতুন কাজের শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়।

■ সবুজ জ্বালানির কর সুবিধা বাতিল

জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকার সময় পরিবেশবান্ধব যানবাহন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে যে কর-সুবিধা চালু হয়, ট্রাম্পের নতুন বিলে তার অনেকটাই তুলে নেওয়া হয়। বাড়িঘরের উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব বা বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি কিনতে যে ভর্তুকি পাওয়া যেত, তা-ও বাদ দেওয়া হয়।

■ অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর ছাড়

State and Local Tax Deduction (SALT) –এ কর ছাড় কতটা দেওয়া হবে, তা বিলের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। অনেক মার্কিনিকে ফেডারেল ট্যাক্সের পাশাপাশি নিজ নিজ অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় ট্যাক্সও দিতে হয়। সিনেটের পদক্ষেপ অনুযায়ী, ২০২৮ সাল পর্যন্ত কর ছাড়ের সর্বোচ্চ সীমা ৪০,০০০ ডলার থাকবে।

■ ঋণ সীমা বাড়ছে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের সীমা বা 'ডেট লিমিট' পাঁচ ট্রিলিয়ন (পাঁচ লাখ কোটি) ডলার বাড়ানো হয়। সরকার আগস্টের মধ্যেই বর্তমান ঋণ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং সময়মতো পদক্ষেপ না নিলে যুক্তরাষ্ট্র ঋণ খেলাপিতে পড়বে।

■ ধনীদের লাভ, গরিবের ক্ষতি

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ল্যাবের তথ্য অনুযায়ী, বিলটি ধনিক শ্রেণিকে তুলনামূলক বেশি সুবিধা দিচ্ছে। নিম্ন আয়ের শ্রেণির করদাতাদের গড় আয় ২.৫% কমবে। অন্যদিকে উচ্চ আয়ের মানুষের আয় ২.৪% বাড়বে।

তিউনিসিয়ার জাতীয় বিমান সংস্থার নাম তিউনিস এয়ার

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বৈশ্বিক সহায়তা সংস্থা

বিশ্বায়নের এই যুগে ১ জুলাই ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা USAID আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হয়। এ উপলক্ষে USAID ও বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সরকারি সাহায্য সংস্থা নিয়ে আয়োজন

মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা USAID বিলুপ্ত

United States Agency for International Development (USAID) যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফা দায়িত্ব গ্রহণের পরই USAID বন্ধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ USAID-কে পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এবং ২৮ মার্চ ২০২৫ এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে আনুষ্ঠানিক একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই ফলশ্রুতিতে ১ জুলাই ২০২৫ USAID-এর ৬৪ বছরের দীর্ঘ পথচলা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, বিশ্বে মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের ৪০%-এর বেশি পরিচালিত হতো USAID'র মাধ্যমে।

- প্রতিষ্ঠা : ৩ নভেম্বর ১৯৬১
- পূর্ণরূপ : United States Agency For International Development
- পূর্ববর্তী নাম : International Cooperation Administration
- সদর দপ্তর : Washington D.C., USA
- প্রতিষ্ঠাতা : জন এফ কেনেডি

JICA

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA) হলো একটি সরকারি সংস্থা যেটি জাপান সরকারের হয়ে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের আগস্টে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর ২০০৮ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) আনুষ্ঠানিকভাবে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের (JBIC) বিদেশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিভাগের সঙ্গে একীভূত হয়।

MCC

মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন (MCC) ২০০৪ সালে মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা। এটি পররাষ্ট্র দপ্তর এবং USAID থেকে পৃথক একটি স্বাধীন সংস্থা। যেসব দেশ জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সুশাসন এবং জনকল্যাণে বিনিয়োগ করে, সেসব দেশে অর্থসহায়তা দিয়ে থাকে MCC। এটির প্রথম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) ছিলেন পল ভি. অ্যাপল গার্থ। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি।

CIDCA

চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (CIDCA) হলো চীনের বৈদেশিক সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। এটি চীন সরকারের স্টেট কাউন্সিলের সাথে যুক্ত। এর সদর দপ্তর বেইজিংয়ের ডংচেং। ১৮ এপ্রিল ২০১৮ CIDCA আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে চীন ডিজিটাল কানেক্টিভিটি উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প চালু করে।

CIDA

কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CIDA) একটি ফেডারেল সংস্থা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশি সাহায্য কর্মসূচি পরিচালনা করে। ১৯৬৮ সালে লেস্টার বি. পিয়ারসনের নেতৃত্বে কানাডিয়ান সরকার CIDA গঠন করে। এর কার্যনির্বাহী ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নকে সমর্থন করা যাতে দারিদ্র্য হ্রাস করা যায়। CIDA সদর দপ্তর কুইবেকের গ্যাটিনিউতে অবস্থিত।

ITEC

ভারতীয় কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচি (ITEC) একটি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা প্রদানের প্ল্যাটফর্ম। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ITEC আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কৌশল কাঠামোর আওতায়, আইটেক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা হয়। এর সদর দপ্তর নয়াদিল্লি।

আরও কিছু সংস্থা

নাম	প্রতিষ্ঠা	দেশ	সদর দপ্তর
French Development Agency (AFD)	১৯৪১	ফ্রান্স	প্যারিস
Danish International Development Agency (DANIDA)	১৯৬২	ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন
Department for International Development (DFID)	১৯৯৭	যুক্তরাজ্য	লন্ডন
Rossoturdnichestvo	২০০৮	রাশিয়া	মস্কো

তিউনিসিয়ার সরকার প্রেসিডেন্ট শাসিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

এইচ.এস.সি পরীক্ষার পর ক্যারিয়ার গড়ুন নার্সিংয়ে...

নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় প্রথম সহ মেধা তালিকায় ১০০ জনে ৯৪ জনের অবিশ্বাস্য সাফল্য।
দেশব্যাপি সর্বমোট ২৭৮৯+ জনের সাফল্য।

সফলের ১৩তম বছরে

গার্ডিয়ান নার্সিং ভর্তি কোচিং

মোসাঃ আখি আক্তার
ঢাকা নার্সিং কলেজ
গার্ডিয়ান রোল:০০৯০৮

নাসরিন জাহান নেতি
ঢাকা নার্সিং কলেজ
গার্ডিয়ান রোল:০৮৭০১

সুমাইয়া আক্তার
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
গার্ডিয়ান রোল:০০৮৩৩

আফসিনা আক্তার আরবি
ঢাকা নার্সিং কলেজ
গার্ডিয়ান রোল:০৩১৯০

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে।

ডিপ্লোমা ইন নার্সিং
বিএসসি ইন নার্সিং

২০% ছাড়ে অনলাইন এবং অফলাইন ব্যাচে ভর্তি চলছে

হেড অফিস

আর এইচ হোম সেন্টার (নিচতলা), ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন : ০১৭১৭-৮৬৭৩৭৩, ০১৭২২-১৭৭০৭১

মিরপুর-১০
০১৩২২-৬২২০০২

বরিশাল ০১৮৮৭২৫২৭৯৬	মালিবাগ মৌচাক ০১৬১৫৩৩৩৩০৫	ময়মনসিংহ ০১৭০৯-০৩৭০৪২	রংপুর ০১৩৩২১১২১৫১	রাজশাহী ০১৭১৭৫২৬৭১১
পটুয়াখালী ০১৭১৭০৭৭৭০৩	নিলক্ষেত, ঢাকা ০১৭২২১৭৭০৭১	জামালপুর ০১৭১৮৫২৩৯১৬	গাইবান্ধা ০১৮৩৪৩৩১০৯৬	পাবনা ০১৭৫৯-৪১২৯২৭
সিলেট ০১৭৪৬৯৫০৯১১	উত্তরা ০১৬১৫-৩৩৩৩০১	শেরপুর ০১৬১৫৩৩৩৩০৪	ফুলবাড়ি, দিনাজপুর ০১৭১৯৪৫৪৬৬৮	কুড়িগ্রাম ০১৯০৮১৬১৮৮৭
কক্সবাজার ০১৮৩৯৬৫৬৬৯২	নরসিংদী ০১৭৯৮৫৬০৭৯০	গাজীপুর ০১৬১৫-৫৯২০২২	টাঙ্গাইল ০১৭১১-২৮১৭৪১	সিরাজগঞ্জ ০১৭৪৫২১০৭১২
কুমিল্লা ০১৬৪৭৩৮৬১৮৬	নেত্রকোনা ০১৭১৮১৪৫৬২৯	কাপাসিয়া ০১৭৩৬৩০৮৪৩১	ফরিদপুর ০১৮৫৮১৭৪৫৮৮	রাজবাড়ী ০১৬১৫৩৩৩৩০৮

"ছেলে-মেয়েদের জন্য রয়েছে উন্নতমানের আবাসিক সুবিধা"

ভর্তি হলেই গাইড ও লেকচার শীট ফ্রি
ক্লাস শুরু ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ইং

দেশব্যাপি সকল জেলায় পাওয়া যাচ্ছে। বইটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুনঃ ০১৩২২-৬২২০০১

গার্ডিয়ান নার্সিং ও মিডওয়াইফারি নিয়োগ কোচিং। সরকারি নার্স নিয়োগ প্রস্তুতির শ্রেষ্ঠ কোচিং।

তিউনিসিয়ার আইনসভার নাম পার্লামেন্ট

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

৩১ আগস্ট ২০২৫ পূর্ণ হবে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর
দু'দেশের নানা সম্পর্কের এই আয়োজন

প্রাচীনকালে ঐতিহ্যের বন্ধন

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকে। সেই সময় চীনের হান রাজবংশ পশ্চিমে যে পথটি ব্যবহার করত তার নাম 'সিল্ক রোড' বা 'রেশম পথ'। একসময় এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থলপথে পরিণত হয়। এই পথটি চীনের সিনজিয়াং হয়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশে (মহাচিয়ালা) পৌঁছে। একটি পূর্ব সিল্ক রোডও ছিল, যার উৎপত্তি হয় দক্ষিণ চীনের কুনমিং থেকে এবং এটি মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

বাংলায় আগমনকারী চীনের পরিব্রাজক

নাম	সময়কাল	বাংলার শাসক
ফা-হিয়েন	৪১১ সাল	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	৬৩৮ সাল	হর্ষবর্ধন
ইৎ সিং (ই-চিং)	৬৭২ সাল	–
মা-হুয়ান	১৪০৬ সাল	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বন্ধুত্বের পথ

১৯৪৯ সালের চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক এক নতুন রূপ নেয়। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে তখনকার চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৫৭ সালে আবদুল হামিদ খান ভাসানী চীন সফর করেন। পরবর্তীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৭ সালে চীন সফর করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সম্পর্কের দোলাচল

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের ছন্দপতন ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দক্ষিণ এশিয়ায় জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীন পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ৮ আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠালে ২৫ আগস্ট চীন ওই প্রস্তাবে ভেটো দেয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৭৪ পাকিস্তান-বাংলাদেশ-ভারত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হলে চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে নরমপন্থা অবলম্বন করে। ১০ জুন ১৯৭৪ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। অতঃপর ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অবশেষে স্বীকৃতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক

সময়ের পরিক্রমায় ও তৎকালীন ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জোর কূটনৈতিক তৎপরতায় ৩১ আগস্ট ১৯৭৫ চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর ৪ অক্টোবর ১৯৭৫ বাংলাদেশের সাথে চীনের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পর উভয় দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের দ্বিপক্ষীয় সফর শুরু হয় ২-৬ জানুয়ারি ১৯৭৭ তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের চীন সফরের মধ্য দিয়ে।

রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান পর্যায়ের প্রথম ও সর্বশেষ দ্বি-পাক্ষিক সফর

সফর	চীন		বাংলাদেশ	
	নাম	সময়কাল	নাম	সময়কাল
		প্রেসিডেন্ট		
প্রথম	লি জিয়াননিয়ান	৮-১১ মার্চ ১৯৮৬	জিয়াউর রহমান	২১-২৪ জুলাই ১৯৮০
সর্বশেষ	সি চিন পিং	১৪-১৫ অক্টোবর ২০১৬	আব্দুল হামিদ	৭-১১ নভেম্বর ২০১৪
		প্রধানমন্ত্রী		
প্রথম	ঝাও জিয়াং	৮-৯ জুন ১৯৮১	খালেদা জিয়া	১০-১৪ জুন ১৯৯১
সর্বশেষ	ওয়েন জিয়াবাও	৭-৮ এপ্রিল ২০০৫	শেখ হাসিনা	৮-১০ জুলাই ২০২৪

* এছাড়া ২৬-২৯ মার্চ ২০২৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস চীন সফর করেন।

 তিউনিসিয়ার আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ

১২ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযোজিত হয় দুটি আধুনিক সাবমেরিন— 'বানৌজা নবযাত্রা' ও 'বানৌজা জয়যাত্রা'। এর মধ্য দিয়ে সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকার নৌবাহিনীর জন্য দুটি সাবমেরিন ক্রয় করার লক্ষ্যে চীনের সাথে একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী চীন দুটি 'টাইপ-০৩৫জি' সাবমেরিন বাংলাদেশকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৬ চীন সাবমেরিন দুটি বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে।

এক চীন নীতিতে বিশ্বাসী

১৯৭৫ সালে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় থেকেই 'এক চীন নীতি' অনুসরণ করে আসছে বাংলাদেশ। 'এক চীন নীতি' (One China Policy) হলো চীনের এমন একটি নীতি, যেখানে বলা হয় পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটিই চীন আছে এবং তাইওয়ান গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সরকারকেই সমগ্র চীনের একমাত্র বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এই নীতি।

স্কলারশিপ

চীন প্রতিবছর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার স্কলারশিপ প্রদান করে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ হলো চাইনিজ [illegible]ট স্কলারশিপ (CSC Scholarship)। [illegible] অন্যান্য সংস্থা নিজস্ব স্কলারশিপ [illegible]থাকে। যেমন— সিল্ক রোড স্কলারশিপ, [illegible] রোড স্কলারশিপ, কনফুসিয়াস [illegible]স্টিটিউট স্কলারশিপ ইত্যাদি।

কূটনৈতিক মিশন

কার্যক্রম	চালু
বাংলাদেশ	
দূতাবাস, বেইজিং	২৩ নভেম্বর ১৯৭৬
সংযুক্ত কনস্যুলেট জেনারেল, হংকং	২০ ডিসেম্বর ১৯৭৬
সংযুক্ত কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং	১২ মে ২০১৩
চীন	
দূতাবাস, ঢাকা	১ জানুয়ারি ১৯৭৬

অবকাঠামো নির্মাণ

চীনের অর্থায়নে বাংলাদেশে অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র (BCFCC), শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ❚ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ ❚ বাংলাদেশের প্রথম টানেল 'কর্ণফুলী টানেল', চট্টগ্রাম ❚ শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (SFCL), ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ❚ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্র (BCFEC), পূর্বাচল, ঢাকা ❚ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ❚ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ❚ পটুয়াখালী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ❚ বাংলাদেশের বৃহত্তম স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট 'দাশেরকান্দি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট', খিলগাঁও, ঢাকা ❚ ঢাকার পোস্তগোলায় 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-১'সহ সারা দেশে মোট ৮টি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু রয়েছে।

BRI উদ্যোগে বাংলাদেশ

Belt and Road Initiative (BRI) চীনের একটি বিশাল উন্নয়ন কৌশল এবং কাঠামো, যা এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতাকে ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে চালু করা প্রকল্প। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সি চিন পিং Silk Road Economic Belt-এর ধারণা দেন। ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং-এর ঢাকা সফরের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ BRI উদ্যোগে যোগ দেয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চীন দুটি 'ইকোনমিক করিডর' তৈরি করছে। একটি কুনমিং থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়ক ও রেলপথ। আর দ্বিতীয়টি-চীনের জিনজিয়াং থেকে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের সমুদ্রবন্দর গাওদার পর্যন্ত রেল ও সড়কপথ।

বিশেষ তথ্য

- বাংলাদেশ সর্বাধিক আমদানি করে চীন থেকে।
- চীনে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক।
- চীন বাংলাদেশকে ৯৮% পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে কার্যকর।
- ২০২৮ সাল পর্যন্ত চীনে বাংলাদেশি পণ্য শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।
- চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল CEIZ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- বর্ষ ▷ ২০০৫ সাল : Bangladesh China Friendship Year • ২০১৭ সাল : বন্ধুত্ব বিনিময় বছর।
- বাংলাদেশ সর্বাধিক অস্ত্র ক্রয় করে চীন থেকে।
- ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ৪ মে ২০২৫ চীনে চিকিৎসা গ্রহণে ইচ্ছুক বাংলাদেশিদের জন্য 'গ্রিন চ্যানেল' ভিসা চালু করে।
- ২৯ মার্চ ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।
- বাংলাদেশের অতীশ দীপঙ্কর ১০৫৪ সালে তিব্বতে মারা যান। ১৯৭৮ সালে চীন তার দেহভস্ম ফিরিয়ে দেয়।

তিউনিসিয়ার নিম্নকক্ষের নাম Assembly of the Representatives of the People

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

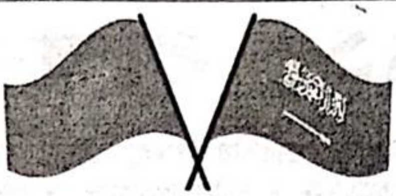

সৌদি আরব-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯১.১% মুসলিম। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরবের মানুষ ইসলাম ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০২৫ সালের আগস্টে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই আয়োজন

সম্পর্কের বাতায়ন

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এই রাষ্ট্রটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় গড়ে উঠে সৌদি আরবের শখ্যতা। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে হজকে কেন্দ্র করে প্রথমবার কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ জেদ্দা সফরকালে সৌদি আরব বাংলাদেশের বন্যা দুর্গতদের জন্য ১ কোটি ডলার সাহায্য ঘোষণা করলে ওই সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়।

স্বীকৃতি ও কূটনৈতিক মিশন

১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সৌদি আরব বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় এবং বাংলাদেশের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সৌদি আরবের সাথে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে ৮ জানুয়ারি ১৯৭৬ বাংলাদেশ সৌদি আরবে মিশন চালু করে।

শ্রমশক্তি ও রেমিট্যান্স

১৭ এপ্রিল ১৯৭৬ বাংলাদেশ থেকে ২১৭ জন শ্রমিক প্রেরণের মাধ্যমে সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানির যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক প্রেরণকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৬৪,০৭,১৯৮ জন জনশক্তি সৌদি আরবে রপ্তানি করে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ সৌদি আরব এবং রেমিট্যান্স গ্রহণে সৌদি আরব তৃতীয়।

জনশক্তি ও রেমিট্যান্সে সৌদি আরব (২০২০-২০২৪)

সাল	রপ্তানি (জন)	অর্থবছর	রেমিট্যান্স গ্রহণ মিলিয়ন মা.ড.	বৈশ্বিক রেমিট্যান্স মিলিয়ন মা.ড.
২০২০	১৬১৭২৬	২০১৯-২০	৪০১৫.২	২১৭৫২.২৭
২০২১	৪৫৭২২৭	২০২০-২১	৫৭২১.৪	২২০৭০.৮৭
২০২২	৬১২৪১৮	২০২১-২২	৪৫৪২.০	২১২৮৫.২১
২০২৩	৪৯৭৬৭৪	২০২২-২৩	৩৭৬৫.৩	২১৯৪২.৭৬
২০২৪	৬২৮৫৬৪	২০২৩-২৪	২৭৪১.৫	২৬৮৯০.০৮

বাংলাদেশিদের হজ যাত্রা

১৯৭১ সালে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বাংলাদেশি পরিচয়ে হজ পালন সম্ভব ছিল না। ফলে স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশিদের ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে হজে যেতে হতো। ভারতীয় 'মুহাম্মদী' জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে হজযাত্রীদের পরিবহন করা হয়। ১৯৭৭ সালে কম খরচে হজ পালনের জন্য 'হিজবুল বাহার' জাহাজ ক্রয় করা হয় এবং বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানো হয়। ১৯৮৫ সালের পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে হজ মৌসুমে বাংলাদেশ সৌদি আরব থেকে ১,২৭,১৯৮ জন হজের অনুমতি পায়।

জিয়া ট্রি

২৬ জুলাই ১৯৭৭ সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশা খালিদ বিন আবদুল আজিজের আমন্ত্রণে সৌদি আরব যান বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সফরে সৌদি বাদশার জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যান ঔষধি গুণসম্পন্ন নিম গাছের চারা। ১৯৮৩-৮৪ সালে সৌদি সরকার আরাফাত ময়দানে ব্যাপকভাবে নিমের চারা রোপণ করে। এই রোপনকৃত নিমের চারাকে জিয়া ট্রি বলা হয়।

বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ

৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সৌদি আরবের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল অপারেটর RSGT ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই কনটেইনার টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব পায় সৌদি আরব-ভিত্তিক বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল (RSGT)।

তথ্য সমাচার

- সৌদি আরবে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত : হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (১০ জুন ১৯৭৬-১৭ অক্টোবর ১৯৮১)।
- বাংলাদেশে প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত : শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খাতিব।
- 'বাংলাদেশ ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স মেডেল' লাভ করেন : সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলান (২৮ জানুয়ারি ২০২৫)।

Assembly of the Representatives of the People-এর আসন সংখ্যা ১৬১টি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বঙ্গভঙ্গের ১২০ বছর

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বঙ্গভঙ্গ। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলের অন্যতম ঐতিহাসিক বড় ঘটনা বঙ্গভঙ্গ। ৭ আগস্ট ১৯০৫ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। ২০২৫ সালে বঙ্গবঙ্গ ঘোষণার ১২০ বছর পূর্ণ হবে।

পটভূমি : ১৭৬৫ সাল থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামসহ আরও অনেক অঞ্চল নিয়ে গঠিত বঙ্গপ্রদেশ ব্রিটিশ ভারতের একটি বৃহৎ প্রদেশ ছিল। ১৮৩৬ সালে বঙ্গপ্রদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল। প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। এছাড়া কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীও ছিল। প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ভৌগলিক ও অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে প্রদেশটির প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে এবং এটিকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ হওয়ায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। ১৯০১ সালে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার সম্বলপুরসহ উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেন। ফ্রেজার ২৮ মার্চ ১৯০৩ পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করলে গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন ১ জুন ১৯০৩ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভারতের শাসন-সীমানা' নির্দিষ্ট করে দেন। ১৯০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য রদবদল করে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে।

বঙ্গভঙ্গ : ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ প্রথম বিবেচনা করা হয়। সরকারের প্রস্তাবসমূহ ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। তবে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রবল গণ অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় জনমত নিরূপণের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণে তিনি নতুন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বেশি সুযোগ সুবিধা লাভের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এমতাবস্থায় কার্জন ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে পাঠান। ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯ জুলাই পরিকল্পনাটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এরপর সরকারিভাবে ৭ জুলাই ১৯০৫ জানানো হয়। পরবর্তীতে ৭ আগস্ট ১৯০৫ লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা দেন। ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

নতুন প্রদেশ 'পূর্ব বাংলা ও আসাম'

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে দুটি প্রদেশ হয়। পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সাথে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদাহ ও আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩.১০ কোটি। এর মধ্যে ১.৮০ কোটি ছিল মুসলমান ও ১.২০ কোটি হিন্দু। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা এবং অনুসঙ্গী সদর দপ্তর চট্টগ্রাম। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আরেকটি প্রদেশ হয়। এর নামকরণ করা হয় 'বাংলা প্রদেশ'। বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হয় কলকাতা। বঙ্গভঙ্গের ফলে যেসব জেলা ও বিভাগ নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলো পাশের ছকে দেখানো হলো—

বিভাগের নাম	অন্তর্ভুক্ত জেলা
ঢাকা	ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও কুমিল্লা
রাজশাহী	রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি
সুরমা উপত্যকা ও পার্বত্য বিভাগ	সিলেট, কাছাড়, লুসাই পার্বত্য জেলা, নাগা পার্বত্য জেলা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা ও গারো পার্বত্য জেলা
আসাম উপত্যকা	গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দাররাং, নওগাও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা
দেশীয় রাজ্য	পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুর

[সূত্র : Imperial Gazetteer of India : Provincial Series, Eastern Bangal and Assam, 1909]

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ

১০ ডিসেম্বর ১৯০৩ ভারতের এলাহাবাদের দি পাইওনিয়ার পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে দ্য বাঙ্গালী প্রথম প্রতিবাদমূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এরপর ইন্ডিয়া গেজেটে সম্পূর্ণ চিঠিটি প্রকাশিত হলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও স্টার থিয়েটারে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতির আশঙ্কা করে প্রস্তাবটি বিরোধিতা করে। ১৭ ও ১৮ জুলাই ১৯০৫ কলকাতার রিপন কলেজে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সিমলা থেকে ঘোষণা করা হয় ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবে। এ আন্দোলনের দিনগুলোতে রবীন্দ্রনাথ গিরিডিতে অবস্থান করছিলেন। গিরিডিও তৎকালীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ লাগে। গিরিডিতে বসে তিনি এক মাসে বাউল সুরে ২১টি স্বদেশী সংগীত লেখেন। এই গানগুলো খেয়া কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

বঙ্গভঙ্গ রদ (Annulment of Bengal Partition) 'স্বদেশী' ও 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অব্যাহত বিরোধিতার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ-এর (১৯০৫-১১) বিষয়ে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম অসন্তোষ প্রতীয়মান হয়। ১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের নতুন ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয়ে গোপন তৎপরতা শুরু করেন। ব্রিটেনের সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং ভারত সচিব লর্ড ক্রু প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ রদের পক্ষে মত দেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণি মেরী ভারত সফরে আসেন। তাদের সফর উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক ঐতিহাসিক দরবারের আয়োজন করা হয়। সেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ফলে কার্জনের বাংলা বিভক্তির ব্যবস্থা বাতিল হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমানের পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ পুনর্গঠন করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। ১ এপ্রিল ১৯১২ থেকে পূর্ববাংলা ও আসামের লেফটেনেন্ট গভর্নরের শাসন বাতিল করা হয়। এর মাধ্যমে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

১৯০৫ সালে আমার সোনার বাংলা গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত হয়। বাউল গায়ক গগন হরকরার গান আমি কোথায় পাব তারে থেকে এই গানের সুর ও সংগীত উদ্ধৃত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি ২৫ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতা টাউন হলের একটি প্রবন্ধ পাঠের আসরে প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়। ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এ গানটির প্রথম দশ চরণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়। তার এ গানটি বাউল নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যঘাত ঘটে। পরে এই অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবিকে সম্মান জানিয়ে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদনে সম্মতি দেন। ১৯১৭ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতের আইন সভা Imperial Legislative Council-এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করেন। পরে ২৩ মার্চ ১৯২০ এটি পাস হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯২০' নামে। ১৯২১ সালে পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

FACT FILE

- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম বিবেচনা করা হয় : ১৯০৩ সালে
- বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা সরকারিভাবে দেওয়া হয় : ৭ জুলাই ১৯০৫
- বিপ্লবী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন : ১৮ জুলাই ১৯০৫
- বঙ্গভঙ্গ কার্যকর : ১৬ অক্টোবর ১৯০৫
- বঙ্গভঙ্গ রদ : ১২ ডিসেম্বর ১৯১১
- আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি হয় : ১ এপ্রিল ১৯১২
- পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বর্তমান সীমানা : বাংলাদেশ, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা
- বঙ্গভঙ্গ হয় : লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় : লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়।

বঙ্গভঙ্গের সময় গভর্নর জেনারেল ও লেফটেনেন্ট গভর্নর

গভর্নর জেনারেল		লেফটেনেন্ট গভর্নর	
নাম	মেয়াদকাল	নাম	মেয়াদকাল
লর্ড কার্জন	৬ জানুয়ারি ১৮৯৯-১৮ নভেম্বর ১৯০৫	ব্যামফিল্ড ফুলার	১৬ অক্টোবর ১৯০৫-২০ আগস্ট ১৯০৬
লর্ড মিন্টো	১৮ নভেম্বর ১৯০৫-২৩ নভেম্বর ১৯১০	ল্যান্স লট হেয়ার	২০ আগস্ট ১৯০৬-আগস্ট ১৯১১
লর্ড হার্ডিঞ্জ	২৩ নভেম্বর ১৯১০-৪ এপ্রিল ১৯১৬	স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট বেইলি	২২ আগস্ট ১৯১১-৩১ মার্চ ১৯১২

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি

৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। ৫ জুন ২০২৪ হাইকোর্ট এ পরিপত্র বাতিল করে দেয়। ৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। সেই আন্দোলনের শেষ পরিণতি হয় ৫ আগস্ট সরকার পতনের মধ্য দিয়ে।

২০২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

৬ জুলাই ২০২৪ আন্দোলনকারীরা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ঘোষণা দেয়। ১৪ জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয়। ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। ১৭ জুলাই শিক্ষার্থীরা সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৮ জুলাই সারাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০ জুলাই দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়। ২১ জুলাই কোটা বিরোধী আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটা রাখার পক্ষে রায় দেয়। পরে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়। কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে সারা দেশে শোক পালন করে সরকার। সেই কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ফেসবুক প্রোফাইল লাল করার এবং চোখে কালো কাপড় বেধে ছবি পোস্ট করার আহ্বান জানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ৪ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা সারাদেশের নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহ্বান জানায়।

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন

ছাত্ররাই অজেয়— এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এই সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। এর ফলে ৫ আগস্ট ২০২৪ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

জুলাই স্মৃতি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা

১ জুলাই ২০২৫ জুলাই অভ্যুত্থানের স্মরণে মাসব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মাসব্যাপী জুলাই স্মৃতি উদ্‌যাপনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানমালা—

- **১ জুলাই :** মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা ও গির্জাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপসানালয়ে শহিদদের স্মরণে দোয়া ও প্রার্থনা। জুলাই হত্যাযজ্ঞের খুনিদের বিচারের দাবিতে গণ-স্বাক্ষর কর্মসূচি।
- **৫ জুলাই :** বিভিন্ন সময় অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম নির্যাতন প্রচারে দেশব্যাপী পোস্টারিং কর্মসূচি চালু।
- **৭ জুলাই :** julyforever.org নামে ওয়েবসাইট চালু।
- **মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম :** ১৪ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। এদিন প্রত্যেক জেলায় জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন।
- **আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া :** ১৫ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। জুলাই স্মৃতিচারণ। ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং জুলাইয়ের গান।
- **কথা ক :** ১৬ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে তিনটি বিভাগীয় শহরে VR Show প্রদর্শন। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ আবু সাঈদ স্মরণ অনুষ্ঠান এবং চট্টগ্রামে জুলাইয়ের গান ও ড্রোন শো প্রদর্শন।
- **শিকল-পরা ছল :** ১৭ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। প্রতীকী কফিন মিছিল।
- **আওয়াজ উডা :** ১৮ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। ঢাকার বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই স্মরণ অনুষ্ঠান।
- **কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা :** ১৯ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। ঢাকা-সহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জুলাইয়ের তথ্যচিত্র প্রদর্শন।
- **দেশটা তোমার বাপের নাকি :** ২০ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। ঢাকা-সহ সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জুলাইয়ের তথ্যচিত্র প্রদর্শন।
- **রক্ত গরম মাথা ঠান্ডা :** ২১ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। ঢাকাসহ সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জুলাইয়ের তথ্যচিত্র প্রদর্শন।
- **আভাস :** ২২ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অদম্য-২৪ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন।
- **কারার ঐ লৌহ কপাট :** ২৩ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। গ্রাফিতি অঙ্কন কর্মসূচি।
- **কি করেছে তোমার বাবা :** ২৪ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। শিশু শহিদদের স্মরণে দেশব্যাপী কর্মসূচি।
- **চলো ভুলে যাই :** ২৫ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। মঞ্চে বিপ্লব নামে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট নাট্যমঞ্চ করে নাটক।

তিউনিসিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হাবিব বরগুইবা

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

- **পলাশীর প্রান্তর :** ২৬ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের জমায়েত। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন।
- **ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর গান :** ২৭ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ।
- **চলো ভুলে যাই :** ২৮ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। জুলাইয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুষ্ঠান।
- **বাংলা মা :** ২৯ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। জুলাই অভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক প্যানেল ডিসকাশন এবং গাজীপুর/সাভারে শ্রমিকদের সমাবেশ।
- **চল চল চল :** ৩০ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। অনলাইনে জুলাই স্মরণ। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখা সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠান।
- **কাণ্ডারি হুঁশিয়ার :** ৩১ জুলাইয়ের ভিডিও শেয়ার। দেশব্যাপী সব কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির স্মরণে অনুষ্ঠান।
- **গণজোয়ার :** ৩২ জুলাইয়ের (আগস্ট ১) ভিডিও শেয়ার। ৬৪টি জেলায় জুলাই নিয়ে বানানো তথ্যচিত্র প্রদর্শন।
- **আমি বাংলায় গান গাই :** ৩৩ জুলাইয়ের (আগস্ট ২) ভিডিও শেয়ার। বাংলাদেশের সব জেলার 'জুলাইয়ের মায়েরা' শীর্ষক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। প্রজেকশন ম্যাপিং।
- **ধনধান্য পুষ্প ভরা :** ৩৪ জুলাইয়ের (আগস্ট ৩) ভিডিও শেয়ার। শাহবাগ থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত শোভাযাত্রা।
- **মুক্তির মন্দির সোপান তলে :** ৩৫ জুলাইয়ের (আগস্ট ৪) ভিডিও শেয়ার। সারাদেশে জুলাই যোদ্ধাদের সমাগম। জুলাইয়ের কার্টুনের প্রদর্শনী।
- **শোনো মহাজন :** ৩৬ জুলাইয়ের (৫ আগস্ট) ভিডিও শেয়ার। ৬৪ জেলার কেন্দ্রে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

জুলাই শহিদ স্মৃতি বৃত্তি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তরুণদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর 'জুলাই শহিদ স্মৃতি বৃত্তি' প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ জুলাই ২০২৫ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর হাতে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি বৃত্তির' চেক তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এই বৃত্তির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজ ও ইনস্টিটিউটের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককালীন সহায়তা প্রদান করা হবে। এ বছর ৭২৫টি প্রতিষ্ঠানের ২,০৪০ জন শিক্ষার্থী এই বৃত্তিলাভ করবেন।

নতুন দিবস

২ জুলাই ২০২৫ সরকার প্রতিবছর ৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' ঘোষণা করে। দিনটিতে সাধারণ ছুটি থাকবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দিবসটি পালনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন-সংক্রান্ত পরিপত্রের 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার প্রতিবছর ১৬ জুলাই 'জুলাই শহিদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। দিবসটি 'খ' শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই অভ্যুত্থানের ১৪ জুলাই নারীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষার্থী দিবস' এবং ১৭ জুলাইয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধকে 'সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করে।

জুলাই স্মৃতি জাদুঘর

৫ আগস্ট ২০২৫ জুলাই স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে। জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে জুলাই আন্দোলনের স্থিরচিত্র, বিভিন্ন স্মারক, নানা উপকরণ, শহীদদের জামাকাপড়, চিঠি, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, ওই সময়ের পত্রিকার কাটিং, অডিও-ভিডিওসহ বিভিন্ন স্মৃতি স্মারক থাকবে। এ জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরেরই একটি অংশ। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ গণভবনকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর করার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। ১৫ জুলাই ২০২৫ জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরের জন্য পূর্তকাজের অনুমোদন দেয় অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রাথমিকভাবে ৩৭ জনবল নিয়ে জাদুঘরের যাত্রা শুরু হবে।

প্রথম জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

১৪ জুলাই ২০২৫ নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ এলাকায় দেশের প্রথম 'জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের পাঁচ উপদেষ্টা। নারায়ণগঞ্জে ২১ জন শহিদের নামে নির্মিত হয় 'জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম 'জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' এটি। নারায়ণগঞ্জের মধ্যদিয়ে দেশের ৬৪টি জেলায় 'জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১ জুলাই ২০২৫ সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় দেশের ৬৪টি জেলায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে। আগামী ৪ অগাস্টের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এই স্মৃতিস্তম্ভ টেক্সট-বেইজড। জুলাই আন্দোলনে লাইন, টেক্সট, কথা, স্লোগান, কবিতা— এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলো দিয়েই এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়।

স্মৃতিস্তম্ভে যা থাকছে

উচ্চতা : ১৮ ফুট

ব্যাস : ৬ ফুট

স্তম্ভে থাকবে স্লোগান, গ্রাফিতি

রাজধানীতে বসবে শাহবাগে

প্রতি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে

৫ আগস্ট স্মৃতিস্তম্ভের বেদিতে ফুল দেওয়া হবে।

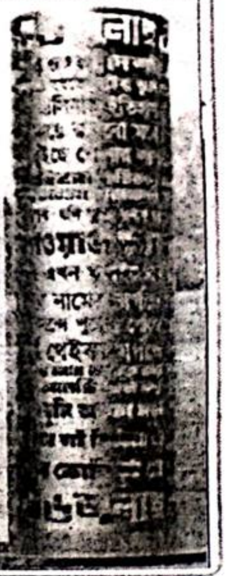

তিউনিসিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদ

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাঁওতাল

সমতলের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

নামকরণ

সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। ভাষা গবেষক Lars Olsen Skrefsrud এর মতে, সাঁওতাল কথাটির উদ্ভব ঘটে সুতার (Soontar) থেকে। কারো মতে, তারা সুদীর্ঘ 'ষাঁওত' বা সমভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয় সাঁওতাল। আবার অনেকে সাঁওতালদেরকে পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়ার' বলেও অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদেরকে সাঁওতালের পরিবর্তে 'সানতাল' বলতে পছন্দ করেন। আর নিজেদের মধ্যে যখন তারা আলোচনা করেন তখন, নিজেদের 'হড়' বলে সম্বোধন করে থাকেন। হড় শব্দের অর্থ মানুষ।

গোড়াপত্তন

স্যার উইলিয়াম হান্টারের মতে, সাঁওতালরা পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গে আসেন এবং অতঃপর পশ্চিম দিকে তাদের বসতি বিস্তার লাভ করে। এই পূর্বাঞ্চল বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন অঞ্চল তা আজও জানা যায় নি। ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে নির্বিঘ্নে বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এলাকা নির্ধারণ করে দেয়। এই এলাকা সাঁওতাল পরগণা নামে খ্যাত হয়। কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতির কারণে সেখানে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উদ্ভব ঘটে। তারা সেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ-দাদন বা মহাজনী ইত্যাদি ব্যবসার প্রচলন ঘটালে গরীব সাঁওতালরা তাদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে সাঁওতালরা প্রবল প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ বিদ্রোহ ১৮৫৫ সালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের অনেকে সাঁওতাল পরগণায় থাকা নিরাপদ মনে না করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশে সাঁওতালদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা থেকে আগমন করেছেন।

ভাষা : সাঁওতালদের ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি। এ ভাষার কোনো লিখিত বর্ণমালা নেই। তাদের লোকসাহিত্য বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে এসেছে। সাঁওতালি ভাষাকে লিখিত রূপ দেওয়া, তাদের ভাষায় অভিধান তৈরি করা, পুস্তক রচনা ও লোককাহিনী সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে মিশনারিরা এখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে তাদের ভাষাতেও বহু বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে বাংলা ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার বেশ পার্থক্য রয়েছে।

সোহরাই

সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম সোহরাই বা সহরায়। সাহার শব্দ থেকে এসেছে সোহরাই বা সহরায় শব্দটি যার অর্থ বৃদ্ধি হওয়া। এই উৎসবে মূলত ধন-সম্পত্তি ও গরু-বাছুর বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আচারের মাধ্যমে বোঙ্গাদের (দেবতা) নিকট আবেদন জানানো হয়। সোহরাই উৎসবের কোনো নির্ধারিত দিন নেই। পৌষ মাসে গোত্রের সবাই মহতের (গোত্র প্রধান) উপস্থিতিতে নির্ধারণ করে উৎসবের দিনটি। সাতদিন একটানা চলে এ উৎসব।

গোত্র : সাঁওতালরা মূলত ১২টি গোত্র বা টোটেমে বিভক্ত। সাঁওতালি ভাষায় এ গোত্রগুলোকে 'পারিস' বলা হয়। গোত্রগুলো— কিস্কু বা কিসকু • হাঁসদাক বা হাঁসদা • মুরমু বা মুর্মু • হেমবরোম বা হেমব্রম • মারনদী, মারান্ডি বা মার্ডি • সরেন • টুডু • বাস্কে বা বাস্কি • বেসরা • পাঁওরিয়ার বা পাউরিয়া • গুয়ীসরেন ও • চোঁড়ে।

সাঁওতালদের চার স্তরের আদালত

- **গ্রাম পঞ্চায়েত :** সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থার প্রথম বা প্রাথমিক স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। এরা মাঝি হাড়াম, জগমাঝি, জগ পারাণিক, গোড়েথ ও নায়েকে। নায়েকে তারা পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে নয় গ্রামের পুরোহিত হিসেবে পরিচয় দেন।
- **পরগণা পঞ্চায়েত :** বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় উচ্চতর স্তরে রয়েছে পরগণা পঞ্চায়েত। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের প্রধান তথা মাঝি হাড়ামদের নিয়ে গঠিত হয় পরগণা পঞ্চায়েত। পরগণা পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা পাঁচ-ছয় জনের মধ্যে সীমিত থাকে।
- **দেশ প্রধানের পঞ্চায়েত :** সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিচার ব্যবস্থার তৃতীয় উচ্চতর স্তরের নাম দেশ প্রধানের পঞ্চায়েত। সাঁওতালরা তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট এলাকাকে দেশ বলে থাকেন। এই নির্দিষ্ট এলাকার প্রধানকে তারা দেশ প্রধান বলেন। দেশ প্রধানের অধীনে ৫/৬ বা ততোধিক পারগাণা ও মাঝি হাড়াম থাকেন।
- **ল'বীর বা জঙ্গল মহাসভা :** সাঁওতালদের সর্বোচ্চ আদালতকে বলা হয় ল'বীর। এ সর্বোচ্চ আদালত বছরে একবার বসে। এতে এলাকার সকল জটিল সমস্যা উত্থাপিত হয় এবং সকলের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সে সকল সমস্যার সমাধান করা হয়।

তিউনিসিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী রেজেব খাজনাদার

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

শান্তি-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

- **মাঝি হাড়াম :** সাঁওতাল গ্রাম প্রধানকে বলা হয় মাঝি হাড়াম। সমাজের যে কোনো বিচার-আচার বা উৎসব পালন করতে তার সম্মতি প্রয়োজন। মাঝি পদটি বংশানুক্রমিক। অবশ্য মাঝি কোনো গুরুতর অন্যায় করলে গ্রামবাসীরা অন্য কোনো ব্যক্তিকে মাঝি নির্বাচিত করতে পারেন। গ্রামে কোনো বিবাহ বা তালাকের সময় অবশ্যই মাঝির অনুমোদন দরকার হয়।
- **জগমাঝি :** গ্রামের যুবক-যুবতীর নৈতিক দিক দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করেন জগমাঝি। তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন। কোনো যুবক-যুবতী অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলে জগমাঝি পাঁচজনকে ডেকে বিচারের ব্যবস্থা করেন। এ প্রথাকে বলা হয় 'কুলহি দুরুপ'।
- **পারাণিক :** পারাণিক হলো মাঝি হাড়ামের সকল কাজের প্রধান সহকারী। পারাণিকগ্রামের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। মাঝির অনুপস্থিতিতে তিনিই তার দায়িত্ব পালন করেন।
- **জগ পারাণিক :** জগ মাঝির সহকারী হলো জগ পারাণিক। জগ মাঝির অনুপস্থিতিতে জগ পারাণিক গ্রামের যুব সমাজের নৈতিক দিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।
- **গোড়েথ :** মাঝি হাড়াম তার দায়-দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে লোক ডাকাডাকিসহ বিভিন্ন জনসংযোগমূলক কাজের জন্য একজন গোড়েথ রাখেন। গোড়েথের ভূমিকা অনেকটা গ্রাম্য চৌকিদারের মতো। গ্রামে কোনো সভার আয়োজন করা হলে কিংবা কেউ মারা গেলে গোড়েথ সবাইকে খবরটা জানিয়ে দেয়।
- **নাইকে :** নাইকে সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। সাধারণত পূজা-অর্চনা করা নাইকের প্রধান কাজ।
- **জানগুরু :** সাঁওতাল সমাজে জানগুরুকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন তান্ত্রিক বলে ধারণা করা হয়। জানগুরু কোনো মহিলাকে সরাসরি 'ডাইনি' ঘোষণা দিতে পারে।

জনসংখ্যা : ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী সাঁওতালদের মোট জনসংখ্যা ১,২৯,০৫৬ জন।

সাঁওতাল বসবাসে শীর্ষ ১০ উপজেলা ও জেলা

ক্রমিক	উপজেলা		জেলা	
	নাম	জনসংখ্যা	নাম	জনসংখ্যা
১ম	গোদাগাড়ী (রাজশাহী)	১০,৭০৩	দিনাজপুর	৪১,০৭৯
২য়	তানোর (রাজশাহী)	৯,৮৫৫	রাজশাহী	২৬,২২৪
৩য়	নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর)	৭,০১৪	নওগাঁ	১৮,৯০৩
৪র্থ	বীরগঞ্জ (দিনাজপুর)	৬,১১৯	হবিগঞ্জ	৬,৬৬৬
৫ম	নিয়ামতপুর (নওগাঁ)	৬,০২৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬,৪০৯
৬ষ্ঠ	ধামইরহাট (নওগাঁ)	৪,৮৩৪	মৌলভীবাজার	৬,৩০৮
৭ম	সদর (দিনাজপুর)	৪,৪৪২	ঠাকুরগাঁও	৫,৭৮১
৮ম	বিরামপুর (দিনাজপুর)	৪,২০৩	রংপুর	৪,৬৮৭
৯ম	পত্নিতলা (নওগাঁ)	৩,৮৯৮	গাইবান্ধা	৩,১১০
১০ম	ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর)	৩,২৮৭	জয়পুরহাট	২,৮৩৩

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ (৩০ জুন ১৮৫৫-৩ জানুয়ারি ১৮৫৬) জমিদার, মহাজন ও পুলিশের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত জমিদার, সুদখোর, তাদের লাঠিয়াল বাহিনী, দারোগা-পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই চার ভাইয়ের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ান সাঁওতালরা। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের দুই বোন ফুলোমণি মুরমু ও ঝালোমণি মুরমু। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু মুরমু ও কানু মুরমুর স্মরণে সাঁওতালদের অনেকেই ৩০ জুন দিনটিকে 'সিধু-কানু দিবস' বলে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল নিহত হন। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সেই দিনের আত্মত্যাগ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে।

FACT FILE

ইংরেজি নাম : Santal • বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : গোদাগাড়ী (রাজশাহী) • বসবাসে শীর্ষ জেলা : দিনাজপুর • ভাষা : সাঁওতালি • ধর্ম : সনাতন বা হিন্দু • পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক • জনসংখ্যা : ১,২৯,০৫৬ • প্রধান উৎসব • সোহরাই বা সহরায়।

পরীক্ষার প্রশ্নে সাঁওতাল

১. 'Sohrai' is the festival of the ethnic community named— [Bangladesh Bank Officer (General) 2019]
ⓚ Garo ⓛ Santal
ⓖ Chakma ⓘ Tanchangya

২. বাংলাদেশে সাঁওতালরা প্রধানত বাস করে— [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭-০৮]
ⓚ সিলেট ও চট্টগ্রামে
ⓛ ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে
ⓖ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে
ⓘ রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৩. সাঁওতালি ভাষা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়? [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-১৬]
ⓚ ঢাকা ⓛ কুমিল্লা ⓖ রাজশাহী ⓘ বরিশাল

৪. সাঁওতালরা কোথায় বসবাস করে না? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪]
ⓚ বরিশাল ⓛ রাজশাহী
ⓖ বগুড়া ⓘ দিনাজপুর

৫. Santal, the ethnic gropu is largely concentrated in - district? [JU 2015-16]
ⓚ Cox's Bazar ⓛ Tangail
ⓖ Rajshahi ⓘ Bandarban

উত্তর
১. খ
২. ঘ
৩. গ
৪. ক
৫. গ

তিউনিসিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সারা জাফরানি জেনজারি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

খেলাধুলা

এশিয়া কাপ আর্চারি

১৫-২০ জুন ২০২৫ সিঙ্গাপুরে ছয়দিনব্যাপী এশিয়া কাপ আর্চারির আসর অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২০টি দেশের ২০৪ জন আর্চার অংশ নেয়। ছেলে ও মেয়েদের রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট ১১ জন। মোট ৩০টি পদকের মধ্যে বাংলাদেশের অর্জন একটি সোনা। ২টি সোনাসহ সর্বোচ্চ ৯টি পদক লাভ করে ভারত। বুকিত গমবাক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণ জিতে আব্দুর রহমান আলিফ। উল্লেখ্য, আর্চারিতে প্রথম সোনা জিতেন রোমান সানা।

SAFF U–20 নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

আয়োজন : ষষ্ঠ। আয়োজক : দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (SAFF)। সময়কাল : ১১-২১ জুলাই ২০২৫। স্বাগতিক : বাংলাদেশ। ভেন্যু : ১টি— বসুন্ধরা কিংস এরিনা, ঢাকা। অংশগ্রহণকারী দেশ : ৪টি— বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা।

উইম্বলডন ২০২৫

আয়োজন : ১৩৮তম • স্বাগতিক : লন্ডন, ইংল্যান্ড • ভেন্যু : All England Lawn Tennis and Croquet Club • সময়কাল : ৩০ জুন-১৩ জুলাই ২০২৫ • ক্যাটাগরি : গ্র্যান্ড স্লাম • একক চ্যাম্পিয়ন : পুরুষ- যানিক সিনার (ইতালি) ও নারী- ইগা সিওনতেক (পোল্যান্ড)।

- এবারের একক চ্যাম্পিয়ন যানিক সিনার ও ইগা সিওনতেক প্রথমবার উইম্বলডন জয়ের অনন্য কীর্তি গড়েন।
- উইম্বলডনের বিগত ১১৪ বছরের ইতিহাসে মার্কিন খেলোয়াড় আমান্ডা আনিসিমোভাকে ৬-০, ৬-০তে উড়িয়ে দিয়ে রেকর্ড করেন সিওনতেক। এর আগে ১৯১১ সালে ডরোথি ল্যাম্বার্ট-চ্যাম্বার্স উইম্বলডনের ফাইনালে ডোরা বুথবিকে ৬-০, ৬-০ গেমে হারান। এটি সিওনতেকের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্লাম এবং শততম জয়। যা সেরেনা উইলিয়ামসের (২০০৪, ১১৬ ম্যাচে ১০০) পর সবচেয়ে দ্রুততম ১০০ ম্যাচ (১২০ ম্যাচের মধ্যে) জয় এবং এদিক থেকে তিনি এই মার্কিন কিংবদন্তির পর সর্বকনিষ্ঠ (২৪ বছর ৩০ দিন)।

AFC নারী এশিয়ান কাপ

আয়োজন : ২১তম • আয়োজক : এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (AFC) • সময়কাল : ১-২১ মার্চ ২০২৬ • স্বাগতিক : অস্ট্রেলিয়া • ভেন্যু : ৫টি (৩টি শহরে) • অংশগ্রহণকারী দল : ১২টি।

এশিয়ান কাপের ১২ দল

দল	র‍্যাংকিং	দল	র‍্যাংকিং
অস্ট্রেলিয়া	১৫	ভিয়েতনাম	৩৭
চীন	১৭	ভারত	৭০
দক্ষিণ কোরিয়া	২১	চীনা তাইপে	৪২
জাপান	৭	উত্তর কোরিয়া	৯
বাংলাদেশ	১২৮	উজবেকিস্তান	৫১
ফিলিপাইন	৪১	ইরান	৬৮

প্রথমবার বাংলাদেশ

২ জুলাই ২০২৫ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল প্রথমবারের মতো জায়গা করে নেয় এএফসি নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে। ১০ আগস্ট ১৯৭৭ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ২২ জন ছাত্রীকে নিয়ে ঢাকায় প্রথম মেয়েদের ফুটবলের অনুশীলন শুরু করেন কোচ সাহেব আলী। ২৯ জানুয়ারি ২০১০ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পথচলা শুরু বাংলাদেশ নারী দলের। প্রথম ম্যাচেই ১-০ গোলে হার। ৩১ জানুয়ারি ২০১০ শ্রীলংকাকে ২-০ গোলে হারিয়ে আসে প্রথম জয়। সেই শুরু থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ নারী দল খেলেছে ফিফা-স্বীকৃত টায়ার-১ শ্রেণির ৬৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এর মধ্যে জয় ২৭টি, হার ৩১টি, ড্র ১১টি। অস্ট্রেলিয়ায় ১২ দলের ২১তম এশিয়ান কাপ নারী ফুটবলের সেরা আটে থাকলে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ তৈরি হবে। ২০২৭ সালে নারী বিশ্বকাপ হবে ব্রাজিলে। এশিয়া থেকে সরাসরি ৬টি দল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইতালি

২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ হবে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলংকায়। এবারও ২০ দল খেলবে টি-২০ বিশ্বকাপে। এর মধ্যে আয়োজক স্বত্ব পেয়ে ভারত ও শ্রীলংকা ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করে ২০২১ সালেই। ১১ জুলাই ২০২৫ প্রথমবারের মতো টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফুটবল পাগল দেশ ইতালি। একই দিনে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেদারল্যান্ডসও। এই দুই দেশ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৫টি দেশ ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার টিকিট পায়। দলগুলো হলো— ভারত, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি ও নেদারল্যান্ডস। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ইতালি হবে ২৫তম দল।

গাভাস্কার-ইনজামাম-কোহলিদের পাশে শান্ত

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনন্য কীর্তি গড়ে নাজমুল হোসেন শান্ত। এক টেস্টে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি হাঁকান বাংলাদেশ অধিনায়ক। জুন ২০২৫ শ্রীলংকার বিপক্ষে এক টেস্টে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন শান্ত। অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ইতিহাসে মাত্র ১৮তম ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালের জুনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি (১৪৬ ও ১২৪) করেন। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে এক টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকানোর কীর্তি শান্তর আগে রয়েছে কেবল মুমিনুল হকের। ২০১৮ সালে চট্টগ্রামে শ্রীলংকার বিপক্ষে ১৭৬ এবং ১০৫ রানের দুটি ইনিংস খেলেন মুমিনুল।

টেস্ট ইতিহাসে ট্রিপল সেঞ্চুরি

টেস্ট ক্রিকেটের প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাসে যেখানে পা পড়েনি আঁর কারও, সেখানে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট নেতৃত্বের অভিষেকে ট্রিপল সেঞ্চুরির অনন্য নজির গড়েন ভিয়ান মুল্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অধিনায়ক ও দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি করেন মুল্ডার। ২০০৩ সালে এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রায়েম স্মিথের ২৭৭ রানের ইনিংস ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কদের মধ্যে আগের সর্বোচ্চ। মুল্ডার ট্রিপল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ২৯৭ বলে। ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে দ্বিতীয় দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরি এটি। ২০০৮ সালে ২৭৮ বলে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরির রেকর্ডটি ভারতের বিরেন্দার শেবাগের।

টেস্টে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস

ক্রিকেটার	রান	বল	প্রতিপক্ষ	সময়	ভেন্যু
ব্রায়ান লারা	৪০০*	৫৮২	ইংল্যান্ড	এপ্রিল ২০০৪	অ্যান্টিগা
ম্যাথু হেডেন	৩৮০	৪৩৭	জিম্বাবুয়ে	অক্টোবর ২০০৩	পার্থ
ব্রায়ান লারা	৩৭৫	৫৩৮	ইংল্যান্ড	এপ্রিল ১৯৯৪	অ্যান্টিগা
জয়াবর্ধনে	৩৭৪	৫৭২	দ.আফ্রিকা	জুলাই ২০০৬	কলম্বো
উয়ান মুল্ডার	৩৬৭*	৩৩৪	জিম্বাবুয়ে	জুলাই ২০২৫	বুলাওয়েও

এক ম্যাচে ৩ সুপার ওভার

পুরুষদের পেশাদার ক্রিকেটে (লিস্ট এ, টি-২০ এবং আন্তর্জাতিক) এবারই প্রথম কোনো ম্যাচে দেখা যায় তিন তিনটি সুপার ওভার। এর আগে আইপিএলে দেখা যায় এক ম্যাচে দুই সুপার ওভার। ১৬ জুন ২০২৫ ত্রিদেশীয় সিরিজের এদিনের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে আইসিসির দুই সহযোগী দেশ নেপাল-নেদারল্যান্ডসের মধ্যেকার ম্যাচে এ রেকর্ড দেখা যায়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নেদারল্যান্ডস নির্ধারিত ২০ ওভারে তোলে ৭ উইকেটে ১৫২ রান। ভালো শুরু করলেও মাঝপথে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। শেষ ওভারে নেপালের প্রয়োজন ছিল ১৬ রান। তৃতীয় সুপার ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের ইতি টানেন মাইকেল লেভিট।

ফুটবল ক্লাব বিশ্বকাপ

আয়োজন : ২১তম। আয়োজক : Fédération Internationale de Football Association (FIFA)। সময়কাল : ১৪ জুন-১৩ জুলাই ২০২৫। স্বাগতিক : যুক্তরাষ্ট্র। ভেন্যু : ১১টি শহরের ১২টিতে। মোট গ্রুপ ৮টি। অংশগ্রহণকারী দল : ৩২টি। অংশগ্রহণকারী দেশ : ৪৮টি। মোট ম্যাচ : ৬৩টি। মোট গোল : ১৯৫। চ্যাম্পিয়ন : চেলসি (দ্বিতীয়বার)। রানার্স আপ : প্যারিস সেইন্ট জার্মেইন (পিএসজি)। সর্বোচ্চ গোলদাতা : অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া (বেনফিকা), গঞ্জালো গার্সিয়া (রিয়াল মাদ্রিদ), সেরহাও গুয়েরেসি (বুরুসিয়া ডর্টমুন্ড) এবং মার্কোস লিওনার্দো (আল হিলাল), ৪টি করে। ফেয়ার প্লে ট্রফি : বায়ার্ন মিউনিখ।

কে কী জিতলেন

গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) : কোল পালমার (চেলসি) • সিলভার বল : ভিতিনিয়া (পিএসজি) • ব্রোঞ্জ বল : ময়েজেস কাইসেদো (চেলসি) • সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার : গঞ্জালো গার্সিয়া (রিয়াল) • গোল্ডেন গ্লোব (সেরা গোলরক্ষক) : রবার্ট সানচেজ (চেলসি) • সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় : দেজিরে দুয়ে (পিএসজি)।

তিউনিসিয়া আরব লিগের সদস্যপদ লাভ করে ১ অক্টোবর ১৯৫৮

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

পর্ব-৫ বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

দক্ষিণ চীন সাগর

৪৫ মিলিয়ন বছর আগে সৃষ্ট দক্ষিণ চীন সাগর প্রশান্ত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নৌপথ হওয়ার কারণে ৩৫ লাখ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সাগরটি বর্তমানে ভূ-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে জাতীয়তাবাদী দল কুওমিনট্যাং চীনের নতুন একটি মানচিত্র প্রকাশ করে। এতে চীনের মূল ভূখণ্ডের নিচে দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর ১১টি ড্যাশ লাইন আঁকা হয়, যাকে বলা হতো 11 Dash Line। ১৯৫৩ সালে 11 Dash Line কে আরেকটু সরলীকরণ করে ৯টি ড্যাশ লাইন আঁকা হয়, যাকে বলা হয় 9 Dash Line। চীন এ 9 Dash Line-এর মাধ্যমে দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় নব্বই ভাগ অঞ্চল নিজেদের দাবি করে। তাদের দাবি অনুযায়ী এই অঞ্চল তাদের ঐতিহাসিক অধিকার। কারণ কিং রাজবংশ ও অন্যান্য শাসনামলে এসব অঞ্চল চীন থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তবে চীনের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে এ অঞ্চলের প্রধানত পাঁচটি দেশ-ভিয়েতনাম, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও ফিলিপাইন। দক্ষিণ চীন সাগরে রয়েছে বেশ কিছু দ্বীপপুঞ্জ। যেমন— স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ, স্কারবরো শোল অঞ্চল, প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জসহ বেশ কিছু প্রবাল দ্বীপ। বর্তমানে স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের ২১টি দ্বীপ ভিয়েতনামের অধীনে রয়েছে। ভিয়েতনামের দাবি অনুযায়ী, স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ তাদের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে। সুতরাং জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ তাদের। ফিলিপাইন জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী ও ঐতিহাসিক দাবির প্রেক্ষিতে স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ ও স্কারবরো শোল অঞ্চল নিজেদের মনে করে। জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী, ব্রুনাইয়ের দাবি স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের লুইসা রীফ অঞ্চল তাদের। মালয়েশিয়াও তাদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের দাবি করছে। অন্যদিকে তাইওয়ানের দাবি চীনের মতোই। গত ৭০ বছরে দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। ১৪ মার্চ ২০১৩ চীনে সি চিন পিং ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই চিত্র পাল্টে যায়। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের মধ্যে চীন এ অঞ্চলে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করা শুরু করে। তারা সাতটি দ্বীপে সামরিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। দ্বীপগুলো হচ্ছে সুবি রিফ, মিশচিফ রিফ, জনসন সাউথ রিফ, হিউজেস রিফ, গেভেন রিফ, ফিয়েরি ক্রস রিফ ও কোয়ারটেরন রিফ। স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের ফিয়েরি ক্রস রিফে চীন ৩.১ কিলোমিটার এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ করে। এতে যেকোনো চীনা সামরিক বিমান এখানে অবতরণ করতে পারে। এ অঞ্চল নিয়ে দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তারা সবাই চায় এখানে মুক্তভাবে নৌযান চলাচল করুক। ফিলিপাইন ২০১৩ সালে নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে চীনের বিরুদ্ধে মামলা করে, যার রায় হয় ২০১৬ সালে। আদালত রায় দেয় চীনের বিপক্ষে। চীনের ৯ Dash Line ও ঐতিহাসিক অধিকারের দাবি অযৌক্তিক মনে হয় আদালতের কাছে।

ডোকলাম

চীনের সাথে এখনো ভুটান ও ভারতের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। হিমালয়ের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ভুটান ও চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। যেসব জায়গা নিয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ডোকলাম উপত্যকা অন্যতম। ডোকলামের উত্তরে চীনের ইয়াদং কাউন্টি (Yadong County), পূর্বে ভুটানের হা জেলা (Haa District) এবং পশ্চিমে ভারতের সিকিম রাজ্য। ডোকলামের বাটাং লা (Batang La) এলাকায় ভারত, ভুটান ও চীন এই তিন দেশেরই সীমান্ত রয়েছে। এই এলাকার উত্তরে চীনের চুম্বি উপত্যকা, পশ্চিম প্রান্তে ভারতের সিকিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ভুটানের অবস্থান। ভুটান ও চীন উভয়ই ডোকলাম উপত্যকা নিজেদের বলে দাবি করছে আর ভারত এক্ষেত্রে ভুটানকে সমর্থন দিচ্ছে। ১৯৬০ এর দশক থেকে চীন এবং ভুটানের মধ্যে ডোকলাম অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে ভুটান এবং চীনের মধ্যে বেশ কয়েক দফা সীমান্ত আলোচনা সত্ত্বেও এই বিরোধের সমাধান হয়নি। ১৯৮৮ সালে চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি ডোকলাম উপত্যকায় প্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১৯৯৬ সালে চীন এবং ভুটান চূড়ান্ত চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কিন্তু ভারতের হস্তক্ষেপের কারণে সেটি ব্যর্থ হয়। ১৬ জুন ২০১৭ চীন ডোকলাম উপত্যকার দক্ষিণ দিকে একটি রাস্তা সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। যার ফলে প্রকল্পটি বন্ধ করার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা এলাকায় প্রবেশ করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে দুই মাস ধরে সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। ২৮ আগস্ট ২০১৭ ভারত ও চীন ডোকলামের অচলাবস্থা থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। তারপর থেকে চীন ডোকলাম এলাকার বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

তিউনিসিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে ২৫ মে ১৯৬৩

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

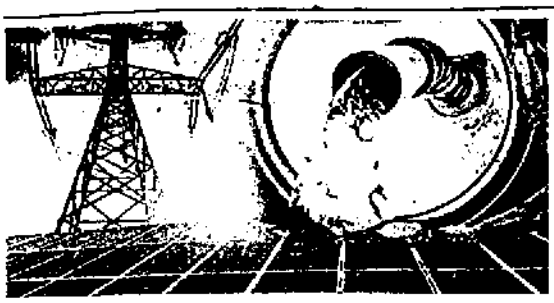

নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি

যেসব পদার্থের ভৌত বা রাসায়নিক গঠন বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে শক্তির নিঃসরণ ঘটে তাকে জ্বালানি বলে। বিশ্বে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি রয়েছে। ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস। জেনে নিন নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তারিত আলোচনা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উৎপাদিত এমন ধরনের জ্বালানিকে বোঝায় যা ক্রমাগত পুনঃব্যবহারযোগ্য। যেমন— সূর্যালোক, বায়ু, হাইড্রো, জিওথার্মাল এবং অন্যান্য অনুরূপ উৎস।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

২০০৮ সালে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা গ্রহণ করে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের মোট জ্বালানির চাহিদায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বৃদ্ধি করা। সরকার ১৬ জুন ২০২৫ 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫' গেজেট আকারে প্রকাশ করে, যা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (IEPMP), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত ভবিষ্যতের অন্য যেকোনো পরিকল্পনায় নির্ধারিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক হবে। এই নীতিমালায় দেশের টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ। চুক্তিভুক্ত দেশ হিসেবে নির্ধারিত দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং যথাযথ পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা (মোট বিদ্যুৎ চাহিদার) নিম্নরূপ :

ফেইজ	বছরের সীমা	লক্ষ্যমাত্রা (%)
১ম ফেইজ	২০৩০ সাল পর্যন্ত	২০
২য় ফেইজ	২০৪০ সাল পর্যন্ত	৩০

টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল (SEDF)

SEDF হলো এই নীতিমালার আওতায় গঠিত একটি তহবিল। এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং প্রকল্প সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন (HRD) কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারকে টেকসই করার কাজে ব্যবহৃত হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস

■ **সৌর জ্বালানি :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে সৌর শক্তিতে সমৃদ্ধ। এই নীতিমালা দেশে নিম্নলিখিত সৌর জ্বালানিভিত্তিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে গুরুত্বারোপ করবে— গ্রিড-কানেক্টেড মেগাওয়াট স্কেল সোলার প্ল্যান্ট, সোলার হোম সিস্টেম, প্ল্যান্ট রুফটপ সোলার (নেট মিটারিংসহ এবং ব্যতীত), সোলার মিনি/ মাইক্রো/ ন্যানো/পিকো গ্রিড, সোলার ইরিগেশন, সোলার ইভি চার্জিং স্টেশন, সোলার স্ট্রিট লাইট, সোলার ড্রিংকিং ওয়াটার সিস্টেম, ফ্লোটিং সোলার, সোলার পাওয়ার্ড এ্যাকুয়াকালচার, সৌর বিদ্যুৎ চালিত বেজ ট্রান্সিভার স্টেশন (BTS), সোলার থার্মাল পাওয়ার/ কনসেন্ট্রেটেড সোলার পাওয়ার (CMP), পিভি বেজড পাম্পড-হাইড্রো স্টোরেজ।

■ **বায়ু জ্বালানি :** সৌর শক্তির পর দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস বায়ু শক্তি। নব-উদ্ভাবিত বায়ু টারবাইন ধীর গতির বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে বিধায় তা বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করে তোলে। বর্তমানে বিদ্যমান বায়ু শক্তি প্রযুক্তি স্থলভিত্তিক (অনশোর) এবং সামুদ্রিক (অফশোর) উভয় ধরনের বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

■ **জৈব (বায়োম্যাস) জ্বালানি :** জৈব জ্বালানিকে একটি সুবিদিত, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই জ্বালানির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে ব্যবহৃত এই সংক্রান্ত প্রধান প্রযুক্তিগুলো হলো : বায়োম্যাস, বায়োগ্যাস এবং বায়োফুয়েল।

■ **বর্জ্য জ্বালানি :** সরকার পরিবেশ দূষণ হতে শহরগুলোকে রক্ষার্থে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো হলো— ভস্মীকরণ, গ্যাসিকরণ, পাইরোলাইসিস এবং জৈব-গাঁজন প্রযুক্তি। এসকল পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

■ **পানি (হাইড্রো) জ্বালানি :** টারবাইন চালিত জেনারেটর দ্বারা পতনশীল পানির স্থিতিশক্তি বা দ্রুত প্রবাহিত পানির গতিশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি মৌলিক বিন্যাস রয়েছে: জলাধারসহ বাঁধ এবং নদীপ্রবাহ-নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

■ **অন্যান্য উৎসসমূহ :** অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের মধ্যে রয়েছে জিওথার্মাল, জোয়ার শক্তি, নদী প্রবাহ, ঢেউ শক্তি, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং গ্রিন বায়ো-ফুয়েল। বাংলাদেশে এই উৎস সমূহের সম্ভাবনাও অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করা হবে।

আরব বসন্তের সূতিকাগার (প্রথম শুরু) বলা হয় তিউনিসিয়াকে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Bank Written Suggestion

Focus Writing in English

Satellite internet in Bangladesh ❖ Mob Justice ❖ July Revolution ❖ Iran-Israel War ❖ Contribution of Garments Sector ❖ Contribution of Remittance ❖ National Unity for Sustainable Development ❖ Transboundary river ❖ Cyber Security ❖ Social Media Disinformation ❖ Media Trial ❖ Artificial Intelligence ❖ Grammen Bank ❖ Micro-Credit ❖ Road Accident ❖ Mobile Banking ❖ Environmental Pollution ❖ Corruption in Bangladesh ❖ Cultural Heritage of Bangladesh ❖ Social business ❖ Dengu Fever

Focus Writing in Bangla

মহামারি ও প্রতিকার ❖ কল্যাণ রাষ্ট্র ❖ দুর্নীতি রোধে তরুণ সমাজের ভূমিকা ❖ রাষ্ট্র সংস্কারে যুবশক্তির ভূমিকা ❖ বৈদেশিক বিনিয়োগের তাৎপর্য ❖ ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ ❖ বাংলাদেশ-চীন পররাষ্ট্রনীতি ❖ পল্লী উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ ❖ বেকারত্ব দূরীকরণের উপায় ❖ প্রযুক্তি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ❖ বিশ্বায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি ❖ চাকুরিতে বৈষম্য দূরীকরণ ❖ বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ ❖ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ❖ বৈশ্বিক পানিযুদ্ধ

Argument Writing in English

- ❖ War is a consequence of failure of diplomacy.
- ❖ Freedom of Judiciary from the executive is necessary to ensure justice.
- ❖ Will artificial intelligence take away many jobs?
- ❖ Do you think that bank merging will solve problem?
- ❖ Education should be free to all citizens.
- ❖ Rapid urbanization is urbanization is causing environmental damage.
- ❖ Every person should have freedom of choosing his/her own career.
- ❖ SAARC can be a pivotal force for regional development.
- ❖ Mob Justice is a hindrance to ensure Justice.
- ❖ Better facilities to the employee can reduce corruption in our country.

Translate into English

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তি বা আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এটি বিদ্যমান আইনের আওতায় প্রদত্ত কোনো শাস্তিকে প্রভাবিত করে না; বিভিন্ন আইনে মৃত্যুদণ্ড এখনও সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে বহাল রয়েছে। সংবিধানে আরও গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইন অনুযায়ী আচরণ পাওয়ার অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা।

Translate into Bangla

Bangladesh is party to the core international human rights instruments which expressly prohibit torture and degrading treatment, including the United Nations Convention Against Torture (UNCAT), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC). As such, Bangladesh has committed to uphold the rights of detainees and protect individuals from suffering torture or any form of cruel, degrading or humiliating treatment.

General knowledge

Ques : Under long-term contracts, from which countries does Bangladesh import LNG?
Ans : Oman and Qatar.

Ques : Who is the first former Asian head of state to face trial at the International Criminal Court (ICC)?
Ans : Rodrigo Duterte (Philippines).

Ques : Who is the current Prime Minister of Canada?
Ans : Mark Carney.

Ques : What is the name of the world's first hybrid quantum supercomputer launched in Japan?
Ans : Reimei.

Ques : Which country formally joined OPEC+ on 18 February 2025?
Ans : Brazil.

Ques : Who assumed office as the 7th Secretary-General of the Commonwealth on 1 April 2025?
Ans : Shirley Ayorkor Botchwey.

Ques : Which country ranked first in the 2025 EIU Global Democracy Index?
Ans : Norway.

Ques : Which country is the top arms importer globally?
Ans : Ukraine.

Ques : Which country won the 2025 ICC Champions Trophy?
Ans : India.

আধুনিক বতসোয়ানা সম্পর্কে প্রথম লিখিত দলিল পাওয়া যায় ১৮২৪ সালে

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Ques : Which film won the Best Picture Oscar in 2025?
Ans : Anora.
Ques : What is Bangladesh's 55th Geographical Indication (GI) product?
Ans : Dhakai Phuti Cotton (seed and plant).
Ques : Which country recently announced it would recruit soldiers from Bangladesh?
Ans : Qatar.
Ques : Where is the country's first ocean satellite ground station being built?
Ans : University of Chittagong.
Ques : Who is the first female President of the International Olympic Committee (IOC)?
Ans : Kirsty Coventry.
Ques : Which country is the top producer and holder of rare earth minerals?
Ans : China.
Ques : Who is the author of the novel Theft?
Ans : Abdulrazak Gurnah.
Ques : Which country is the current chair of BIMSTEC?
Ans : Bangladesh.
Ques : Which planet has the highest number of moons in the solar system?
Ans : Saturn.
Ques : Where will the 30th UN Climate Change Conference (COP 30) be held?
Ans : Belém, Brazil.
Ques : Which is the first Bangladeshi establishment to be listed in Time magazine's World's Greatest Places of 2025'?
Ans : Zebun Nessa Mosque.
Ques : Which country is the top exporter in the world?
Ans : China.
Ques : Which country is the top importer in the world?
Ans : United States.
Ques : Which country became the 182nd member of the Inter-Parliamentary Union (IPU) on 6 April 2025?
Ans : Belize.
Ques : 'July Uprising Directorate' functions under which ministry?
Ans : Ministry of Liberation War Affairs.
Ques : When did Bangladesh enter the era of satellite internet?
Ans : 20 May 2025.
Ques : When is National Youth Day currently observed in Bangladesh?
Ans : 12 August.
Ques : What percentage of Grameen Bank is owned by the government?
Ans : 10%.
Ques : When will the budget for the 2025–26 fiscal year be announced?
Ans : 2 June 2025.
Ques : Which country formally joined China's Belt and Road Initiative (BRI) on 14 May 2025?
Ans : Colombia.
Ques : Which country ranks first in the 2025 Economic Freedom Index?
Ans : Singapore.
Ques : Which country has the highest per capita income?
Ans : Liechtenstein.
Ques : When will the 80th session of the UN General Assembly begin?
Ans : 9 September 2025.
Ques : Who won the 2025 International Booker Prize?
Ans : Banu Mushtaq.
Ques : Which is the 56th public university in the country?
Ans : Bogura University of Science and Technology.
Ques : Which is the 54th river port in the country?
Ans : Hatia Coastal River Port, Noakhali.
Ques : Which company received a license to operate a digital wallet on 2 June 2025?
Ans : Samadhan Services Limited.
Ques : Which country abolished its two-child policy on 3 June 2025?
Ans : Vietnam.

টাকার পরিমাণে মাত্র লেখা হয় কেন

টাকা লেনদেনের অন্যতম মাধ্যম চেক। টাকার অংক বড় হলে নগদের পরিবর্তে চেকের মাধ্যমেই লেনদেন করা হয়। তবে জানেন কি, কারও নামে চেক কেটে দিলে টাকার অংকের ঠিক পরেই মাত্র শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। মূলত প্রতারণা আটকাতে মাত্র শব্দটি লেখা হয়। চেকে টাকার অংক কথায় লেখার পর মাত্র এবং সংখ্যায় লেখার পর স্ল্যাস একুয়াল (/=) চিহ্ন দেওয়া থাকলে আপনাকে কেহ প্রতারিত করতে পারবে না। যেমন– আপনি কারও নামে ২৫,০০০ টাকার চেক দিলেন। কথায় লিখলেন পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র আবার সংখ্যায় লিখলেন ২৫,০০০/=। তেমনি ইংরেজিতে লেখার সময় লিখলেন Twenty five thousand taka only। এতে টাকার অংকের পর আর কেউ কোনো শব্দ বা Word বসাতে পারবে না। ফলে আপনি প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বতসোয়ানা সমতলভূমি হলেও এর ৭০% কালাহারি মরুভূমির অন্তর্ভুক্ত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

শিক্ষক নিবন্ধন আবেদন ও পরীক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষক নিবন্ধন

বেসরকারি স্কুল বা কলেজে শিক্ষক হওয়ার জন্য পৃথক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একজন প্রার্থী একটি সনদ লাভ করেন, যার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে শূন্য পদে বাংলাদেশের যেকোনো MPO ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের আবেদনের যোগ্যতা হয়। শিক্ষক নিবন্ধনের পর্যায় ৩টি—

- **স্কুল পর্যায় :** সহকারি শিক্ষক (বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান, কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা এবং ধর্ম), সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা/শরীরচর্চা শিক্ষক, সহকারী মৌলভী, এবতেদায়ী প্রধান ও প্রদর্শক পদ)।
- **স্কুল পর্যায়-২ :** ট্রেড ইন্সট্রাক্টর, জুনিয়র মৌলভী, জুনিয়র শিক্ষক (সাধারণ) ও এবতেদায়ী ক্বারী পদ।
- **কলেজ পর্যায় :** প্রভাষক/ইন্সট্রাক্টর (টেক)/ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) পদ।

আবেদনের যোগ্যতা

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল পর্যায়ের জন্য কমপক্ষে স্নাতক এবং কলেজ পর্যায়ের জন্য কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক হতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা থাকলেও আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। এছাড়াও সদ্য পাস করা প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়া প্রশংসাপত্র, টেব্যুলেশন শিট, মার্কশিট, প্রবেশপত্রসহ আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনের জন্য প্রার্থীর সমগ্র শিক্ষা জীবনে যেকোনো একটি তৃতীয় বিভাগ বা এর সমমনা GPA'র ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রথম ধাপ : প্রিলিমিনারি টেস্ট

- প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের Multiple Choice Question (MCQ) টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা।
- পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.২৫ নম্বর কাটা হয়।
- প্রিলিমিনারি টেস্টে পাস নম্বর ৪০%।

দ্বিতীয় ধাপ : লিখিত পরীক্ষা

প্রিলিমিনারিতে কৃতকার্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

- ১০০ নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা।
- লিখিত পরীক্ষায় সাধারণত পাঁচটি রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে হয়, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকে ১৫ নম্বর। এ ছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে পাঁচটি, প্রতিটির মান ৫ নম্বর।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রতিটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।
- বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যমের যে কোনো একটিতে লিখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে (অনিবার্য টেক্সট ব্যতীত) একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় আমন্ত্রণ জানানো হয়।

- নির্বাচিত প্রার্থীগণকে ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ২টি অংশ থাকে; যথা— শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ওপর ১২ নম্বর ও প্রশ্ন-উত্তরের ওপর ৮ নম্বর। মৌখিক পরীক্ষার উভয় অংশে অন্যূন শতকরা ৪০% নম্বর না পেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী জাতীয় মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অযোগ্য হবেন।
- লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জাতীয় সংসদে 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০০৫' পাস হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এ আইনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (Non-Government Teachers Registration & Certification Authority-NTRCA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩০ জুলাই ২০০৬ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ একটি পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য NTRCA কে প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

তথ্যকণিকায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ব : ২

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার রকমারি তথ্য নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বে ৬ বছরের কম-বয়সি শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলে।
- বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সসীমা ৩-৫+ বছর।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণত দুটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি/প্লে গ্রুপ বা প্রাক-কিন্ডারগার্টেন এবং ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন।
- কোনো কোনো স্কুলে ৩-৪ বছরের শিশুদের জন্য প্লে-গ্রুপ, ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি, ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-১ এবং ৬-৭ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-২ শ্রেণিতে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২০ দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর অনুমোদন হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বয়স্ক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে আখ্যায়িত করা হয় • উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দুভাগে বিভক্ত— প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা • প্রাথমিক শিক্ষার বয়সসীমা ৮-১৪ বছর বয়সের শিশু • বয়স্ক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার বয়সসীমা ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের নারী-পুরুষ • ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শুরু হয় • ১৪ এপ্রিল ২০০৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় • ১৮ নভেম্বর ২০১৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪ জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৪ এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় • ৭ মার্চ ২০১৭ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয় এবং তা ২৩ মার্চ ২০১৭ গেজেট হিসেবে প্রকাশিত হয়।

কিন্ডারগার্টেন

কিন্ডারগার্টেন হলো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুলে মূলত প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। কিছু কিন্ডারগার্টেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ায়। জার্মান শব্দ 'Kindergarten' থেকে এর উৎপত্তি, যার অর্থ 'শিশুদের বাগান'। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবেল। তিনি ১৮৩৭ সালে জার্মানির ব্যাড ব্লাঙ্কেনবার্গে প্রথম কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ

- ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়।
- ২০১৩ সালে দ্বিতীয়বার ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,৭৭২ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়।

সংবিধানে শিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ১৫(ক) অনুচ্ছেদ • অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৭নং অনুচ্ছেদ • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে বৈষম্য না করা ২৮(৩) অনুচ্ছেদ।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক

১৯৮৩ সাল থেকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সাল থেকে ১০০% নতুন বই প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

National Student Assessment (NSA) হলো একটি বৃহৎ পরিসরের মূল্যায়ন যা প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত স্তর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। বিশেষ করে দুটি মৌলিক বিষয়ে : সাক্ষরতা (বাংলা) এবং গণনা দক্ষতা (গণিত)। উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME) ২০০৬ সাল থেকে জাতীয় NSA কার্যক্রম শুরু করে।

BTPT : প্রাথমিক শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ

১৯০২ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য Guru training (GT) স্কুল চালু হয়। ১৯৪৪ সালে ৫৫টি GT স্কুলকে Primary Training (PT) স্কুলে রূপান্তর করা হয়। ১৯৪৯ সালে Primary Teachers Training Institute (PTI) স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়, যা ১৯৫৫ সাল থেকে কার্যকর হয়। প্রথমদিকে PTI-সমূহে ৯ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু ছিল। ১৯৭৯ সালে 'সি-ইন-এড' প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ১ বছর মেয়াদি ট্রেনিং চালু হয় নামে। যার পূর্ণরূপ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সি-ইন-এড ট্রেনিংয়ের পরিবর্তে ২০১২ সালে ডিপিএড নামে আঠারো মাসের কোর্স চালু হয়। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ১৫টি PTI-তে পাইলটিং ১০ মাসের পরিমার্জিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয় (BTPT)। ২০২৪ সালে একযোগে বাংলাদেশের সবগুলো পিটিআইতে ডিপিএড-এর বদলে চালু হয় Basic Training for Primary Teacher (BTPT)।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ভাইভায় সাফল্যের সহজ কৌশল

লিখিত পরীক্ষার বৈতরণি পার হওয়ার পর চাকরিপ্রার্থীদের জন্য অপেক্ষা করে চূড়ান্ত ধাপ ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষা। এটি কেবল জ্ঞান যাচাইয়ের পরীক্ষা নয়, বরং আপনার ব্যক্তিত্ব, মানসিক দৃঢ়তা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং যোগাযোগ দক্ষতারও পরীক্ষা। অনেক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় ভালো ফল করেও ভাইভায় আশানুরূপ ফল করতে না পারায় চূড়ান্ত তালিকা থেকে ছিটকে পড়ে। ফলে ভাইভার গুরুত্ব অপরিসীম।

মৌলিক বিষয়

ভাইভার প্রস্তুতি শুরু করার আগে আপনাকে কিছু মৌলিক বিষয় জেনে নিতে হবে—

- **নিজেকে জানুন :** আপনার নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আপনার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিজ জেলা, পরিবার সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য এবং সেগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাধারণ তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে রাখুন।
- **সাধারণ জ্ঞান ও সাম্প্রতিক বিষয়াবলি :** বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বিশেষ করে সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এসব বিষয়ে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নিজ ক্যাডার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

আপনি যে ক্যাডারগুলো পছন্দের তালিকায় রেখেছেন, সেগুলোর কাজ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিন। কেন আপনি এই ক্যাডারটি বা পদটি পছন্দ করেন, তা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার প্রস্তুতি রাখুন।

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

- **নিজ জেলা :** আপনার জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিখ্যাত ব্যক্তি, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে রাখুন। আপনার জেলার নামকরণের ইতিহাস বা কোনো বিশেষ স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে।
- **শিক্ষাগত বিষয় :** আপনার স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন। আপনার পঠিত বিষয়ের সঙ্গে বিসিএস ক্যাডারের কাজের বা সংশ্লিষ্ট পদের কী সম্পর্ক, তা বোঝানোর ক্ষমতা থাকতে হবে।
- **মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান :** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধানের মূলনীতি, গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ এবং সংশোধনীগুলোর বিষয়ে ভালোভাবে জেনে নিন।
- **সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :** দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এসব বিষয়ে মৌলিক ধারণা থাকা উচিত।
- **নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন :** এই বিষয়গুলো বিসিএস সিলেবাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিসিএস ভাইভায় এগুলোর সংজ্ঞা, গুরুত্ব এবং বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে।

মৌখিক অনুশীলন (মক ভাইভা)

- অভিজ্ঞ বিসিএস ক্যাডার বা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত মক ভাইভাগুলোতে অংশ নিন। এতে আপনার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত হবে এবং আপনি সেগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- **নেতিবাচকতা পরিহার :** কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে অযথা আন্দাজে কিছু বলবেন না। বিনীতভাবে বলুন যে আপনার জানা নেই। মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।
- **ইতিবাচক মনোভাব :** চাপের মুখে শান্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। বোর্ড সদস্যরা আপনার মানসিক চাপ মোকাবিলার ক্ষমতাও যাচাই করবেন।
- **যোগাযোগে দক্ষতা :** স্পষ্ট ভাষায়, গুছিয়ে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলুন। আঞ্চলিকতা পরিহার করে প্রমিত বাংলায় কথা বলার অভ্যাস করুন।

টিপস

- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিন।
- মানসিক চাপ কমাতে পরীক্ষার আগ পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন।
- হাসিখুশি ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ভাইভা বোর্ডে প্রবেশ করুন।
- চাকরির ভাইভায় ভালো করার জন্য গুছিয়ে প্রস্তুতির বিকল্প নেই। সফলতা পেতে হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে হবে
- নিয়মিত বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা পড়তে হবে। তাহলে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয়গুলো জানা যাবে।

ভাইভা আপনার স্বপ্ন পূরণের শেষ ধাপ। সুচিন্তিত প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে এ ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। *[সংগৃহীত ও পরিমার্জিত]*

বিশ্বের তৃতীয় (১৭.৭%) হীরা উৎপাদনকারী দেশ বতসোয়ানা

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

সাহিত্যিক পরিচিতি

আগস্ট মাসে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের জন্ম নিয়ে বিশেষ আয়োজন

প্রমথ চৌধুরী

ছদ্মনাম : বীরবল • জন্ম : ৭ আগস্ট ১৮৬৮; যশোর • পিতা : দুর্গাদাস চৌধুরী • পুরস্কার : ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন • মৃত্যু : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬; শান্তিনিকেতন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- ♦ **প্রবন্ধগ্রন্থ** : তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), রায়তের কথা (১৯২৬)।
- ♦ **গল্পগ্রন্থ** : চার-ইয়ারি কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত ও গল্পগ্রন্থ (১৯৪১)।
- ♦ **কাব্যগ্রন্থ** : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।
- ♦ **বিখ্যাত উক্তি** : সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১৯১৪ সালে মাসিক 'সবুজপত্র' প্রকাশনা করেন।
- প্রমথ চৌধুরী বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক।
- প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে প্রবন্ধ ও নানা গল্প প্রকাশ করতেন।
- বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন।
- 'বীরবলের হালখাতা' বাংলাভাষায় চলিত রীতিতে তার লেখা প্রথম গদ্য।
- তিনি বাংলা কবিতায় ইতালিয় সনেটের প্রবর্তক।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

উপাধি : কিশোর কবি • জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২৬; কলকাতায় • পিতা : নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য • মৃত্যু : ১৩ মে ১৯৪৭; কলকাতায়।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- ♦ **কাব্যগ্রন্থ** : ছাড়পত্র (১৯৪৭), পূর্বাভাস (১৯৫০), হরতাল (১৯৬২), গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫)।
- ♦ **কবিতা** : ছাড়পত্র, আঠারো বছর বয়স, একটি মোরগের কাহিনি, হে মহাজীবন, সিগারেট, লেলিন ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।
- ৮ অথবা ৯ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের সাময়িকীতে 'সঞ্চয়' শিরোনামে প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।
- তার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।
- জীবিতাবস্থায় তার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'আকাল' (১৯৪৪)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

ছদ্মনাম : আবু শরিয়া • জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২ চট্টগ্রামের ষোলশহর • পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ • পুরস্কার : পিইএন (PEN) পুরস্কার (বহিপীর) (১৯৫৫), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (লালসালু) (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক মরণোত্তর লাভ করেন (১৯৮৩) • মৃত্যু : ১০ অক্টোবর ১৯৭১, প্যারিস।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- ♦ **উপন্যাস** : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), দি আগলি এশিয়ান (২০০৬; মরণোত্তর), হাউ টু কুক বিনস (২০১২; মরণোত্তর)।
- ♦ **গল্পগ্রন্থ** : নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)।
- ♦ **নাটক** : বহিপীর (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- তার প্রকাশিত প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।
- 'নয়নচারা' তার প্রথম গল্পগ্রন্থ,যা ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত হয়।
- ইংরেজি ভাষায় তার রচিত উপন্যাস The Ugly Asian।
- মনোসমীক্ষামূলক উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো।
- লালসালুর ইংরেজি অনুবাদ Tree Without Roots (1967) নামে হয়।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রথম প্রয়োগ ঘটান।

স্বর্ণকুমারী দেবী

জন্ম : ২৮ আগস্ট ১৮৫৫ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে • পিতা : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর • পুরস্কার : ১৯২৭ সালে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। মৃত্যু : ৩ জুলাই ১৯৩২; কলকাতা।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

- ♦ **উপন্যাস** : দীপনির্বাণ (১৮৭৬), মালতী (১৮৭৯), হুগলীর ইমামবাড়ি (১৮৮৮), বিচিত্রা (১৯২০)।
- ♦ **নাটক** : বিবাহ-উৎসব (১৮৯২), বসন্ত-উৎসব (১৮৭৯)।
- ♦ **কাব্যগ্রন্থ** : কবিতা ও গান (১৮৯৫)।
- ♦ **বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ** : পৃথিবী (১৮৮২)।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী।
- তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক।
- কিশোর পত্রিকা 'বালক' প্রতিষ্ঠা তার অমর কীর্তি।
- 'দীপনির্বাণ' (১৮৭০) তার প্রথম উপন্যাস।

সাফারিনির্ভর পর্যটন বতসোয়ানার আয়ের অন্যতম উৎস

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি

পর্ব-১২

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। তাই এবারের পর্বে রয়েছে— বিশ্বের প্রথম ব্যাংক, জাতীয় খেলা ও খেলার সাথে যুক্ত শব্দ নিয়ে আয়োজন।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা ও খেলা সম্পর্কিত শব্দ

১. **যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা কোনটি?** [বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০০৮]
ⓚ ফুটবল ⓚ ক্রিকেট ● বেসবল ⓘ সাঁতার

২. **তীরন্দাজি কোন দেশের জাতীয় খেলা?** [জবি ২০১৬-১৭]
ⓚ নেপাল ⓚ চীন ⓖ মঙ্গোলিয়া ● ভুটান

৩. **ভুটানের জাতীয় খেলা কোনটি?** [ঢাবি ২০০৮-০৯]
ⓚ হকি ● আর্চারি ⓖ ফুটবল ⓘ কাবাডি

৪. **ব্যাডমিন্টন কোন দেশের জাতীয় খেলা?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ মালয়েশিয়া ● ইন্দোনেশিয়া ⓖ চীন ⓘ ইংল্যান্ড

৫. **জুলে রিমে শব্দটি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?** [ইবি ২০১১-১২]
ⓚ বিশ্বকাপ হকি ⓚ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ⓖ বিশ্বকাপ টেনিস ● বিশ্বকাপ ফুটবল

৬. **Castling শব্দটি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?** [সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ২০১২]
ⓚ বেসবল ⓚ টেনিস ● দাবা ⓘ ফুটবল

৭. **Fair Way শব্দটি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?** [শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সি. অফিসার ২০১০]
ⓚ হকি ⓚ ক্রিকেট ● গলফ ⓘ হকি

৮. **গ্রান্ড প্রিক্স কিসের সাথে সম্পর্কিত?** [পূবালী ব্যাংকের অফিসার ২০০৮]
● লন টেনিস ⓚ বক্সিং ⓖ ভলিবল ⓘ গলফ

৯. **Par শব্দটি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?** [জবি ২০০৬-০৭]
ⓚ ব্রিজ ⓚ বিলিয়ার্ড ● গলফ ⓘ হকি

১০. **Pitch Shot শব্দটি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত?** [স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের অফিসার ২০০৯]
● গলফ ⓚ ক্রিকেট ⓖ বাস্কেটবল ⓘ ফুটবল

বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা

দেশ	জাতীয় খেলা	দেশ	জাতীয় খেলা
আফগানিস্তান	বুজকাশি (ঘোড়দৌড় বিশেষ)	রাশিয়া	ব্যান্ডি (রাশিয়ান হকি)
আর্জেন্টিনা	পেটো (পূর্বনাম হুবল)	চীন	টেবিল টেনিস
বাংলাদেশ	কাবাডি	ইন্দোনেশিয়া	ব্যাডমিন্টন
বেলজিয়াম	সাইক্লিং	পাকিস্তান	হকি
ফ্রান্স	ফুটবল	যুক্তরাজ্য	ক্রিকেট
স্পেন	ষাঁড়ের লড়াই	শ্রীলংকা	ভলিবল

বিভিন্ন খেলার সাথে যুক্ত শব্দ

খেলা	ব্যবহৃত শব্দ
ক্রিকেট	গুগলি, কভার ড্রাইভ, ডাক, অ্যাসেজ, হুক
ফুটবল	ড্রিবলিং সিজারস, পেনাল্টি কিক, ইয়েলো কার্ড, রেড কার্ড, মার্কিং, গোল্ডেন গোল
গলফ	পার, ফেয়ারওয়ে, পিচ শট
টেনিস	সার্ভিস, ড্রপ শট, ফল্ট, লেট
টেবিল টেনিস	চোপ ব্যাকস্পিন, অ্যান্টি লপ
দাবা	গ্যামবিট, নীট, পন, গ্রান্ড মাস্টার
শুটিং	মার্কস ম্যানশিপ, বুলস আই
সাঁতার	বাটারফ্লাই, ক্রল, ব্যাক স্ট্রোক
জুডো	দান, ডোজো
কাবাডি	রেইডার, বোনাস লাইন, সুপার ট্যাকেল

বিশ্বের প্রথম ব্যাংক

১. **বিশ্বের প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়—** [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৫]
ⓚ ফ্রান্সে ⓚ সুইডেনে ⓖ ইতালিতে ● চীনে

২. **পৃথিবীতে প্রথম সরকারি ব্যাংক কোনটি?** [বিকেবি'র সিনিয়র অফিসার ২০১৫]
● ব্যাংক অব ভেনিস ⓚ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
ⓖ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ⓘ ব্যাংক অব বার্সেলোনা

৩. **বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?** [ডাচ বাংলা ব্যাংকের অফিসার ২০০৯]
ⓚ শাসী ব্যাংক ⓚ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
ⓖ ব্যাংক অব ভেনিস ● দি রিকস ব্যাংক অব সুইডেন

৪. **ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি?** [ববি ২০১৫-১৬]
ⓚ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ⓚ হিন্দুস্থান ব্যাংক
ⓖ ইম্পেরিয়াল ব্যাংক ● রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বিষয়	নাম	প্রতিষ্ঠা
বিশ্বের প্রথম ব্যাংক	শাসী ব্যাংক (চীন)	খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০
বর্তমানে চালু থাকা বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাংক	মন্টে ডেই পাসচি ডি সিয়েনা (ইতালি)	১৪৭২
বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক	দি রিকস ব্যাংক (সুইডেন)	১৬৬৮
যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম ব্যাংক	সি হোয়ার অ্যান্ড কোং	১৬৭২
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৩৫

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বতসোয়ানায় রপ্তানি হয়

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

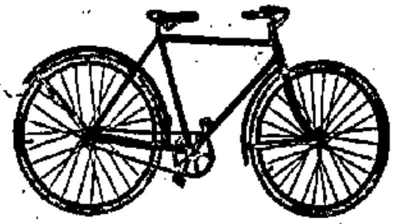

বাইসাইকেল দুই চাকার বিস্ময়

আ বি ষ্কা র
পর্ব ১২

আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ দ্বিচক্রযান বাইসাইকেল। কেবল একটি সাধারণ বাহন নয়, এটি একই সাথে ব্যায়ামের সঙ্গী, পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের মাধ্যম এবং অনেকের কাছে স্বাধীনতা ও আনন্দের প্রতীক। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত, সকল বয়সের মানুষের কাছে বাইসাইকেলের কদর আজও অমলিন।

পরিচিতি

বাইসাইকেল বা দ্বিচক্রযান হচ্ছে দুই চাকা বিশিষ্ট পায়ে চালানোর জন্য একটি বাহন। যার দুটি চাকা একটি ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত থাকে, একটির পিছনে আরেকটি থাকে। একজন সাইকেল আরোহীকে সাইক্লিস্ট বা সাইকেল আরোহী বলা হয়। বাইসাইকেল শব্দটি ইংরেজি মুদ্রণে ১৮৬৮ সালে 'দ্য ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস

বাইসাইকেলের জন্ম কিন্তু একদিনে হয়নি। বহু বছরের চেষ্টা আর উদ্ভাবনি চিন্তার ফসল এই সরল অথচ কার্যকর যানটি। টাইমলাইনে বাইসাইকেলের ইতিহাস তুলে ধরা হলো—

- **১৪১৮ :** ইতালীয় প্রকৌশলী জিওভান্নি ফন্টানা চারটি চাকার সঙ্গে দড়ি জুড়ে দিয়ে মানুষ চালিত বাইসাইকেলের আদি রূপ তৈরি করেন।
- **১৮১৭ :** ব্যারন কার্ল ভন ড্রেইস নামের এক জার্মান ভদ্রলোক ইতিহাসের প্রথম দুই চাকার সাইকেল উদ্ভাবন করেন। জার্মান ভাষায় এর নাম ছিল 'লাউফমেশিন'।
- **১৮১৮ :** কার্ল ভন ড্রেইস তার উদ্ভাবিত বাইসাইকেল পেটেন্ট করেন, যা 'ভেলোসিপেড' নামে পরিচিতি পায়। এটি ইতিহাসের প্রথম সত্যিকারের দ্বিচক্রযান।
- **১৮৬৩ :** পিয়েরে লালমেন্ট, উদ্ভাবন করেন ধাতব ফ্রেম আর সামনের চাকার সঙ্গে পেডাল লাগানো 'বাইসাইকেল' নামের দ্বিচক্রযান।
- **১৮৮৫ :** জন কেম্প স্টার্লি নামে একজন ব্রিটিশ উদ্ভাবক 'রোভার সেফটি বাইসাইকেল' আবিষ্কার করেন। এটিই ছিল আধুনিক বাইসাইকেলের আদিরূপ।
- **১৮৮৮ :** জন বয়েড ডানলপ বায়ু ভর্তি টায়ার আবিষ্কার করেন, যা বাইসাইকেলকে আরও আরামদায়ক করে তোলে।

পরিবেশ সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যগত সুবিধার কারণে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে বাইসাইকেল অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বাইসাইকেল যেমন— মাউন্টেন বাইক, রোড বাইক, হাইব্রিড বাইক, ইলেক্ট্রিক বাইক ইত্যাদি প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশে বাইসাইকেল

বাংলাদেশে বাইসাইকেল ঠিক কখন এসেছিল, তার নির্দিষ্ট তারিখ বলা কঠিন। তবে, ১৯০০-এর দশকের প্রথম দিকে এর প্রচলন শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারী আলিটা (Alita Bangladesh Limited)-এর মাধ্যমেই 'মেইড ইন বাংলাদেশ' লেখা বাইসাইকেলের বিশ্ব বাজারে যাত্রা শুরু হয়।

ত থ্য ক ণি কা

- ৩ জুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস।
- নেদারল্যান্ডের প্রায় ৯৯% মানুষ বাইসাইকেল ব্যবহার করে। [সূত্র : rankingroyals.com]
- যুক্তরাজ্যের থমাস স্টিভেনাসকে (১৮৫৪-১৯৩৫) বলা হয়ে থাকে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৮৮৪-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বভ্রমণ করেন।
- বাইসাইকেলের জনক জার্মান ব্যারন কার্ল ভন ড্রেইস।
- বাইসাইকেল উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ : চীন। [সূত্র : worldometers. info]
- বাইসাইকেল আমদানিতে শীর্ষদেশ : যুক্তরাষ্ট্র। [সূত্র : reportlinker.com]
- বিশ্বে বাইসাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশ অষ্টম। ইউরোপের বাজারে বাইসাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশ তৃতীয়। *[প্রথম আলো; ২১ জুলাই ২০২১]*

■ **বাইসাইকেল চালানো কি স্বাস্থ্যকর?**

বলা হয়ে থাকে, সাইক্লিং যদি একটা ওষুধ হত, তাহলে ডাক্তাররা এটা সবাইকেই প্রেসক্রিপশনে লিখে দিত। যারা সাইকেল চালিয়ে কাজে যায় তাদের যে কোন রকম মৃত্যুঝুঁকি ৪১% কমে যায়, স্কটল্যান্ডের এডিনবরা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় উঠে আসে এটি। সাইক্লিং শারীরিক নানা রোগ দূরে রাখার পাশাপাশি মানসিক রোগও দূর করে।

■ **ব্যক্তি হিসেবে একক যাত্রায় বাইসাইকেলে দীর্ঘতম ভ্রমণ**

নরপত সিং রাজপুরোহিত (ভারত); ৩০,১২১.৬৪ কিলোমিটার (১৮৭১৬.৭১ মাইল); জম্মু ও কাশ্মীরে ২৭ জানুয়ারি ২০১৯-২০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত এই যাত্রাটি করেন।

২০২৪ সালে বতসোয়ানায় আবিষ্কৃত হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরা

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা

পটভূমি : ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৯ অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বব হক দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে এক ভাষণে সর্বপ্রথম এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (APEC)-এর ধারণাটি প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। এর ফলে ৬-৭ নভেম্বর ১৯৮৯ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১২টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যারেথ ইভান্স। দেশগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। এ বৈঠকের মাধ্যমেই এপেক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৯-১৯৯২ সালের মধ্যে, এপেক একটি অনানুষ্ঠানিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রিপর্যায়ের সংলাপ হিসেবে মিলিত হয়। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার জন্য বৃহত্তর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য এপেকভুক্ত শীর্ষ নেতাদের বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সিঙ্গাপুরে এপেক সচিবালয় উদ্বোধন করা হয়। প্রতি বছর একটি দেশ এপেকের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। সভাপতি দেশ বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন, পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক মন্ত্রী এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সভা আয়োজন করে।

লক্ষ্য : বিশ্বব্যাপী যে কয়টি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের সৃষ্টি হয়েছে এপেক সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর লক্ষ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা। অর্থাৎ আঞ্চলিক বাণিজ্য সহজ করতে এপেক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক GDP'র প্রায় ৬০% এসব দেশ থেকে আসে। এছাড়া ৪৭%-বেশি বিশ্ব বাণিজ্য হয় এবং এ অঞ্চল মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলারের অধিক। বিশ্বে মোট উৎপাদিত পণ্যের ৫৫% এখানে উৎপাদিত হয়, যা বিশ্ব অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সম্মেলন : ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর সংস্থাটির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম চার বছর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-২০ নভেম্বর ১৯৯৩ যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক দ্বীপে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ৩৩তম শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এপেকের শীর্ষ সম্মেলনে তাইওয়ানের সরকার প্রধানের পরিবর্তে মন্ত্রি পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

FACT FILE

- পূর্ণরূপ : Asia-Pacific Economic Co-operation
- এপেকের উদ্যোক্তা : বব হক (সাবেক প্রধানমন্ত্রী, অস্ট্রেলিয়া)
- প্রতিষ্ঠা : ৬ নভেম্বর ১৯৮৯
- সদর দপ্তর : সিঙ্গাপুর
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ : ১২টি
- বর্তমান সদস্য : ২১টি— অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র (প্রতিষ্ঠাতা); চীন, হংকং ও তাইওয়ান (১২ নভেম্বর ১৯৯১); মেক্সিকো ও পাপুয়া নিউগিনি (১৭ নভেম্বর ১৯৯৩); চিলি (১১ নভেম্বর ১৯৯৪), পেরু, রাশিয়া ও ভিয়েতনাম (১৪ নভেম্বর ১৯৯৮)
- পর্যবেক্ষক : ৩টি— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় জাতি সংস্থা (ASEAN) সচিবালয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা কাউন্সিল (PECC) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ফোরাম (PIF) সচিবালয়
- এপেক প্রধান : নির্বাহী পরিচালক
- নির্বাহী পরিচালকের মেয়াদ : ৩ বছর
- প্রথম নির্বাহী পরিচালক : উইলিয়াম বোড্ডে, জুনিয়র (যুক্তরাষ্ট্র); ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-১৯৯৪
- বর্তমান নির্বাহী পরিচালক : অ্যাডুয়ার্ডো পেদ্রোসা (ফিলিপাইন); ১ জানুয়ারি ২০২৫-বর্তমান।

পরীক্ষার প্রশ্নে APEC

১. APEC **কবে গঠিত হয়?** [তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার ২০০৫]
(ক) ১৯৭৯ সালে **(খ) ১৯৮৯ সালে** (গ) ১৯৯০ সালে (ঘ) ১৯৯১ সালে

২. APEC'র **সদর দপ্তর কোথায়?** [BADC'র সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭]
(ক) হেগ (খ) জেনেভা **(গ) সিঙ্গাপুর** (ঘ) রোম (ঙ) কোনোটিই নয়

৩. APEC stands for— [জাবি (সি১ ইউনিট) : ২০১৫-১৬]
(ক) Arab Petroleum Exporting Co-oeration (খ) Arab Peoples' Economic Co-operation
(গ) Asia-Pacific Economic Co-operation (ঘ) Asian Petroleum Exporting Co-operation

বতসোয়ানার মোট ভূখণ্ডের ৩৮% ন্যাশনাল পার্ক ও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Short Notes

One China Policy

The 'One China policy' is the diplomatic formula under which most states recognize the People's Republic of China (PRC) as the sole legitimate government of 'China' while maintaining, at most, unofficial ties with Taiwan (formally the Republic of China, ROC). The policy emerged from the Chinese Civil War. In 1949, the Chinese Communist Party proclaimed the PRC in Beijing, the Kuomintang government retreated to Taiwan and for two decades many Western and UN members continued to seat the ROC. That changed on 25 October 1971, when UN General Assembly Resolution 2758 transferred China's UN seat to the PRC and expelled 'the representatives of Chiang Kai shek,' creating the legal bedrock Beijing still cites to exclude Taipei from international bodies. The One China policy is neither a static doctrine nor a global consensus but a contested diplomatic patchwork. Whether it continues to function as a stabilizing ambiguity or mutates into a casus belli will hinge on how deftly all parties manage the policy–principle divide in an era when military readiness drills, semiconductor fabs and parliamentary resolutions alike can reverberate across an increasingly fragile status quo.

Global South

The Global South is a dynamic, historically rooted shorthand for the constellation of countries— mostly in Asia, Africa, Latin America, the Caribbean and the Pacific— that experienced colonial domination and now share structural disadvantages within the global political economy, yet are increasingly asserting collective agency. The phrase itself was first popularized in 1969 by the U.S. anti-war activist Carl Oglesby, who spoke of a 'southern' zone oppressed by centuries of Northern power but its lineage runs deeper: Bandung's Afro Asian Conference of 1955 sketched the moral geography of de colonial solidarity; the Non Aligned Movement (NAM) was formally launched in Belgrade in 1961 to resist Cold War bloc politics and in 1964, 77 developing states formed the G 77 inside UNCTAD to demand fairer trade rules. South South cooperation evolved: mercosur in South America, ASEAN in Southeast Asia, the African Union and above all the BRICS forum thereby expanding a club whose combined GDP has now overtaken the G7 and whose 2025 summit in Brazil is explicitly billed as 'a voice for the Global South'. On the economic front, the bloc's New Development Bank, the African Export Import Bank and China's Bel and Road Initiative have begun to offer alternative finance.

Middle Income Trap

The 'middle-income' trap is a situation where a country experiences rapid economic growth and moves from low-income to middle-income status, but then struggles to become a high-income economy. For the 2026 fiscal year, low-income economies are defined as those with a GNI per capita of $1,135 or less in 2024; lower middle-income economies are those with a GNI per capita between $1,136 and $4,495; upper middle-income economies are those with a GNI per capita between $4,496 and $13,935; high-income economies are those with more than a GNI per capita of $13,935. The term was coined in 2007 by World Bank economists Indermit Gill and Homi Kharas when they observed that many East Asian and Latin American economies had stalled after their initial growth spurt, squeezed between lower wage newcomers on one side and innovation front runners on the other. Since then the concept has become a staple of policy debates because the stakes are enormous: 108 economies— home to six billion people were classified as middle income at the end of 2023, yet only 34 have graduated to high income status since the 1990s. The World Bank's 2024 World Development Report warns that escaping will be tougher than ever. Bangladesh is emblematic of the hurdle ahead. Having reached lower middle-income status on 1 july 2015, it now confronts stagnating exports, flat tax effort and weak productivity growth— symptoms that a recent white paper dubbed 'sleepwalking into the trap,'.

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Feature

Internet Odyssey of Bangladesh

The history of the internet in Bangladesh is a story of gradual yet determined progress. From its humble beginnings in the early 1990s to today's expanding digital landscape, Bangladesh has transformed itself into a growing player in the global digital economy. The journey reflects the country's ambition to modernize communication, foster education, and enhance governance through technology.

Early Beginnings

The online internet was first introduced in Bangladesh on 6 June 1996 by Information Services Network (ISN), a private company. The service was initially limited and extremely expensive, available mostly in Dhaka. Internet access was provided via dial-up connections, which were slow (usually 14.4 or 28.8 kbps) and unstable. Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) was established under the Bangladesh Telecommunication Act, 2001, (Act no18 of 2001) published by the parliament in the Bangladesh Gazette extraordinary on 16 April 2001. BTRC started its journey from 31 January 2002. This marked a turning point, as the government began to take internet development more seriously.

Development of Internet

Initially, numerous Internet Service Providers (ISPs) began operating in urban areas, making internet accessible to households and businesses. In 2006, Grameenphone launched EDGE (2.5G) mobile internet, followed by other operators, allowing mobile users to go online even without computers. 21 May 2006 Bangladesh was connected to the global internet backbone through the SEA-ME-WE-4 submarine cable, significantly improving bandwidth and reducing costs. The introduction of 3G in 2012 by all major telecom operators enhanced mobile internet speed, further boosting connectivity. Meanwhile, the government invested heavily in ICT infrastructure, including the establishment of national data centers and e-governance platforms. The launch of the Bangladesh-1 satellite on 11 May 2018 aimed to improve communication and internet services in remote areas. The same year saw the rollout of 4G, enabling high-speed mobile internet and supporting the rise of streaming, e-commerce and video conferencing. Through initiatives like the Access to Information (a2i) program, schools and colleges were equipped with multimedia classrooms and digital content to promote ICT in education. A major push for nationwide fiber optic expansion brought broadband access to rural areas. As a result, internet usage skyrocketed—from less than 1 million users in 2005 to over 130 million by 2024. This surge has fueled the growth of online services such as e-commerce, mobile banking (e.g., bKash), online education, telemedicine and freelancing. Looking ahead, Bangladesh is testing 5G services and exploring partnerships with satellite internet providers like Starlink, signaling a future of even more inclusive and advanced digital connectivity.

Satellite Internet

Satellite internet uses satellites orbiting the earth to deliver internet services. Instead of relying on cables or phone lines, data is sent and received through these satellites. It was first introduced in the 1990s as a solution for remote and underserved areas where traditional broadband infrastructure, like cable or fiber, is unavailable. The system works by sending signals from a user's dish or terminal to a satellite orbiting the earth, which then relays the data to a ground station connected to the internet backbone. Data is sent back to the user in a similar manner, essentially creating a two-way communication link. To use satellite internet, a user needs a satellite dish or an antenna, a modem, and power supply. The antenna is installed outdoors to communicate with the satellite. It sends and receives signals to and from the satellite in space. The modem connects to the satellite dish and translates the satellite signal into a usable internet connection for devices. If users want to connect multiple devices wirelessly, they may need a router to create a Wi-Fi network.

সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তে অবস্থিত স্থলবেষ্টিত দেশ লেসোথো

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

Satellite Internet in Bangladesh

Starlink's entry into Bangladesh is anticipated to expand internet access in remote and underserved areas, potentially transforming the digital landscape. Starlink conducted a demo testing of its internet services on 9 April 2025. With the advent of global low-Earth orbit (LEO) satellite constellations and increasing government interest, the country is now exploring satellite internet as a feasible option to ensure inclusive connectivity.

The Need for Satellite Internet: While Bangladesh has witnessed rapid growth in mobile and broadband internet, the coverage is still uneven. Rural and remote areas, including parts of the Chittagong Hill Tracts, char lands, and coastal zones, often lack reliable access due to difficult terrain or insufficient infrastructure. Satellite internet can provide high-speed connectivity directly from orbit, bypassing the need for extensive ground-based infrastructure.

Guidelines for satellite internet : The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) on 27 March 2025 published its final guidelines to welcome Starlink-like satellite internet service providers, including the scope for the state to intercept internet content, similar to those in mobile and fibre-based broadband networks.

Challenges : However, the key challenge in Bangladesh remains the cost — one has to bear a one-time cost of approximately $350 for the equipment. Besides, Starlink's subscription costs $99 per month, while Hughesnet's service starts at $50 per month. The Bangladesh government can still potentially shut down satellite internet services. That remains to be a key challenge to the liberty of internet users.

Way forward

To harness the benefits of satellite internet, Bangladesh must take proactive and strategic steps. Encouraging public-private partnerships can help subsidize the high costs of satellite internet, especially for rural and underserved communities. At the same time, updating existing telecom regulations is essential to accommodate and support the entry of satellite internet providers into the market. Investing in digital literacy is equally important to ensure that citizens, particularly in remote areas, can effectively use and benefit from this technology. Moreover, the government should explore future satellite initiatives, including the possibility of launching a second satellite dedicated to enhancing internet connectivity across the nation.

Satellite internet holds the potential to transform the digital landscape of Bangladesh. By embracing this technology, the country can empower its citizens, boost the rural economy, and ensure that no one is left behind in the digital revolution. With the right policies, partnerships, and investment, satellite internet could be the next big leap in Bangladesh's journey toward connectivity for all.

FACT FILE

- Name : Starlink
- Type : Satellite internet constellation
- Developer/Operator : SpaceX (founded by Elon Musk)
- Country of Origin : USA
- First Launching : 24 May 2019
- Purpose : To provide high-speed, low-latency broadband internet across the globe, especially in remote and underserved areas
- Satellite Type LEO (Low Earth Orbit)
- Download Speed 238 Mbps to 384 Mbps (for residential users)
- Upload Speed 20 Mbps to 42 Mbps
- Constellation Size Goal Up to 42,000 satellites (FCC approved ~12,000 so far)
- Operational Countries (2025): more than 100 countries and territories.
- Satellites Launched Over 7,600
- Satellites Active ~4,900
- Global Users Around 3 billion people
- Internet Latency 51-65 ms (residential)

Interesting Facts

- Starlink was used to restore internet in Ukraine after Russian attacks on infrastructure.
- Starlink was activated in Iran after Tehran imposed nationwide internet restrictions in the wake of Israeli aggression against the country.
- The name "Starlink" was inspired by the book "The Fault in Our Stars" by John Green.
- SpaceX plans to fund Mars missions with revenue from Starlink services.

লেসেথোর প্রাচীন নাম বাসোথোল্যান্ড

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও তরুণ সমাজ

গণতন্ত্র একটি জাতির প্রাণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশি সত্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন হওয়ার যে স্বপ্ন এ জাতি দেখেছিল, তার মূলে ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তরুণ সমাজ। মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই তরুণ সমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাদের আত্মত্যাগ, সাহস আর প্রতিবাদী মনোভাবই বারবার নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে।

গণতন্ত্র

'গণতন্ত্র' শব্দের উৎপত্তি গ্রিক ভাষায় ডেমোক্র্যাটিয়া থেকে। যার অর্থ, 'জনগণের দ্বারা শাসন।' এটি দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দকে একত্রিত করেছে : 'ডেমো (Demo)' অর্থ একটি নির্দিষ্ট নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী সমগ্র নাগরিক এবং 'ক্র্যাটোস (Kratos)' অর্থ ক্ষমতা বা শাসন। বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র সৃষ্টি হয় গ্রিসের একটি শহর রাষ্ট্র এথেন্সে। গণতন্ত্রের জনক বলা হয় এরিস্টটলকে। তবে আধুনিক গণতন্ত্রের জনক হলেন জন লক।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা : গণতন্ত্র হলো একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে আইন, নেতৃত্ব, নীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, Democracy is the government of the people, by the people, for the people। 'গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার।'

তরুণ সমাজ

তরুণ শব্দটি অনেক ছোট হলেও এর শাব্দিক অর্থ মোটেও ছোট নয়। কারণ তরুণ তাকেই বলা হয় যার মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য, সজীবতা, জীবনীশক্তি ও উদ্দীপনা। তরুণ বয়স মানুষ জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। জাতিসংঘের সংজ্ঞায় যাদের বয়স ১৫-২৯ বছরের মধ্যে, তাঁদেরই তরুণ বলা হয়। বিশ্বব্যাপী এই তরুণের সংখ্যা এখন ১৮০ কোটি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪ ভাগের ১ ভাগ এখন তরুণ, যাদের বয়স ১৫-২৯ বছরের মধ্যে। সংখ্যায় ৪ কোটি ৭৪ লাখ। এই সংখ্যা জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

পৃথিবীতে যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, তা তারুণ্যের হাত ধরেই হয়েছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে তরুণদের সরব উপস্থিতি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রথম বলিষ্ঠ প্রকাশ। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও উল্লিখিত বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের বোহেমিয়ান বিপ্লব, চীনের তিয়েনআনমেন স্কোয়ার আন্দোলন, ১৯৯৯ সালের তেহরান আন্দোলন, এমনকি ২০১০-১১ সালের তিউনিসিয়ায় জেসমিন বিপ্লবে তারুণ্যের সাহসিক ভূমিকাসহ প্রতিটি বিপ্লবের পেছনে অসামান্য অবদান রয়েছে তরুণদের। এই বিপ্লবগুলোর প্রতিটি ধাপেই তরুণ সমাজ ছিল চালিকাশক্তি।

স্বাধীনতা পরবর্তী আন্দোলন

স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথচলা মসৃণ ছিল না। সামরিক শাসন বারবার গণতন্ত্রকে গ্রাস করতে চেয়েছে। তার বিরুদ্ধে মূল শক্তি ছিল ছাত্রসমাজ ও তরুণ প্রজন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, রাজু ভাস্কর্য এবং অপরাজেয় বাংলা এগুলো পরিণত হয়েছিল প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে।

▪ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন (১৯৮০-১৯৯০)

গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১০ই নভেম্বর ১৯৮৭ স্বৈরাচারবিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সাহসী তরুণ নূর হোসেন। তার বুকে এবং পিঠে লেখা ছিল 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এবং 'স্বৈরাচার নিপাত যাক'। তরুণদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে এবং দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

▪ নো ভ্যাট অন এডুকেশন আন্দোলন

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের যাবতীয় লেনদেনের উপর ১০% ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) আরোপের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ৭.৫০% ভ্যাটের প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন 'নো ভ্যাট অন এডুকেশন' প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ সাড়ে ৪ মাসের আন্দোলনের পর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ মন্ত্রিসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

লেসেথো শব্দের অর্থ বাসোথোদের দেশ

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলন

২০১৮ সালের ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ জুড়ে চলছিল স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দেশে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে সড়কে বেপড়োয়া গাড়ি চালানোর কারণে কোনো মৃত্যু ঘটলে চালকের মৃত্যুদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সড়ক পরিবহন আইন পাস করে সরকার।

কোটা সংস্কার আন্দোলন

কোটা সংস্কার আন্দোলন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শুরু হয়। সরকারি চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫৬% কোটা ছিল। শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীদের বিক্ষোভে ৮ এপ্রিল ২০১৮ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১১ এপ্রিল ২০১৮ কোটা বাতিলের ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৪ অক্টোবর ২০১৮ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় নবম-দশম গ্রেডের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়।

কোটা থেকে গণঅভ্যুত্থান

৫ জুন ২০২৪ হাইকোর্ট বিভাগ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৬ জুন ২০২৪ দ্বিতীয় দফায় কোটা আন্দোলন শুরু হয়ে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিলো সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার নামে বৈষম্য বাতিলের দাবিতে। ছাত্র-জনতার রক্তপাতের ফলে এই আন্দোলন ক্রমে রূপ নেয় সরকার পতনের এক দফায়। যা ৫ আগস্ট ২০২৪ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বেই ছিল দেশের তরুণ সমাজ, দেশের আপামর ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত প্রতিবাদের ফলাফলই ২৪শের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের বিচারে বাংলাদেশের ২৪এর-গণঅভ্যুত্থান বিশ্বের অন্যতম এক অনন্য ঘটনা। সাময়িকীটির দৃষ্টিতে বর্ষসেরা দেশ হয়েছে বাংলাদেশ।

জেনারেশন জেড

একুশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত জেনারেশন জেড বা Gen z, iGeneration, Gen Tech এবং যাকে Zoomers নামেও ডাকা হয়। কারণ, এই প্রজন্ম বড় হয়েছে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে। ১৯৯৭ - ২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারাই জেন জি। সে হিসেবে 'জেন জি' বলতে যে প্রজন্মকে বোঝানো হচ্ছে তাদের বয়স ১২-২৭ বছরের মধ্যে। জেন জি হল, প্রথম প্রকৃত ডিজিটাল নেটিভ জেনারেশন। জেন-জি প্রজন্ম বড় হয়েছে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে। হাতের মুঠোয় মোবাইল ও ইন্টারনেট থাকায় সারা দুনিয়া তাদের হাতের মুঠোয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই জেনারেশন তারুণ্যের নেতৃত্বে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

গণতান্ত্রিক চর্চা

গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো জনসম্পৃক্ততা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ, যা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। গণতন্ত্রে জনগণের মতামত এবং অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এই প্রক্রিয়ায় তরুণসমাজ অন্যতম শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত হয়। তরুণ সমাজের শক্তি এবং শক্তিশালী উপস্থিতি গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলে। কারণ তারা দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবনি চিন্তা ও প্রযুক্তিকে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশের ইতিহাসেই এর প্রমাণ মেলে। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে এই গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত করা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের এখনও অনেক কিছু করার রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর তরুণরা তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের প্রতিবাদ ও মত প্রকাশের নতুন প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। তারা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্দীপনা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং নতুন চিন্তাভাবনার প্রবর্তন দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চ্যালেঞ্জ

- রাজনৈতিক কাঠামোতে তরুণদের সুযোগ সীমিত।
- রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং অপসংস্কৃতি তরুণদের হতাশ করে এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।
- তরুণদের মধ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাব তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ করে।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া।
- শিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং সামাজিক বৈষম্য তরুণদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
- দলীয় আনুগত্যকেই এখন নেতৃত্বের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীরা নেতৃত্বে আসার সুযোগ পায় না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধু শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বহন করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তরুণরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে উৎসাহী। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মও এর ব্যতিক্রম নয়। আজকের তরুণ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই বলা হয়, 'তারুণ্যেই শক্তি, তারুণ্যেই মুক্তি'।

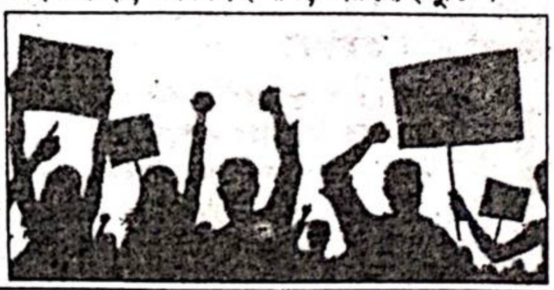

লেসেথোর অধিবাসীরা মোসোথো ও বাসোথো নামে পরিচিত

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেলা
পা ব না

পটভূমি

১৭৯০ সালের দিকে পাবনা জেলার বেশির ভাগ অংশ রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২১ নভেম্বর ১৮২৮ যশোরের খোকসা থানা পাবনাভুক্ত করা হয়। অন্যান্য থানাগুলোর মধ্যে ছিল রাজশাহীর খেতুপাড়া, মথুরা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ ও পাবনা। ১৮৩৭ সালে সেশন জজের পদ সৃষ্টি হলে এ জেলা রাজশাহীর দায়রা জজের অধীনে যায়। ১৭ অক্টোবর ১৮৪৮ জেলার পূর্ব সীমা নির্দিষ্ট করা হয় যমুনা নদী। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৫ সিরাজগঞ্জ থানাকে মোমেনশাহী (বর্তমান ময়মনসিংহ) জেলা থেকে কেটে নিয়ে ১৮৬৬ সালে মহকুমায় উন্নীত করে পাবনাভুক্ত করা হয়। এর ২০ বছর পর রায়গঞ্জ থানা এ জেলায় সামিল হয়। ১৮৫৯ সালে পাংশা, খোকসা ও বালিয়াকান্দি এই তিনটি থানা নিয়ে পাবনার অধীনে কুমারখালী মহকুমা গঠন করা হয়। ১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়া থানা এই জেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৫ সালে কুমারখালী থানা সৃষ্টি হলে তা ১৮৫৭ সালে পাবনার একটি মহকুমা হয়। ১৮৭১ সালে মহকুমা অবলুপ্ত করে কুষ্টিয়া মহকুমার অংশ করা হয়। ১৮৭৯ সালে জজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে কয়েকটি থানা বদলে যায়। ১৬ অক্টোবর ১৮২৮ পাবনা জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নামকরণ

পাবনা নামের উদ্ভব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম অনুমান করেন যে, প্রাচীন রাজ্য পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধনের নাম থেকে পাবনা নামের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তবে সাধারণ বিশ্বাস পাবনী নামের একটি নদীর মিলিত স্রোত ধারার নামানুসারে এলাকার নাম হয় পাবনা। অপর একটি সূত্রে জানা যায় 'পাবন' বা 'পাবনা' নামের একজন দস্যুর আড্ডাস্থলই এক সময় পাবনা নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১৬ অক্টোবর ১৮২৮
- সীমানা : উত্তরে নাটোর ও সিরাজগঞ্জ, দক্ষিণে পদ্মা নদী, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া, পূর্বে মানিকগঞ্জ ও যমুনা নদী, পশ্চিমে পদ্মা নদী, নাটোর ও কুষ্টিয়া জেলা।
- আয়তন : ২,৩৭৬.১৩ [জনশুমারি ২০২২]
- জনসংখ্যা : ২৯,০৯,৬২৪ জন [জনশুমারি ২০২২]
- ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ১,২২৫ জন
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭৪.৩% [SVRS ২০২৩]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৯টি— আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, পাবনা সদর, ফরিদপুর, বেড়া, ভাঙ্গুড়া, সাঁথিয়া ও সুজানগর।
- থানা : ১১টি
- পৌরসভা : ৯টি
- ইউনিয়ন : ৭৪টি
- জাতীয় সংসদের আসন : ৫টি।

প্রধান নদনদী ➤ পদ্মা, আত্রাই, বড়াল, সুতিখালী, করতোয়া, গুমানী, কমলা, চন্দ্রাবতী, বাদাই ও ইছামতি।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা

ভাস্কর্য : অতন্দ্র প্রহরী • বীর বাঙালি, সাঁথিয়া • অপ্রতিরোধ্য চাটমোহর, চাটমোহর • দুর্জয়।

বিবিধ : ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী • লালন শাহ সেতু • পাকশী কাগজ কল • পাবনা চিনিকল লিমিটেড, দাসুরিয়া • পাবনা সেচ প্রকল্প, বেড়া • ঈশ্বরদী ইপিজেড • ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন।

জানেন কি : পাবনা জেলা

আয়তনে : দেশের ২৯তম
রাজশাহী বিভাগে : ৫ম
জনসংখ্যায় : দেশের ১৮তম
রাজশাহী বিভাগে : ৪র্থ

মুক্তিযুদ্ধে পাবনা

- সেক্টর ➤ ৭নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস

৯ ডিসেম্বর : সাঁথিয়া
১১ ডিসেম্বর : ফরিদপুর
১৩ ডিসেম্বর : আটঘরিয়া
১৪ ডিসেম্বর : সুজানগর
১৬ ডিসেম্বর : বেড়া ও ভাঙ্গুড়া
১৮ ডিসেম্বর : পাবনা সদর
১৯ ডিসেম্বর : ঈশ্বরদী
২০ ডিসেম্বর : চাটমোহর

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

প্রমথ চৌধুরী (বাংলা গদ্যরীতির সার্থক রূপকার) • প্রসন্নময়ী দেবী (কবি) • প্রিয়ম্বদা দেবী (কবি) • মেজর জেনারেল জে.এন. চৌধুরী (সাবেক ভারতীয় সেনাপ্রধান) • ফকরুল আজম (সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান) • এ. কে খন্দকার (স্বাধীন দেশের প্রথম এয়ার চীফ) • রফিকুল ইসলাম বকুল (বীর মুক্তিযোদ্ধা) • জসীম উদ্দিন (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা) • বন্দে আলী মিয়া (কবি, ঔপন্যাসিক) • স্যামসন এইচ চৌধুরী (স্কয়ার গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান) • মো. সাহাবুদ্দিন (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) • ডা. কামরুল ইসলাম (স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকিৎসক) • সরদার জয়েনউদ্দিন (কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক) • ড. অরুণ কুমার বসাক (পদার্থবিজ্ঞানী) • মাহমুদা সুলতানা (গবেষণা সংস্থা নাসার সর্বোচ্চ পুরস্কার ইনোভেটর অব দ্য ইয়ার অর্জন করেন)।

উল্লেখযোগ্য গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, বাদশা বুলবুল, বাপ্পা মজুমদার ও ফজল-এ-খোদা।

অভিনেতা : চঞ্চল চৌধুরী, আজিজুল হাকিম, শাহনাজ খুশি, মাসুম আজিজ।

চলচ্চিত্র পরিচালক : আজাদি হাসনাত ফিরোজ, বৃন্দাবন দাস, রেদওয়ান রনি।

লেসেথোর রাষ্ট্রীয় নাম Kingdom of Lesetho

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

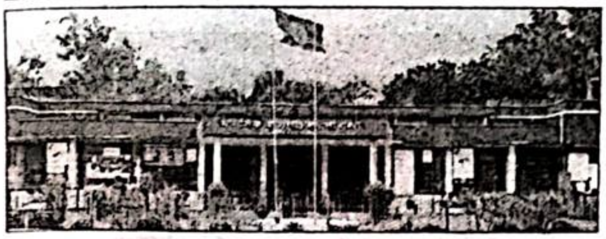

মানসিক হাসপাতাল

পাবনা শহরে হেমায়েতপুর ইউনিয়নে ১৯৫৭ সালে পাবনা শহরের শীতলাই জমিদার বাড়িতে তৎকালীন পাবনা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন গাংগুলী হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৯ সালে পাবনার হেমায়েতপুরে ১১২.২৫ একরের একটি চত্বরে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শয্যা সংখ্যা ছিল ৬০, যা পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ শয্যা সংখ্যা ৫০০-তে উন্নীত করা হয়।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯৫১ সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় 'ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন করে। ১৯৮৯ সালে সংস্থাটিকে দেশব্যাপী ইক্ষু গবেষণার পাশাপাশি খেজুর, তালসহ অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসলের ওপর গবেষণার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ১৭ আগস্ট ১৯৯৬ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন প্রণীত হয়। ৯ নভেম্বর ২০১৫ রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট' (BSRI) করা হয়। এরপর ১২ নভেম্বর ২০১৯ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন পাসের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের প্রণীত আইনটি রহিত করা হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রকল্পের নাম : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ► প্রতিষ্ঠা : ১৯৬১ সাল • আয়তন : ১,০৬২ একর • অবস্থান : পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের রূপপুর গ্রামে • যে নদীর তীরে অবস্থান : পদ্মা • যে মন্ত্রণালয়ের অধীন : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় • নির্মাণকারী : রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রাশিয়া) • তত্ত্বাবধানে : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC) • বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাইট লাইসেন্স প্রদান : ২১ জুন ২০১৬ • পরিচালনায় : নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (NPCBL) • অর্থায়ন : রাশিয়া ও বাংলাদেশ • একনেকে অনুমোদন : ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ • নির্মাণকাজ উদ্বোধন : ৩০ নভেম্বর ২০১৭ • উৎপাদন ক্ষমতা : ২৪০০ মেগাওয়াট • ইউনিট : ২টি।

জোড় বাংলা মন্দির

জোড় বাংলা মন্দির পাবনা শহরের দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত। এটি পাবনা জেলার অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক স্থাপত্যিক নিদর্শন। মন্দিরটির নির্মাণশৈলী বাংলার অন্যান্য মন্দির স্থাপত্য থেকে ভিন্ন। ইট নির্মিত একটি অনুচ্চ বেদীর উপর মন্দিরের মূল কাঠামো নির্মাণ করা হয়। স্থানীয়দের মতে, মুর্শিদাবাদের নবাবের তহশীলদার ব্রজমোহন ক্রোড়ী আঠারো শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বিভাজনকারী পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি রেল সেতু। ৪ মার্চ ১৯১৫ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সেতুর উদ্বোধন করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের নামানুসারে ব্রিজটিকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ডাকা হয়।

সুচিত্রা সেন (৬ এপ্রিল ১৯৩১-১৭ জানুয়ারি ২০১৪) একজন ভারতীয় অভিনেত্রী ছিলেন। তার জন্মগত নাম ছিল রমা দাশগুপ্ত। তিনি মূলত বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তম কুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি পাবনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি রজনীকান্ত সেনের নাতনী।

ফজল-এ-খোদা (৯ মার্চ ১৯৪১-৪ জুলাই ২০২১)

তিনি একজন বাংলাদেশী কবি, গীতিকার, ছড়াকার ও পত্রিকা সম্পাদক। বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গানের তালিকায় সেরা ২০ গানের মধ্যে ফজল-এ-খোদার লেখা 'সালাম সালাম হাজার সালাম গানটি' ১২তম স্থান পায়। তিনি পাবনার বনগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

বন্দে আলী মিয়া (১৭ জানুয়ারি ১৯০৬-২৭ জুন ১৯৭৯)

তিনি একজন বাংলাদেশী কবি, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিত্রকর। তিনি পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : ময়নামতির চর, অরণ্য, গোধূলী, ঝড়ের সংকেত।

কাব্যগ্রন্থ : ময়নামতির চর ,অনুরাগ।

শিশুতোষ গ্রন্থ : চোর জামাই, বোকা জামাই, কুঁচবরণ কন্যা, ছোটদের নজরুল, শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা ও বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

লেসেথো যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ৪ অক্টোবর ১৯৬৬

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

স্বাস্থ্যবার্তা

মশা এক প্রকারের ছোট মাছি প্রজাতির পতঙ্গ। এরা Diptera বর্গের Culicidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। যুগের পর যুগ ধরে প্রাণঘাতী রোগ ছড়ানোর জন্য পতঙ্গ হিসেবে কুখ্যাতি রয়েছে এই মশার। বিশ্বে জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করেছে মশাবাহিত বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ। মশা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করতে প্রতি বছর ২০ আগস্ট বিশ্ব মশা দিবস পালন করা হয়।

বিশ্ব মশা দিবস

বিশ্ব মশা দিবস পালন করা হয় মূলত ব্রিটিশ চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রসের আবিষ্কারকে সম্মান জানানোর জন্য। ২০ আগস্ট ১৮৯৭ তিনি আবিষ্কার করেন যে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্য মশাই দায়ী। পরবর্তী সময়ে তিনি এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মশাবাহিত রোগ

বছরে মশাবাহিত রোগে বিশ্বজুড়ে প্রায় এক মিলিয়নের বেশি মানুষ মারা যায়। এছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। মশা অনেক রোগের বাহক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো—

ডেঙ্গু

১৯৪৪ সালে ডক্টর আলবার্ট সাবিন ইউএস আর্মি কমিশনের ডেঙ্গু এবং সান্ডফ্লাইর ওপর কাজ করতে গিয়ে প্রথম ডেঙ্গু ভাইরাস শনাক্ত করেন। তিনি ডেঙ্গু ১ ও ডেঙ্গু ২ নামে দুটো সেরো টাইপ ভাইরাসকে শনাক্ত করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে ডাক্তার হ্যাম ও তার সহকর্মী আরও দুটো নতুন ডেঙ্গু সেরো টাইপ ভাইরাস শনাক্ত করেন। যাদের নাম দেওয়া হয় ডেঙ্গু ৩ ও ডেঙ্গু ৪। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য মতে মহামারি আকারে প্রথম ডেঙ্গু শনাক্ত হয় ১৯৫০ সালের দিকে ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডে। ১৯৫২ সালে আফ্রিকায় প্রথম দেখা যায়। পরবর্তীতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডেঙ্গুজ্বর পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সালে ফরাসি বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা সানোফি (Sanofi) ডেঙ্গু ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের প্রথম ডেঙ্গুর টিকা বাজারে ছাড়ে। এ পর্যন্ত ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া ও কিউডেঙ্গা নামে ২টি ডেঙ্গু ভ্যাক্সিন অন্তত ২০টি দেশে অনুমোদন পায়।

■ **লক্ষণ :** ডেঙ্গু রোগের প্রধান লক্ষণ 'জ্বর'। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে— মাথা ব্যথা, শরীরে লালচে দানা, শরীর ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, চোখে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি।

■ **করণীয়**

- স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি বেশি বেশি তরল খাবার খাবেন। যেমন— স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের রস, স্যুপ ইত্যাদি।
- জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা করান।
- ডেঙ্গু শনাক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

চিকুনগুনিয়া

এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা চিকুনগুনিয়া ভাইরাস (CHIKV) দ্বারা হয়ে থাকে। ১৯৫২ সালে প্রথমবার তানজানিয়ার মাকোন্দে অঞ্চলে এই ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। 'চিকুনগুনিয়া' শব্দটি এসেছে মাকোন্দে ভাষা থেকে, যার অর্থ 'মোচড়ানো শরীর'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য মতে, আফ্রিকা থেকে এই ভাইরাস এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৫-২০০৬ সালে ভারতের কেরালা ও কর্ণাটক রাজ্যে ব্যাপক চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম চিকুনগুনিয়া শনাক্ত হয়। তবে সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০১৭ সালে, যখন রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়। চিকুনগুনিয়ার জন্য বর্তমানে বাজারে কোনো অনুমোদিত টিকা বা নির্দিষ্ট ওষুধ নেই।

■ **লক্ষণ :** চিকুনগুনিয়ার প্রধান লক্ষণ হলো হঠাৎ করে জ্বর এবং তীব্র গাঁটে ব্যথা। অন্যান্য লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে— মাথা ব্যথা, চোখে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, ত্বকে লালচে র‍্যাশ বা দানা, চুলকানি, ক্লান্তিভাব, কখনো কখনো চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি।

■ **করণীয়**

- স্যালাইন, ডাবের পানি, ফলের রস, স্যুপ, ও লেবুর শরবত খাওয়া উপকারী।
- বিশ্রাম নেওয়া ও বেশি তরল খাবার গ্রহণ করা জরুরি।
- জ্বর ও ব্যথা কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল খেতে পারেন।
- ব্যথা বা ফোলাভাব থাকলে হালকা গরম পানির সেঁক নিন।
- মশারি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, যেন অন্যদের মধ্যে এ ভাইরাস না ছড়ায়।

লেসেথোর বৃহত্তম শহর ও রাজধানী মাসেরু

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া একটি প্রাচীন রোগ, যার ইতিহাস হাজার হাজার বছর আগে থেকে চলে আসছে। প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রিষ্টপূর্ব) ম্যালেরিয়ার মতো লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেন। তবে আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী ১৮৮০ সালে ফরাসি চিকিৎসাবিদ চার্লস ল্যাভেরান প্রথম ম্যালেরিয়ার জীবাণু Plasmodium পরজীবী আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯০৭ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরে ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রস প্রমাণ করেন যে ম্যালেরিয়া মানুষের শরীরে ছড়ায় Anopheles নামক মশার মাধ্যমে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহুদিন ধরে ম্যালেরিয়া একটি পরিচিত রোগ। তবে সরকারি পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে এই রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে। ২০১৫ সালে GlaxoSmithKline (GSK) কোম্পানি বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন RTS,S/AS01 (Mosquirix) তৈরি করে। ২০২১ সালে WHO আফ্রিকার শিশুদের জন্য এটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

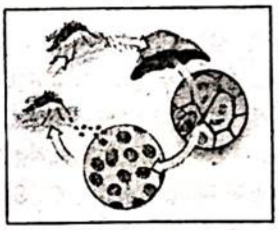

■ লক্ষণ

ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর। তবে জ্বরটি একটি নির্দিষ্ট চক্র অনুসরণ করে উঠানামা করে। এ সময় জ্বর ১০৪-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠানামা করতে পারে। ম্যালেরিয়ার অন্যান্য লক্ষণসমূহ হলো— কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, মাথা ব্যথা, পেশি ও গাঁটে ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, দুর্বলতা, কখনো কখনো ডায়রিয়া, তীব্র হলে অঙ্গ বিকল, খিঁচুনি বা কোমায় চলে যেতে পারে।

■ করণীয়

- ম্যালেরিয়া হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রচুর পরিমাণে বিশ্রাম ও তরল খাবার খাওয়া উচিত।
- উপসর্গ থাকা অবস্থায় মশারির নিচে ঘুমাতে হবে যাতে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

ফাইলেরিয়া

ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগ একটি পরজীবীজনিত দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ। প্রথমবারের মতো ১৮৭৭ সালে এই রোগ ও এর জীবাণু শনাক্ত করেন স্কটিশ ডাক্তার প্যাট্রিক ম্যানসন। তিনি দেখেন যে এই পরজীবী মানুষের দেহে ছড়ায় কিউলেক্স, অ্যানোফিলিস ও ম্যানসোনিয়া জাতীয় মশার মাধ্যমে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য মতে, এই রোগকে Lymphatic filariasis বলা হয়, যা বিশ্বের অনেক দেশে বিরাজমান। এটি বিশেষত দরিদ্র, গরম ও আর্দ্র জলবায়ুর এলাকায় দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই রোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে এ রোগটি ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগ নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০২৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশে গোদ রোগ নির্মূলের ঘোষণা দেয়। WHO'র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গোদ রোগ নির্মূল করে। বিশ্বের একমাত্র ফাইলেরিয়া হাসপাতাল নীলফামারীর সৈয়দপুরে অবস্থিত। বর্তমানে ফাইলেরিয়ার জন্য কোনো কার্যকর টিকা নেই।

■ লক্ষণ

এই রোগটি দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রাথমিকভাবে লক্ষণহীনভাবে শরীরে বাসা বাঁধে। পা, হাত, স্তন বা পুরুষের অণ্ডকোষ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাওয়া, লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ, উচ্চ জ্বর, আক্রান্ত স্থানে তীব্র ব্যথা, ঘা হওয়া, ত্বক পুরু হয়ে যাওয়া ও রঙ পরিবর্তন হওয়া।

■ করণীয়

- দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।
- সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমিত স্থান পরিষ্কার রাখা জরুরি।
- ফুলে যাওয়া অঙ্গ পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মজার তথ্য

- একটি মশা সেকেন্ডে প্রায় ৩০০-৬০০ বার ডানা ঝাপটায়, মশা ওড়ার সময় আমরা এই ডানা ঝাপটানোর শব্দই শুনি।
- কেবলমাত্র স্ত্রী মশাই মানুষকে কামড়ায়, পুরুষ মশা নয়।
- মশা ঘণ্টায় প্রায় এক থেকে দেড় মাইল উড়তে পারে।
- ডিম ফুটে বের হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মশা মানুষকে কামড়ে রক্ত শুষে নেয়।
- মশা স্তন্যপায়ী প্রাণীকে কামড়ানোর পাশাপাশি পাখি ও সরীসৃপের শরীরেও হুল ফোটায়।
- মশা তার নিজের ওজনের তিনগুণ রক্ত শুষে নিতে পারে।
- স্ত্রী মশা মূলত রোগ ছড়ায়।

বাহক	রোগের নাম
এডিস মশা	• চিকুনগুনিয়া • ডেঙ্গু • লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস • হলুদ জ্বর • জিকা ভাইরাস
এনোফিলিস মশা	• লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস • ম্যালেরিয়া
কিউলেক্স মশা	• জাপানি এনসেফালাইটিস • লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস • ওয়েস্ট নাইল ফিভার

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

ক্যারিয়ার ভাবনা HSC'র পর

উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করছে নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনা। নিজের জীবনের উন্নয়নে কিংবা কর্মজীবন ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে পরীক্ষা পরবর্তী সময়টুকুই হতে পারে আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এ প্রেক্ষাপটে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার পর ক্যারিয়ার ভাবনা নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

এইচএসসি বা সমমান শেষ করার পর যা করতে পারবেন—

- দেশে উচ্চ শিক্ষা
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষা
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরি
- অন্যান্য রকমারি ক্ষেত্র।

দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন থাকে দেশসেরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার।

- দেশে মোট ৫৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী এবং বিশেষায়িত কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে।
- বাকিগুলো গুচ্ছ পদ্ধতিতে মোট ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তাছাড়াও অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে। চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর স্নাতকোত্তর করতে পারবেন। হতে পারবেন বিভিন্ন বিষয়ের স্পেশালিস্ট।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ১৯৯২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির পর হতে আমাদের দেশে প্রতি বছরই নতুন নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ১১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। আরও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৪০% এর বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

প্রকৌশলী হতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলা থেকে অনেকের ইচ্ছা থাকে বড় হয়ে প্রকৌশলী হওয়ার। দেশে বর্তমানে ৪টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যথা— বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) এবং বিশেষায়িত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুটেক্স রয়েছে। বুয়েট স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকে। সম্মিলিত প্রকৌশল গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে চুয়েট, কুয়েট এবং রুয়েট এ একসাথে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ডাক্তার হতে মেডিকেল কলেজ

সেবামূলক ও সম্মানজনক পেশা চিকিৎসা পেশা। এইচএসসি বা সমমান পাসের পর দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে পড়তে পারেন এমবিবিএস কোর্স। মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার উত্তম পেশা ডাক্তারি পেশা।

- বর্তমানে দেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি।
- সরকারি MBBS মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৭টি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৭টি।
- আর্মড ফোর্স ও আর্মি মেডিকেল কলেজ ৭টি।
- সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের সংখ্যা ৯টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের সংখ্যা ২৬টি।

এছাড়াও রয়েছে সরকারি হোমিওপ্যাথি কলেজ ১টি এবং ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ১টি। সাথে রয়েছে বেশকিছু বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

ক্রীড়া

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (BKSP) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব স্পোর্টস স্টাডিজ (অনার্স) কোর্সের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে এ প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে কোনো খেলার উপর অনার্স বা স্নাতক কোর্স BKSPতে শুরু হয়। অ্যাথলেটিকস, ক্রিকেট ও সাঁতার বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেয় BKSP।

স্কলারশিপ

এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার পর উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন দেশ স্কলারশিপ দেয়। এমন কয়েকটি বৃত্তি হলো— জার্মানির DAAD, জাপানের মনবুশো বৃত্তি ও মনবুকাগাকুশো বা মেক্সট বৃত্তি, এমএইচটিটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, শেভেনিং স্কলারশিপ, তুরস্কের বুর্সলারি স্কলারশিপ, মিসরের আল আজহার ও সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ ইত্যাদি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC), বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অনেক ওয়েবসাইটে বিভিন্ন স্কলারশিপের নোটিশ পাওয়া যায়।

লেসেথোর মুদ্রার নাম লোটি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরি

সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার পদে

উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পাসের পর সামরিক বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেওয়া যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনী সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পাস করা শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেয়। পরে তাদের তিন বছরের লং কোর্স করিয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ করে কমিশন দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পাস করার পর সেনাবাহিনীতে সেনা সদস্য, বিমান বাহিনীতে বিমান সদস্য, নৌবাহিনীতে নাবিক, বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের জওয়ান, আনসার ভিডিপিতে আনসার সদস্য, পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল পদে নিয়োগ পেতে পারেন। এজন্য নির্ধারিত উচ্চতা ও শারীরিক সক্ষমতা থাকা জরুরি।

সরকারি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সহকারী মৌলভী, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, লাইব্রেরি সহকারী, স্টোরকিপার, স্বাস্থ্য সহকারী, ল্যাবরেটরি এটেনডেন্টসহ বিভিন্ন পদে চাকরি করা যায়।

এছাড়াও ফ্রিল্যান্সিংসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্র

সংবাদ উপস্থাপনা

সারাদেশের মানুষ এক নামে আপনাকে চিনবে, সেইসাথে হবে ভালো রোজগার— এমনটা চাইলে করে ফেলতে পারেন সংবাদ উপস্থাপনার কোর্স। সংবাদ উপস্থাপনা পেশা হিসেবেও চমৎকার। যেকোনো পেশায় থেকেও পার্ট টাইম পেশা হিসেবে সংবাদ উপস্থাপক হওয়া যায়। অনেক শিক্ষার্থী, ব্যাংকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, সরকারি চাকরিজীবী হয়েও পার্টটাইম পেশা হিসেবে সংবাদ উপস্থাপনা করেন।

কম্পিউটার কোর্স

কম্পিউটার বর্তমান জীবনে কী পরিমাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই একটা ভালো কম্পিউটার কোর্স করে নিতে পারেন এই সময়ে।

কনটেন্ট রাইটিং

অনলাইন বিজনেস যেভাবে বাড়ছে তাতে ভালো কনটেন্ট লিখতে জানলে কনটেন্ট রাইটার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। আবার পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজ হিসেবেও কনটেন্ট রাইটিং করা সম্ভব। তাই এ বিষয়ে একটা কোর্স হতে পারে সুদূরপ্রসারী সুফলের কারণ।

ডিজিটাল মার্কেটিং

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ নির্ভরশীল হয়ে উঠছে অনলাইনের প্রতি। সেই সাথে বাড়ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের চাহিদা। তাই এই বিষয়ে একটা কোর্স হতে পারে ভবিষ্যৎ পেশার জন্য উপকারী। আর নিজে ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকলে এ বিষয়ে জানা আবশ্যক।

কুকিং কোর্স/শেফ কোর্স

আন্তর্জাতিক মানের পেশাগুলোর মধ্যে একটি হলো শেফ। এদিকে ভবিষ্যৎ গড়ার ইচ্ছে থাকলে বা হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়তে চাইলে শেফ কোর্স বা কুকিং কোর্স করে ফেলতে পারেন। ঘরে খাবার বানিয়ে অনেকেই ব্যবসা করেন। সেক্ষেত্রেও এই কোর্স কাজে দেবে।

উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার ইচ্ছে থাকলে এই সময়ে গ্রহণ করতে পারেন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণে ব্যবসার শুরু থেকে ব্যবসা চালানো, মূলধন নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনলাইন ব্যবসার ক্ষেত্রে এসব কোর্স দারুণ কাজে দেবে।

ফ্যাশন ডিজাইনিং

ফ্যাশন সচেতন মানুষমাত্রই নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদাভাবে তুলে ধরতে ভালোবাসেন। পোশাক ও অনুষঙ্গে আগ্রহ থাকলে করে ফেলতে পারেন ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোনো শর্ট কোর্স। সেক্ষেত্রে নিজের পোশাক তো বটেই অন্যের কাছ থেকেও কাস্টমাইজ পোশাকের অর্ডার নিয়ে রোজগার করতে পারবেন। পোশাক নিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা থাকলেও এই কোর্স অনেক কাজে দেবে। এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রেও ফ্যাশন ডিজাইনের রয়েছে অনেক সুযোগ। ফ্যাশন ডিজাইনারদের জন্য গার্মেন্টস, বায়িং হাউজ, বুটিক হাউজ ইত্যাদিতে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে।

ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং

অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার প্রতি দিনে দিনে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। নিজেরা বাড়ি না সাজিয়ে অনেকেই প্রফেশনাল ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের শরণাপন্ন হন। এছাড়া অফিস সাজানো বা প্ল্যানিং তো রয়েছেই। তাই করে ফেলতে পারেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কোর্স। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি পার্ট টাইম কাজ হিসেবে সহজেই এখান থেকে রোজগার করা যায়। চাইলে এ পেশাতেই ভবিষ্যৎ গড়তে পারেন।

লেসেথোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম Central Bank of Lesotho

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

পাঠকের জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : ফালুন গং কী?

উত্তর : ফালুন গং ১৯৯২ সালে চীনে লি হংঝি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এটি মূলত শারীরিক ব্যায়াম, ধ্যান এবং নৈতিক শিক্ষার একত্রিত একটি রূপ। ২২ জুলাই ১৯৯৯ চীন সরকার ফালুন গং আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। —*মোস্তাক আহমদ, গাজীপুর।*

প্রশ্ন : পতাকা বৈঠক কী?

উত্তর : পতাকা বৈঠক হলো সীমান্তে বিরোধ, অনুপ্রবেশ, অস্থিরতা, গুলিবিনিময়, ভুল বোঝাবুঝি রোধে দুই দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে বা সমস্যা সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক সভা বা বৈঠক। বৈঠকের সময় উভয় দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় বলেই একে 'পতাকা বৈঠক' বলা হয়। —*সানজিদা জামান তানহা, হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা।*

প্রশ্ন : কাঁদলে চোখ থেকে পানি পড়ে কেন?

উত্তর : যখন আমরা খুব বেশি দুঃখিত, আনন্দিত, ভয় পেয়ে যাই, চোখে কিছু ঢুকে যায় বা আবেগে আপ্লুত হই, তখন মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম সক্রিয় হয়ে পড়ে। এই অংশটি আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এই লিম্বিক সিস্টেম থেকে সংকেত যায় ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে। ফলে এই গ্রন্থি অশ্রু উৎপাদন শুরু করে। —*মুনতাসিম আহনাফ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।*

প্রশ্ন : সাইবর্গ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : সাইবর্গ (Cyborg) শব্দটি দুটি ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'সাইবারনেটিক' (Cybernetic) এবং 'অর্গানিজম' (Organism)। সাইবর্গ হলো এমন একটি সত্তা যেখানে জৈবিক (biological) এবং কৃত্রিম (artificial) বা যান্ত্রিক উপাদান একত্রিত থাকে। একজন সাইবর্গ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার শরীরে কৃত্রিম যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে যাতে তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা বাড়ানো যায় বা পুনরুদ্ধার করা যায়। যেমন— কৃত্রিম হাত বা পা যা মস্তিষ্কের সিগনালের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। —*মরিয়ম আক্তার, ইডেন মহিলা কলেজ।*

প্রশ্ন : ব্যাথা পরিমাপের জন্য কী কোন একক আছে? যেমন—প্রসব ব্যাথা, দাঁত ব্যাথা।

উত্তর : ব্যাথা পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্দিষ্ট কোনো একক নেই, যেমন— দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য মিটার বা ভর পরিমাপের জন্য কিলোগ্রাম। এর প্রধান কারণ হলো ব্যাথা একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি। একই পরিমাণ উদ্দীপনা বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ব্যাথা সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যথা মূল্যায়নের জন্য কিছু যন্ত্র বা স্কেল ব্যবহৃত হয়। যেমন— ডলোরিমিটার, নিউমেরিক রেটিং স্কেল (NRS), ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেল (VAS) ইত্যাদি। —*পারভেজ হোসেন, কুমিল্লা।*

প্রশ্ন : নিউক্লিয়ার ব্যাটারির কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকাল কী রকমের হয়ে থাকে?

উত্তর : নিউক্লিয়ার ব্যাটারি হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যাটারি যা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্ষয় (যেমন Plutonium 238) থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। নিউক্লিয়ার ব্যাটারির কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকাল সাধারণ ব্যাটারির তুলনায় অনেক বেশি এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। মহাকাশযান, সামরিক সরঞ্জাম, পেসমেকার, সেন্সর ও স্যাটেলাইটে নিউক্লিয়ার ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়। —*কাজী জাওয়াদ শাহরিয়ার, আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

প্রশ্ন : সাইড ইফেক্টের (Side Effect) আর এডভার্স ইফেক্ট (Adverse Effect)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : সাইড ইফেক্ট হলো একটি ওষুধের মূল বা কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের পাশাপাশি অন্য যে কোনো অতিরিক্ত প্রভাব। উদাহরণ— অ্যালার্জির ওষুধের কারণে ঘুম ঘুম ভাব হওয়া। অন্যদিকে, এডভার্স ইফেক্ট হলো একটি ওষুধের অনিচ্ছাকৃত বা ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া যা সাধারণত স্বাভাবিক মাত্রায় ওষুধ সেবনের ফলেই ঘটে। উদাহরণ— কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে গুরুতর অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া। সহজভাবে বলতে গেলে, 'এডভার্স ইফেক্ট' হলো একটি ক্ষতিকারক 'সাইড ইফেক্ট'। —*বিজয় দাস পার্থ,জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

প্রশ্ন : হাইব্রিড ধানের জনক কে? ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম কী?

উত্তর : হাইব্রিড ধানের জনক চীনা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইউয়ান লং পিং। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাস করেন '৭, লোক কল্যাণ মার্গ'-এ, যা অফিসিয়ালি পঞ্চবটী নামে পরিচিত। —*সোলাইমান ইসলাম, নোয়াখালী সরকারি কলেজ।*

প্রশ্ন : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্থক্য কী?

উত্তর : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র উভয়ই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো তাপ উৎপাদনের পদ্ধতিতে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ তৈরি হয় এবং সেখানে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়ানো হয় এবং সেই তাপ ব্যবহার করে বাষ্প তৈরি করা হয়। —*হাদিউজ্জামান, রাজশাহী।*

আপনার যেকোনো জিজ্ঞাসা নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন ca@professorsbd.com-এ বা ডাকে

লেসেথো আফ্রিকার তিনটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অন্যতম একটি

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)

বিচিত্র বিশ্ব

৪০ দেশে পড়াশোনা

মার্কিন দম্পতি ডায়ানা ব্রিঙ্ক ও স্কট ব্রিঙ্কের তিন মেয়ে লুসিল (১২), এডিথ (১১) ও হ্যাজেল (৯)। আড়াই বছর ধরে পথই তাদের 'স্কুল'। প্রতিদিনের ইঁদুর দৌড়ের জীবন ছেড়ে ২০২২ সালের জুলাইয়ে মেয়েদের নিয়ে পথে নামেন ডায়ানা-স্কট দম্পতি। তাদের এই যাত্রার নাম দেন 'ওয়ার্ল্ড স্কুলিং'। উদ্দেশ্য বই থেকে পড়ে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শেখা। পরিবারটি প্রথম বছরে ২২টি দেশ ঘুরে ফেলে। আর সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৪০টি দেশ ভ্রমণ করেছে, যার মধ্যে মরক্কো, আইসল্যান্ড, গ্রিস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য।

বরফের ভেতর ২ ঘণ্টা

সুইজারল্যান্ডের এক হিমশীতল প্রান্তরে ঝরে-পড়া তুষারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন ইলিয়াস মায়ার। বেলচা দিয়ে তার পিঠের ওপর বরফ স্তূপ করা হয় পরনে কেবল সাঁতারের একটি হাফপ্যান্ট, বাকি শরীর নগ্ন। এভাবে টানা ২ ঘণ্টা ৭ সেকেন্ড ধরে বরফের ভেতর ঢুকে থেকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েন পেশাদার ভারোত্তোলক ইলিয়াস। এর আগের এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন পোল্যান্ডের ভালেরিয়ান রোমানোভস্কি। ২০২২ সালে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ২ সেকেন্ড বরফের ভেতর ছিলেন তিনি।

বিনা ভাড়ায় ১২০ ফ্লাইটে

ছয় বছর ধরে এক ব্যক্তি নিজেকে ফ্লাইট-অ্যাটেনডেন্ট পরিচয় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত পাঁচটি এয়ারলাইন্সে ১২০টির বেশি ফ্রি ফ্লাইটে চড়েন। ৩৫ বছর বয়সি ফ্লোরিডার বাসিন্দা টিরন আলেকজান্ডার ২০১৮-২০২৪ সালের মধ্যে এই কাজ করেন। আলেক্সান্ডার ২০১৫ সালে একটি ছোট এয়ারলাইন্সে গ্রাউন্ড স্টাফ (বিমানের বাইরে কাজ করা কর্মী) হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি কখনো কোনো বিমানে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট বা পাইলট হিসেবে কাজ করেননি। প্রতিবারই ক্রুদের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ঢুকে নিজেকে কর্মী পরিচয় দিয়ে বিনা ভাড়ায় ফ্লাইট বুক করতেন টিরন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা

২৬ জুন ২০২৫ সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায়, কানাডার কুইবেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলার সন্ধান পাওয়া যায় বলে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। স্থানটি নুভুয়াগিটুক গ্রিনস্টোন বেল্ট নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। পৃথিবীর ভূত্বকের শক্ত অংশে এখনো যেসব শিলাখণ্ড টিকে রয়েছে বলে মনে করা হয়, সেগুলোর মধ্যে এই শিলাখণ্ড প্রায় ৪৬০ কোটি বছরের পুরোনো।

৩৫০০ বছর আগের প্রাচীন শহর

পেরুর উত্তরাঞ্চলের বারাঙ্কা প্রদেশে ৩৫০০ বছরের পুরোনো প্রাচীন একটি নগরের সন্ধান পান পুরাতত্ত্ববিদেরা। লিমা শহর থেকে প্রায় ২০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত এই নগরের নাম 'পেনিকো'। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, যা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রাচীন জনগোষ্ঠীকে আন্দিজ পর্বতমালা ও অ্যামাজন অববাহিকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সংযুক্ত করত। পেনিকো নগরটি খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০-১৫০০-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আট বছর ধরে চলা অনুসন্ধানে সেখানে ১৮টি স্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে ধর্মীয় উপাসনালয় ও আবাসিক ভবনও রয়েছে। সেখানের ভবনগুলোতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সামগ্রী, মানুষ ও পশুর মাটির ভাস্কর্য এবং নুড়ি ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি নেকলেস পান গবেষকেরা।

চুলের চেয়ে সরু বেহালা

যুক্তরাজ্যের লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পদার্থবিজ্ঞানী দাবি করেন যে তারা 'বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বেহালা' বানিয়েছেন। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৫ মাইক্রন, মানে ১ মিটারের ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগ। প্রস্থ ১৩ মাইক্রন। প্লাটিনাম দিয়ে তৈরি বেহালাটি এতই ছোট যে তা মানুষের একটি চুলেও অনায়াসে রাখা যাবে। মনে রাখতে হবে, এটিকে সাধারণ বেহালার মতো বাজানো যায় না। বেহালাটি মূলত একধরনের ন্যানো ছাপচিত্র, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকৃতিতে তৈরি একটি প্রোটোটাইপ।

রোবট খেলছে ফুটবল

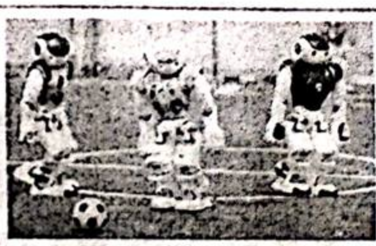

২৮ জুন ২০২৫ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবলের অভিনব এক প্রতিযোগিতা। এই ফুটবল খেলোয়াড়েরা কোনো সাধারণ খেলোয়াড় ছিল না, তারা সবাই ছিল রোবট। চীনের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক রোবট দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। চীনে এই ধরনের আয়োজন এটাই প্রথম। রোবট খেলোয়াড়েরা মানুষের কোনো রকম সাহায্য ছাড়া ম্যাচ খেলেছে, কীভাবে প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বল নিয়ে গোলের দিকে ছুটে যাবে, সেসব সিদ্ধান্ত রোবটগুলো নিজেরাই নিয়েছে। আর এই সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ফল। ফাইনালে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিএইচইউ রোবোটিকস' দল ৫-৩ গোলে চায়না অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির 'মাউন্টেন সি' দলকে হারিয়ে দেয়।

Follow our FB Page —" JOB study BEE "
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084812458)